সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	বিসিএস প্রিলি. প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম-৪৪তম) ও চূড়ান্ত সাজেশন	৫-২০
২.	প্রিলি. লিখিত কমন টপিকসমূহ চিহ্নিতকরণ	২০
৩.	BCS প্রিলির নতুন সিলেবাসের বাংলা ভার্সন	২১-২৬
৪.	BCS লিখিত নতুন সিলেবাসের বাংলা ভার্সন	২৭-৪২
৫.	বিসিএস লিখিত প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম-৪৩তম) ও চূড়ান্ত সাজেশন	৪৩-৫৪
৬.	প্রাথমিক সহকারি শিক্ষক প্রশ্ন বিশ্লেষণ ও চূড়ান্ত সাজেশন : ২০১৯-২০২০	৫৫-৬২
৭.	বিসিএস ক্যাডার চয়েস (বিসিএস-এর A to Z)	৬৩-১০৩

ঘরে বসে বইটি পেতে লগ ইন করুন

www.mamunbooks.com-০১৭০৭ ১৪৪ ১২২ www.boikroy.com- ০১৫ ১৯৭১ ২০৭১
www.rokomari.com- ০১৫ ১৯৫২ ১৯৭১ www.alambooks.com- ০১৭৫৪৮৯৬৭৬৩

এছাড়াও বইটি পাওয়া যাচ্ছে দেশের অভিজাত লাইব্রেরি সমূহে।

আপনার এলাকার প্রাপ্তিস্থান জানতে কল করুন : ০১৯-১৯২১ ১৯২১

-: পরিবেশক :-

সুমনা বই ঘর
বাংলা বাজার, ঢাকা- ০১৯২০ ৪৯৪৬০৭

প্রমিজ বুকস
বাংলা বাজার, ঢাকা- ০১৯৪৯ ৪৯৬১০১

প্রিলি. চূড়ান্ত সাজেশন ও বিগত প্রশ্ন বিশ্লেষণ

১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ....পূর্ণমান: ৩৫

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ব্যাকরণ অংশ– মান ১৫

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১	ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তন	২	১	২	১	১	-	৩	১	৩	১
২	বর্ণ	-	২	-	১	-	-	১	-	-	-
৩	শব্দ	১	১	২	২	১	২	১	২	১	২
৪	সন্ধি	১	১	-	১	১		-	-	-	১
৫	ধাতু, প্রকৃতি-প্রত্যয়	১	১	-	২	-	২	১	১	১	১
৬	পদ	১	২	-	-	২	-	-	-	১	-
৭	সমাস	১	১	২	১	১	-	১	১	১	১
৮	বাক্য	১	১	১	১	-	-	১	১	২	১
৯	বানান ও বাক্য শুদ্ধি	৩	১	২	২	-	১	২	২	২	১
১০	প্রয়োগ – অপপ্রয়োগ	-	১	১	১	১	-	-	-	-	১
১১	পরিভাষা	১	১	২	১	১	১	-	২	১	-
১২	সমার্থক শব্দ/শব্দার্থ	২	১	২	১	২	২	-	২	১	১
১৩	বিপরীতার্থক শব্দ	১	-	-	১	১	১	-	২	-	-
সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন (প্রিলির সিলেবাসে নেই কিন্তু প্রশ্ন আসে)											
১৪	ণত্ব-ষত্ব বিধান	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
১৫	কারক ও বিভক্তি	-	-	-	-	-	২	-	-	১	-
১৬	বাগধারা/প্রবাদ-প্রবচন	-	-	-	-	-	২	-	১	১	২
১৭	এক কথায় প্রকাশ	-	-	-	-	-	২	-	১	১	২
১৮	উপসর্গ	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
১৯	অন্যান্য	-	-	১	-	৪	-	৪	-	-	১
মোট =		১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৬	১৬	১৫

গৃহ শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই বিসিএস প্রিলি.পরীক্ষায় বাংলা ব্যাকরণ অংশে অধিক ভালো করতে চাইলে সংগ্রহ করুন–

“আমিনুল’স বাংলা”

(স্পেশাল হ্যান্ডনোট সংকলন)

সাহিত্য অংশ– মান ২০

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১	যুগবিভাগ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	প্রাচীনযুগ	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
২	চর্যাপদ	১	-	২	১	-	২	১	১	২	-
	মধ্য যুগ	-	-	-	-	-	-	২	-	২	২
৩	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য	১	-	-	১	-	-	-	-	-	১
৪	মঙ্গল কাব্য	১	-	-	-	-	-	-	-	-	১
৫	পদাবলি	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-
৬	জীবনী সাহিত্য	-	১	-	-	-	১	১	-	-	-
৭	মহাভারত	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	পুঁথি ও লোক সাহিত্য	-	-	১	২	-	১	-	-	-	-
৯	রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১০	নাথ সাহিত্য	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
১১	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	১	১	-	১	-	-	-	-	-	-
১২	কবিগান	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
১৩	যুগসন্ধিক্ষণ	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
১৪	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-
১৫	রাজা রামমোহন রায়	-	-	-	-	১	-	-	-	-	-
১৬	ইয়ংবেঙ্গল	-	১	-	-	-	১	-	-	-	-
১৭	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১	-	-	১	-	-	-	-	১	-
১৮	জসীমউদ্দীন	-	১	-	১	-	১	-	-	-	-
১৯	রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	-	-	১	১	১	-	-	-	-	-
২০	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	২	২	১	২	১	২	২	১	১	৩
২১	কাজী নজরুল ইসলাম	-	২	১	১	১	১	১	-	১	১
২২	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	১	১	-	-	২	-	-	১	১
২৩	শামসুর রাহমান	-	-	১	১	-	-	-	-	-	-
২৪	হুমায়ুন কবির	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-
২৫	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	-	১	-	১	-	১	-	-	-	-
২৬	মুনীর চৌধুরী	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-
২৭	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-
২৮	প্রমথ চৌধুরী	১	১	-	১	-	-	-	-	-	-
২৯	কায়কোবাদ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩০	দীনবন্ধু মিত্র	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-
৩১	মীর মশাররফ হোসেন	-	১	১	-	১	-	-	-	-	১
৩২	হাসান হাফিজুর রহমান	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
৩৩	হুমায়ুন আজাদ	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৩৪	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
৩৫	মোতাহের হোসেন চৌধুরী	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৬	সেলিম আল দীন	-	-	১	-	-	-	-	১	-	-
৩৭	সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৮	শওকত ওসমান	-	১	১	-	-	-	-	-	-	-
৩৯	জীবনানন্দ দাশ	-	১	১	-	-	-	১	-	১	১
৪০	তারেক মাসুদ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪১	কৃষ্ণকুমারী	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪২	শেখ ওয়াহিদ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৩	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৪	সোমেন চন্দ্র	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৫	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৪৬	নির্মলেন্দু গুণ	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৪৭	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১	-	-	-	-	-	-	-	১	-
৪৮	সৈয়দ শামসুল হক	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৪৯	সমরেশ বসু	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৫০	পত্র-পত্রিকা	১	১	১	-	-	১	১	১	১	১
৫১	ছদ্মনাম	-	-	-	-	-	-	১	-	২	-
৫২	উক্তি	-	-	-	-	-	-	১	-	২	১
৫৩	অন্যান্য	-	-	১	-	-	৪	৬	১	৩	৭
	মোট =	২০	২০	২০	২০	০৫	২০	২০	০৫	১৯	২০

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চূড়ান্ত সাজেশন

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	বিসিএসে যতবার এসেছে (৩৫তম-৪৪তম)
০১	বিখ্যাত পত্র-পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশকাল	৩০
০২	ভাষা আন্দোলন সম্পর্কিত সাহিত্য	১০
০৩	মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য	১৪
০৪	উপন্যাস	১৩
০৫	নাটক, ছন্দ প্রকরণ	৭
০৬	গদ্য, সঙ্গীত	৪
০৭	মহাকাব্য, গীতিকবিতা ও সনেট,	৪

CamScanner

সাহিত্য অংশের চূড়ান্ত সাজেশন

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	বিসিএসে যতবার এসেছে
০১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৭
০২	কাজী নজরুল ইসলাম	২৬
০৩	চর্যাপদ	১৭
০৪	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪
০৫	মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীর মশাররফ হোসেন	১৩
০৬	জসীমউদ্‌দীন	১০
০৭	সৈয়দ আলাওল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, জীবনানন্দ দাশ, লোক সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য	১০
০৮	প্রমথ চৌধুরী	৮
০৯	ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৭
১০	যুগবিভাগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ভারতচন্দ্র, শাহ মুহম্মদ সগীর, মুনীর চৌধুরী	৭
১১	কবিওয়ালা/শায়ের, রাজা রামমোহন রায়, ফররুখ আহমদ	৬
১২	মঙ্গলকাব্য, শ্রীচৈতন্যদেব, ড. সুনীতিকুমার, চট্টোপাধ্যায়, বেগম রোকেয়া, মানিক বন্দোপাধ্যায়, সৈয়দ মুজতবা আলী, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	৫
১৩	চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, প্যারীচাঁদ মিত্র, বিহারীলাল চক্রবর্তী, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, আহমদ শরীফ, দীনেশচন্দ্র সেন, সেলিম আল দীন, নূরুল মোমেন, শওকত ওসমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ	৩
১৪	জ্ঞানদাস, নির্মলেন্দু গুণ	১

2. English Language and Literature-35 Marks

English Language [Marks-20]

Question Analysis According to New syllabus (35th – 44th)

Sl No	Name of Topics	35th	36th	37th	38th	39th	40th	41st	42nd	43rd	44th
	Parts of Speech										
1	The Noun	1	1	1	1	1	1	1	-	2	1
2	The Pronoun	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
3	The Adjective	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1
4	The Gender	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
5	Degree	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
6	Conjunction	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Phrase	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
8	The Verb	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1
9	The Adverb	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
10	The Preposition	1	3	1	1	1	1	3	1	1	2
11	Gerund	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
11	Participle	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
12	The Determiner	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
13	The Number	-	-	1	1	1	1	1	2	-	1
14	Idiom and phrase	1	1	1	1	1	1	1	-	-	2
15.	**Clause**						1		-	-	1
16	The Adverbial Clause	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-
17	The Adjective Clause	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
18	**Corrections**	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-
19	**Sentence and Transformations**	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	The Complex Sentence	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
21	The Compound Sentence	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
22	The Voice	1	-	1	1	1	1	1	-	1	2
23	Narration	-	1	-	1	-		-	1	-	-
24	Words						2	-	-	-	-
25	Synonyms	1	1	3	1	1	1	-	1	1	2
26	Antonyms	1	2	1	1	-	2	1	-	1	1
27	Substitutions	2	-	1	1	4	-	1	-	3	-
28	Tense	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
29	Usages of words as various parts of spech	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Right forms of verb	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
32	Article	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
33	Subject verb agreement	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-
34	Group verb	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
35	Conditional	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
36	Quantifier	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
37	Analogy	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Spellings	-	-	-	1	2	1	1	1	1	2
39	Suffix-Prefix	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
40	Letter	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
41	Others	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	Total =	20	18	20	20	17	20	22	12	20	20

CamScanner

English Literature [Marks-15]

Question Analysis According to New syllabus (35th – 44th)

Sl No	Name of Topics	35th	36th	37th	38th	39th	40th	41st	42nd	43rd	44th
1.	**Periods of English Literature**	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	Renaissance Period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	**1. Elizabethan Age**	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	William Shakespeare	2	3	3	3	1	4	3	-	2	3
4	Christopher Marlowe	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Thomas Kyd	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	2. Jacobean Age	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ben Jonson	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7	John Donne	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	New-Classical Period	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
	1. Restoration Age	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	John Milton	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	2. Augustan Period/ Age of Pope	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
9	Alexander Pope	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10	Jonathan Swift	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	3. Age of Sensibility	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Thomas Gray	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	The Romantic Period	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	The Romantic Period	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
13	William Wordsworth	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
14	Percy Bysshe Shelley	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1
15	Samuel Taylor Coleridge	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	Victorian Period	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
16	Charles Dickens	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
17	Robert Browning	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18	George Eliot	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Thomas Hardy	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	The Modern Period & Post Modern Period	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2
20	William Butler Yeats	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
21	Thomas Stearns Eliot	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
22	O'Henry	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
22	R.K. Narayan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
23	Ernest Hemingway	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
24	George Bernard Shaw	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1
25	Edward Morgan Forster	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Miscellaneous	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Name of some important Books and writers	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-
27.	Novel Laureate	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	**Literary Terms**	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-
29.	**Quotations**	1	1	-	1	-	2	3	-	1	-
30.	**Others**	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
	Total =	15	15	15	15	2	15	15	0	15	15

Sl No	Name of Writers	Which BCS and How Much
01	William Shakespeare	44th (3), 43rd (2), 41st (3), 40th (4), 39th, 37th (3), 36th (2), 35th (2), 29th, 28th, 16th
02	George Bernard Shaw	41st, 38th, 36th (2), 35th, 12th (2)
03	T.S Eliot	44th, 41st (2), 37th, 35th, 17th, 13th
04	Ernest Hemingway	37th, 12th, 11th, 10th
05	William Wordsworth	43rd (1), 36th (3), 35th
06	W. B. Yeats	40th, 36th (2), 25th
07	S. T Colleridge	38th, 37th, 36th, 13th
08	Robert Browning	37th, 17th, 11th
09	Charles Dickens	41st (2), 39th, 36th (2), 29th
10	Thomas Gray	36th, 35th
11	Ben Jonson	37th, 15th
12	Jonathon Swift	38th, 12th
13	P. B Shelley	44th, 43rd (2), 37th, 28th
14	Thomas kyd	37th
15	E. M Forster	41st (1), 36th
16	Thomas Hardy	36th
17	Toni Morrison	35th
18	Christopher Marlowe	35th
19	Alexander Pope	40th, 16th
20	John Keats	40th, 15th
21	William Blake	15th
22	D. S Lawrence	41st, 13th
23	O'Henry	43rd (1), 13th, 43th
24	George Orwell	10th
25	John Done	40th
26	Meily Bronte	40th
27	Lord Byron	40th
28	Edward Fitzerald	40th
29	Guy de Maupassant	40th
30	Alfred Tennyson	40th
31	James Joyce	40th
32	Harold Pinter	41st
33	H.G Wells	41st
34	John Milton	44th

Must | You should read these topic attentively.

৩. বাংলাদেশ বিষয়াবলি [পূর্ণমান-৩০]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
	বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি										
১	প্রাচীনকাল হতে সমসাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি	৩	৬	২	২	১	৫	৭	৪	৪	৭
২	ভাষা আন্দোলন	১	২	-	১	-	-	১	১	-	২
৩	১৯৫৪ সালের নির্বাচন	-	-	১	১	-	-	-	-	-	১
৪	ছয়-দফা আন্দোলন ১৯৬৬	-	১	১	১	-	১	১	-	১	১
৫	গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯	-	-	-	-	-	১	-	-	-	-
৬	১৯৭০ সালের নির্বাচন	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৭	অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
৮	৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি, মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল, মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা, পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়	৪	৩	৩	১	২	২	৪	২	২	৩
৯.	বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ, শস্য, উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা।	২	৩	৩	২	-	২	-	৩	২	২
১০.	বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি	২	১	৪	১	১	১	-	-	১	১
১১	জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি।	-	২	১	-	-	১	১	-	১	১
	বাংলাদেশের অর্থনীতি										
১২	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী	১	২	-	-	-	-	-	-	১	২
১৩	জাতীয় আয়-ব্যয়	-	-	-	২	-	৩	-	-	১	-
১৪	রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	-	-	-	২	-	১	-	-	-	-
১৫	দারিদ্র্য বিমোচন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৬	বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
১৭	শিল্প উৎপাদন	২	-	১	-	-	-	-	১	১	-
১৮	পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ	১	-	২	১	-	১	১	-	১	-

Must

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১৯	গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেন-দেন, অর্থ প্রেরণ	-	-	১	১	-	১	-	-	-	-
২০	ব্যাংক বীমা ব্যবস্থাপনা	-	-	১	-	-	-	-	-	-	-
২১	বাংলাদেশে সংবিধান: প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ	২	৩	২	৩	-	৪	৪	২	৪	২
	বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা									-	
২২	রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম	-	-	১	১	-	-	-	-	২	-
২৩	ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি	-	-	-	১	-	-	-	-	১	-
২৪	সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-
২৫	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা						১	-	-	৪	১
২৬	আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ	-	-	১	১	-		-	-	-	-
২৭	আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ	-	-	-	১	-	-	-	-	-	-
২৮	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার	১	-	১	১	-	-	২	-	-	-
২৯	বাংলাদেশের জাতীয় অর্জনাদি	২	২	১	-	-	১	২	-	-	১
৩০	বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব	১	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৩১	গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ	-	-	-	-	-	২	২	৩	১	১
৩২	জাতীয় পুরস্কার	-	-	-	২	-	-	-	-	-	-
৩৩	বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়	৩	-	১	১	-	১	-	-	১	১
৩৪	বঙ্গবন্ধু	-	-	-	-	-	-	২	১	-	-
৩৫	দিবস	-	-	-	-	-	-	-	২	-	-
৩৬	সাম্প্রতিক ও অন্যান্য	৫	৪	২	৩	-	১	১	১	২	৪
	মোট:	৩০	৩০	৩০	৩০	৪	৩০	৩০	২০	৩০	৩০

CamScanner

৪. আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি [পূর্ণমান-২০]

বিগত বছরসমূহের প্রশ্ন বিশ্লেষণ

ক্রমিক নং	বিষয়	বিসিএসে যতবার এসেছে
১.	এশিয়া মহাদেশ	৬১
২.	জাতিসংঘ ব্যতীত অন্যান্য সংস্থা	৫৬
৩.	জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘ	৩৮
৪.	চুক্তি/প্রটোকল/কনভেনশন	৩১
৫.	প্রণালী, সীমানা ও বিরোধপূর্ণ অঞ্চল	২৯
৬.	ইউরোপ মহাদেশ	২২
৭.	সদরদপ্তর বা প্রধান কার্যালয়	১৭
৮.	আমেরিকা মহাদেশ	১৬
৯.	বিখ্যাত বন্দর ও স্থাপনা	১২
১০.	যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাজধানী	১১
১১.	অন্যান্য	১০
১২.	ভৌগোলিক উপনাম, বিভিন্ন পুরস্কার	১০
১৩.	আন্তর্জাতিক দিবস	৯
১৪.	অধিবাসী ও ভাষা, মুদ্রা, রিপোর্ট ও সমীক্ষা	৬
১৫.	আফ্রিকা মহাদেশ, শীর্ষ সম্মেলন, উপনিবেশ, আইনসভা, গেরিলা সংগঠন	৪
১৬.	বিভিন্ন দেশের পুরাতন নাম	৩
১৭.	খেলাধুলা	২
১৮.	ওশেনিয়া মহাদেশ	১

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি [পূর্ণমান-২০]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১.	বৈশ্বিক ইতিহাস	৩	১	২	২	৬	-	২	১	৩	২
২.	আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি	৯	৩	৫	২	৬	২	৪	১	২	৩
৩.	আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক	১	২	২	২	১	৪	১	১	১	১
৪.	আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি	৪	১	৫	২	-	৪	১	৩	১	২
৫.	জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ-সংগঠনসমূহ	-	৪	১	৩	২	১	২	১	৬	৩
৬.	আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ (রাজনৈতিক, সামরিক ও আঞ্চলিক)	১	৩	-	২	১	২	৩	-	৩	১
৭.	বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি	১	১	৪	১	২	২	১	১	১	২
৮.	চুক্তি, সনদ ও সম্মেলন	-	২	১	১	-	৫	১	৬	-	৪
৯.	আন্তর্জাতিক দিবস	-	-	-	-	-	-	-	১	১	-
১০.	সাম্প্রতিক ও অন্যান্য	১	৩	-	৫	১	-	৫	-	৩	২
	মোট =	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	১৫	২০	২০

৫. ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা [পূর্ণমান-১০]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্রমিক নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১	বাংলাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, পারিবেশিক, আর্থ-সামাজিক ও ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব	২	১	১	২	-	২	৩	৩	৩	-
২	অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূ-প্রাকৃতিক) সম্পদের বন্টন ও গুরুত্ব:	২	১	২	১	-	১	২	২	১	৩
৩	বাংলাদেশের পরিবেশঃ প্রকৃতি ও সম্পদ, প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ	-	২	-	৩	-	১	১	১	১	৩
৪	বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তনঃ আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ামকসমূহের সেক্টরভিত্তিক (যেমন- অভিবাসন, কৃষি, মিল্প, মৎস্য ইত্যাদি) স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব	৫	৩	৫	২	-	২	৩	৩	২	১
৫	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা দুর্যোগের ধরন, প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা	১	১	-	-	-	৪	১	১	২	৩
৬	অন্যান্য	-	২	২	২	-	-	-	-	১	-
	মোট =	১০	১০	১০	১০	-	১০	১০	১০	১০	১০

CamScanner

৬. সাধারণ বিজ্ঞান [পূর্ণমান-১৫]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
	ভৌতবিজ্ঞান										
১	এটমের গঠন	২	-	-	১	-	২	-	-	১	-
২	এসিড, ক্ষার ও লবণ	২	-	-	-	-	-	-	-	১	১
৩	ভৌত রাশি এবং এর পরিমাপ	-	-	১	-	-	-	১	-	-	-
৪	চৌম্বকত্ব, তড়িৎ চৌম্বক, ট্রান্সফরমার	-	১	-	-	-	২	-	-	১	-
৫	আলোর প্রকৃতি ও আলোর যন্ত্রপাতি	-	-	১	-	-	-	-	-	১	১
৬	কার্বনের বহুমুখী ব্যবহার	-	-	-	১	-	-	১	-	-	-
৭	শক্তির উৎস ও ব্যবহার	-	১	১	২	-	১	-	-	-	-
৮	জারন-বিজারণ ও তড়িৎ কোষ	-	-	১	-	-	১	১	-	১	-
৯	তাপ ও তাপগতি বিদ্যা	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-
১০	তরঙ্গ এবং শব্দ	-	-	১	-	-	-	-	-	-	১
১১	আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, এক্স-রে, তেজস্ক্রিয়তা	১	২	-	-	-	১	-	-	-	-
১২	স্থির এবং চল তড়িৎ	১	১	-	-	-	১	২	-	১	২
১৩	জৈব যৌগ ও অজৈব যৌগ	-	-	-	-	-	-	২	-		১
	জীববিজ্ঞান					-	-	-	-		
১৪	টিস্যু (কোষ)	১	-	১	১	-	-	-	-		-
১৫	জীববৈচিত্র্য	১	-	-	-	-	-	-	-		-
১৬	ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া	-	১	১	-	-	-	-	-	২	২
১৭	প্রাণিজগৎ	১	-	১	-	-	-	-	-		-
১৮	রক্ত ও রক্ত সঞ্চালন, রক্তচাপ	১	১	-	-	-	-	১	-		১
১৯	হৃৎপিণ্ড এবং হৃদরোগ	১	-	-	-	-	-	১	-	১	-
	স্নায়ু এবং স্নায়ুরোগ	-	১	-	-	-	-	-	-	-	-
২০	খাদ্য ও পুষ্টি, ভিটামিন	-	২	২	-	-	১	-	-	১	১
২১	অর্গানিক	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
২২	উদ্ভিদজগৎ	-	-	-	১	-	২	-	-	১	-
২৩	মাইক্রোবায়োলজি	-	১	-	১	-	-	-	-	-	-
২৪	জেনেটিকস	১	১	-	-	-	-	-	-	-	১
২৫	আধুনিক কৃষি	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
	আধুনিক বিজ্ঞান					-		-	-	-	
২৬	পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস	-	-	১	১	-	-	২	-	-	-
২৭	বারিমণ্ডল	-	-	-	১	-	২	২	-	-	-
২৮	টেকটোনিক প্লেট, সাইক্লোন, সুনামি	-	১	-	-	-	-	-	-	১	১
২৯	রোগের কারণ ও প্রতিকার	-	-	১	১	-	১	-	-	-	১
৩০	মা ও শিশু স্বাস্থ্য	-	-	-	১		-	-	-	-	১
৩১	গ্রীন হাউজ গ্যাস	-	-	২	১	-	-	-	-	-	-
৩২	বায়ুমণ্ডল	১	১	-	২	-	-	১	-	-	-
৩৩	এপিকালচার	-	-	-	১	-	১	-	-	-	-
৩৪	বিবিধ	-	১	-	-	-	-	-	-	-	১
	মোট =	১৫	১৫	১৫	১৫	-	১৫	১৫	-	১২	১৫

৭. কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি-[পূর্ণমান-১৫]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র. নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১.	কম্পিউটার পেরিফেরালস: কী-বোর্ড, মাউস, ওসিয়ার ইত্যাদি	২	২	২	-	-	৩	-	-	২	১
২.	কম্পিউটারের ইতিহাস	১	-	১	-	-	-	-	-	-	-
৩.	অপারেটিং সিস্টেম	-	-	১	১	-	১	১	-	১	১
৪.	কম্পিউটারের অঙ্গসংগঠন: সিপিইউ, এএলইউ, হার্ড ডিস্ক	২	৩	২	১	-	১	-	-	-	-
৫.	কম্পিউটার প্রোগ্রামিং	২	২	-	-	-	২	১	-	-	১
৬.	সফটওয়ার	-	-	-	-	-	-	২	-	১	২
৭.	ক্লায়েন্ড সার্ভার	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৮.	কমিউনিকেশন	-	-	-	-	-	-	১	-	৩	-
৯.	কম্পিউটারের নম্বর ব্যবস্থা	-	৪	১	৪	-	২	১	-	১	১,
১০.	কম্পিউটার নেটওয়ার্ক	১	৩	১	১		৫	৩	১	২	২
১১.	ই-কমার্স	১	-	১	১	-	-	-	-	-	-
১২.	স্মার্টফোন	২	-	১	-	-	১	-	-	-	১
১৩.	ইন্টারনেট	১	-	১	২	-	-	-	-	২	৫
১৪.	Abbreviation	-	-	-	-	-	-	১	১	১	১
১৫.	অন্যান্য	৩	১	৪	৫	-	-	৪	১	৫	-
	মোট=	১৫	১৫	১৫	১৫	-	১৫	১৫	৩	১৮	১৫

৮. গাণিতিক যুক্তি-[মান-১৫]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
	পাটিগণিত										
১.	বাস্তব সংখ্যা ও সম্পর্ক	-	১	১	১	-	২	১	-	-	১
২.	ল.সা.গু ও গ.সা.গু	১	১	-	১	১	১	-	-	১	-
৩.	শতকরা	১	২	-	১	-	-	১	২	-	-
৪.	সরল ও যৌগিক মুনাফা	-	-	১	১	১	১	১		১	-
৫.	অনুপাত ও সমানুপাত	১	-	১	-	-	১	-		-	-
৬.	লাভ ও ক্ষতি	-	-	১	১		১	-	১	-	১
	বীজগণিত							-		-	
১.	বীজগাণিতিক সূত্রাবলি	২	২	১	১	-	১	৩	১	১	-
২.	উৎপাদকে বিশ্লেষণ	-	-	-	-	-	-	-		-	১
৩.	সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ	১	-	-	-	-	১	-		-	-
৪.	সরল ও দ্বিপদী অসমতা	-	-	১	১	২	১	১	১	২	১
৫.	সরল সহসমীকরণ	-	-	-	-	-	-	-		১	-
৬.	সূচক	১	১	-	১	১	১	১		১	১
৭.	গতি, সময় ও দূরত্ব	-	-	-	-	-	-	-	১	-	-
৮.	লগারিদম	২	১	১	১	-	১	১	১	১	২
৯.	সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা	১	১	২	২	১	-	১	৩	১	৩
১০.	সেট	১	১	১	১	১	১	-		১	১
১১.	বিন্যাস	১	১	-	-	-	-	-		-	-
১২.	সমাবেশ	১	-	-	-	১	১	১	১	১	-
১৩.	পরিসংখ্যান	১	-	-	-	-	-	-		-	-
১৪.	সম্ভাব্যতা	-	১	১	১	-	-	১		১	১
	জ্যামিতি						-	-		-	
১.	রেখা, কোণ	-	-	-	১	-	১	-		১	-
২.	ত্রিভুজ	-	-	-	-	-	-	১		১	২
৩.	চতুর্ভুজ	-	২	১	১	-	-	১	১	-	-
৪.	বহুভুজ	-	-	-	-	-	-	-		-	১
৫.	বৃত্ত	১	১	১	-	-	-	১	-	১	-
৬.	পরিমিতি ও সরল ক্ষেত্র	-	-	১	-	১	-	-	-	-	-
৭.	ত্রিকোণমিতি	-	-	-	-	-	১	-	১	-	-
৮.	ঘনবস্তু	-	-	-	-	-	-			-	-
৯.	অন্যান্য	-	-	১	-	-	-	-	২	-	-
	মোট=	১৫	১৫	১৫	১৫	৯	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫

৯. মানসিক দক্ষতা [পূর্ণমান-১৫]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র. নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
	ভাষাগত যৌক্তিক বিচার										
১.	সাদৃশ্য	১	-	২	-	২	-	-	-	-	১
২.	শূন্যস্থান পূরণ করা	-	-	-	২	-	১	১	-	১	-
৩.	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য, সম্পর্ক	১	-	-	-	-	-	১	-	১	-
৪.	অন্যান্য	১	১	১	১	১	-	-	-	২	৫
	সমস্যা সমাধান										
১.	বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা	৩	৩	৩	১	৪	১	৩		২	-
২.	পঞ্জিকা (দিন, তারিখ, মাস, বছর) নির্ণয় বিষয়ক সমস্যা	-	-	১	২	-	-	১	১	-	১
৩.	ঘড়ি সংক্রান্ত সমস্যা	-	-	-	-	১	-	১	-	-	-
	বানান ও ভাষা									-	
১.	সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ	-	-	২	১	১	-	-	-	-	-
২.	শুদ্ধ বানান (বাংলা এবং ইংরেজি)	২	১	১	-	-	৩	১	-	১	-
	যান্ত্রিক দক্ষতা										
১.	চিত্র বের করা	২	-	-	-	-	১	-	১	৩	২
২.	ভারসাম্য রক্ষা করা	-	১	৩	-	-	১	-	-	১	১
	স্থানাঙ্ক সম্পর্ক							-	-	-	
১.	দিক নির্ণয়	-	-	১	১	১	২	১	-	১	১
২.	আয়নায় শব্দের প্রতিফলন	১	৩	১	২	-	২	১	-	-	১
	সংখ্যাগত ক্ষমতা										
১.	চিত্রে যৌক্তিক সংখ্যা বসানো	২	২	-	২	-	১	১	-	১	১
২.	সিরিজ সম্পন্ন করণ	২	৪	-	৩	-	১	১	-	২	২
৩.	Analogy	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-
৪.	অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	২	-	-	-
	মোট =	১৫	১৫	১৫	১৫	১০	১৫	১৫	২	১৫	১৫

CamScanner

১০. নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন [পূর্ণমান-১০]

নতুন সিলেবাসের আলোকে প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম – ৪৪তম)

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৩৫তম	৩৬তম	৩৭তম	৩৮তম	৩৯তম	৪০তম	৪১তম	৪২তম	৪৩তম	৪৪তম
১.	মূল্যবোধ ও সুশাসনের সংজ্ঞা	৩	৪	১	২	-	৩	৩	-	৪	১
২.	মূল্যবোধের সাথে সুশাসনের সম্পর্ক	-	-	১	১	-	১	-	-	১	১
৩.	মূল্যবোধ ও সুশাসনের সাধারণ ধারণা	২	-	২	৩	-	২	২	-	১	২
৪.	মূল্যবোধ ও সুশাসনের গুরুত্ব	২	১	১	১	-	১	১	-	২	১
৫.	জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ ও সুশাসনের প্রভাব	১	-	১	-	-	১	১	-	১	১
৬.	সুশাসন ও মূল্যবোধের উপাদান	২	৩	৩	৩	-	১	২	-	১	১
৭.	মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপযোগিতা এবং অভাবজনিত প্রভাব	-	২	১	-	-	১	১	-	-	৩
	মোট =	১০	১০	১০	১০	-	১০	১০	-	১০	১০

বিসিএস প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষার কমন মার্কসঃ-

	প্রিলি.- লিখিত পরীক্ষার কমন বিষয়সমূহ	প্রিলির মার্কস	লিখিত সিলেবাসের সাথে কমন মার্কস
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫	৬০+
২.	English Language	২০	৩০+
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০	৭০+
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০	৪০+
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০	-
৬.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫	২৫+
৭.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫	৭৫+
৮.	মানসিক দক্ষতা	১৫	৫০
৯.	গাণিতিক যুক্তি	১৫	৫০
		সর্বমোট = ১৭৫	৪০০+

বিশেষ দ্রষ্টব্য: English Literature এবং নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন এ দু'টি বিষয় বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় নেই। তবে ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রিলিতে ১০ নম্বর বরাদ্দ আছে। যা লিখিত তে পরিবেশগত সমস্যা ও সমাধানের সাথে অনেকাংশেই মিলে যায়। সুতরাং প্রিলিতে ১৭৫ নম্বরের ভালোমত প্রস্তুতি নিলে লিখিত পরীক্ষার প্রায় ৪০০ নম্বর অগ্রিম প্রস্তুতি নেয়া থাকে।

৪৪/৪৫ তম বিসিএস প্রত্যাশীরা বিসিএস প্রিলি. ও লিখিত সমন্বিত প্রস্তুতি নিতে চাইলে সংগ্রহ করুন–

স্বপ্ন সিরিজের

প্রিলি.-লিখিত কমন প্রশ্ন সমাধান

প্রকাশনায়: স্বপ্ন প্রকাশন

বইটি কেন পড়বেন?

- ❖ পরবর্তী প্রিলিতে প্রায় ৪০% কমন পাবেন।
- ❖ পরবর্তী লিখিততে প্রায় ৪০০ নম্বর এগিয়ে থাকবেন।
- ❖ ভাইভার জন্য বেসিক নলেজ তৈরি হবে।

পাওয়া যাবে নীলক্ষেতসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরি সমূহে।

বিস্তারিত:FB Page & Group: স্বপ্ন প্রকাশন

অথবা: ০১৯-১৯২১ ১৯২১

BPSC প্রদত্ত BCS প্রিলি.নতুন সিলেবাস ও মানবণ্টন

	বিষয়ের নাম	মান বণ্টন
১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
২.	English Language and Literature	৩৫
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
৬.	কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি	১৫
৭.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
৮.	মানসিক দক্ষতা	১৫
৯.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
		মোট = ২০০

বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস (বাংলায়)

[১] বিষয়ের নাম : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পূর্ণমান : ৩৫

ভাষা : প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস	১৫
সাহিত্য : (ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ (খ) আধুনিক যুগ (১৮০১-বর্তমান পর্যন্ত)	০৫ ১৫
সর্বমোট-	৩৫

[২]Name of the Subject : English Language and Literature
Total Marks : 35 PART- I : Language [Marks-20]

A. PARTS OF SPEECH:

The Noun	2. The Determiner	3. The Gender	4. The Number
The Pronoun			
The Verb: 1. The Finite : transitive, intransitive	2. The Non-finite: participles, infinitives, gerund	3. The Linking Verb	4. The Phrasal Verb, Modals
1. The Adjective	2. The Adverb	3.The Preposition	4. The Conjunction

B. Idioms &Phrases :

1. Meanings of Phrases	2. Kinds of Phrases	3. Identifying Phrases

C. Clauses:

1. The Principal Clause	2. The Subordinate Clause	3. The Noun Clause
4. The Adjective Clause	5. The Adverbial Clause & its types	

D. Corrections:

1. The Tense	2. The Verb	3. The Preposition
4. The Determiner	5. The Gender	
6. The Number	7. Subject-Verb Agreement	

E. Sentences & Transformations:

1. The Simple Sentence	2. The Compound Sentence
3. The Complex Sentence	4. The Active Voice
5. The Passive Voice	6. The Positive Degree
7. The Comparative Degree	8. The Superlative Degree

F. Words:

1. Meanings	2. Synonyms	3. Antonyms
4. Spellings	5. Usage of words as various parts of speech	
6. Formation of new words by adding prefixes and suffixes		

G.Composition:
Names of parts of paragraphs/letters/applications

PART-II: Literature [Marks-15]

II.English Literature:
Names of writers of literary pieces from Elizabethan period to the 21st Century
Quotations from drama/poetry of different ages

[৩] বিষয়ের নাম : বাংলাদেশ বিষয়াবলি (পূর্ণমান : ৩০)

১.	বাংলাদেশের জাতীয় বিষয়াবলি : প্রাচীনকাল হতে সম-সাময়িক কালের ইতিহাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস : ভাষা আন্দোলন; ১৯৫৪ সালের নির্বাচন; ছয়-দফা আন্দোলন, ১৯৬৬; গণ অভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯; ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন; অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১; ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ; স্বাধীনতা ঘোষণা; মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যাবলি; মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল; মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা; পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়।	০৬
২.	বাংলাদেশের কৃষিজ সম্পদ : শস্য উৎপাদন এবং এর বহুমুখীকরণ, খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনা।	০৩
৩.	বাংলাদেশের জনসংখ্যা, আদমশুমারি, জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি সংক্রান্ত বিষয়াদি।	০৩
৪.	বাংলাদেশের অর্থনীতি : উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রেক্ষিত ও পঞ্চবার্ষিকী, জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্ব নীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি।	০৩
৫.	বাংলাদেশের শিল্প ও বাণিজ্য : শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক লেন-দেন, অর্থ প্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।	০৩
৬.	বাংলাদেশের সংবিধান : প্রস্তাবনা ও বৈশিষ্ট্য, মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, সংবিধানের সংশোধনীসমূহ।	০৩
৭.	বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা : রাজনৈতিক দলসমূহের গঠন, ভূমিকা ও কার্যক্রম, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক সম্পর্কাদি, সুশীল সমাজ ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ এবং এদের ভূমিকা।	০৩
৮.	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা : আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ, আইন প্রণয়ন, নীতিনির্ধারণ, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কার।	০৩
৯.	বাংলাদেশের জাতীয়অর্জন, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও স্থাপনাসমূহ, জাতীয় পুরস্কার, বাংলাদেশের খেলাধুলাসহ চলচ্চিত্র, গণমাধ্যম-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।	০৩

[৪] বিষয়ের নাম : আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি [পূর্ণমান : ২০]

(১) ১. বৈশ্বিক ইতিহাস, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, ভূ-রাজনীতি।	০৪
(২) ২. আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও আন্তরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পর্ক।	০৪
(৩) ৩. বিশ্বের সাম্প্রতিক ও চলমান ঘটনাপ্রবাহ।	০৪
(৪) ৪. আন্তর্জাতিক পরিবেশগত ইস্যু ও কূটনীতি।	০৪
(৫) ৫. আন্তর্জাতিক সংগঠনসমূহ এবং বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদি।	০৪

[৫] বিষয়ের নাম : ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

১. বাংলাদেশ ও অঞ্চলভিত্তিক ভৌগোলিক অবস্থান, সীমানা, পরিবেশিক, আর্থ-সামাজিক ও ভূ- রাজনৈতিক গুরুত্ব।	০২
২. অঞ্চলভিত্তিক ভৌত পরিবেশ (ভূ-প্রাকৃতিক), সম্পদের বন্টন ও গুরুত্ব।	০২
৩. বাংলাদেশের পরিবেশ : প্রকৃতি ও সম্পদ, প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ।	০২
৪. বাংলাদেশ ও বৈশ্বিক পরিবেশ পরিবর্তন : আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ামকসমূহের সেক্টরভিত্তিক(যেমন অভিবাসন, কৃষি, শিল্প, মৎস্য ইত্যাদি) স্থানীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রভাব।	০২
৫. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ব্যবস্থাপনা : দুর্যোগের ধরন, প্রকৃতি ও ব্যবস্থাপনা।	০২

[৬] বিষয়ের নাম : সাধারণ বিজ্ঞান পূর্ণমান : ১৫

ভৌত বিজ্ঞান : পদার্থের অবস্থা, এটমের গঠন, কার্বনের বহুমুখী ব্যবহার, এসিড, ক্ষার, লবণ, পদার্থের ক্ষয়, সাবানের কাজ, ভৌত রাশি এবং এর পরিমাপ, ভৌত বিজ্ঞানের উন্নয়ন, চৌম্বকত্ব,তরঙ্গ এবং শব্দ, তাপ ও তাপগতি বিদ্যা, আলোর প্রকৃতি, স্থির এবং চল তড়িৎ, ইলেকট্রনিক্স, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান, শক্তির উৎস এবং এর প্রয়োগ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, পারমাণবিক শক্তি, খনিজ উৎস, শক্তির রূপান্তর, আলোক যন্ত্রপাতি, মৌলিক কণা, ধাতব পদার্থ এবং তাদের যৌগসমূহ, অধাতব পদার্থ, জারণ-বিজারণ, তড়িৎ কোষ, অজৈব যৌগ, জৈব যৌগ, তড়িৎ চৌম্বক, ট্রান্সফরমার, এক্সরে, তেজস্ক্রিয়তা ইত্যাদি।	০৫
জীব বিজ্ঞান: পদার্থের জীববিজ্ঞান-বিষয়ক ধর্ম, টিস্যু, জেনেটিকস, জীববৈচিত্র্য, এনিম্যাল ডাইভারসিটি, প্লান্ট ডাইভারসিটি, এনিম্যাল টিস্যু, অর্গান এবং অর্গান সিস্টেম, সালোক সংশ্লেষণ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, জুলোজিক্যাল নমেনক্লেচার, বোটানিক্যাল নমেনক্লেচার, প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদ, ফুল, ফল, রক্ত ও রক্ত সঞ্চালন, রক্তচাপ, হৃদপিণ্ড এবং হৃদরোগ, স্নায়ু এবং স্নায়ুরোগ, খাদ্য ও পুষ্টি, ভিটামিন, মাইক্রোবায়োলজি, প্লান্ট নিউট্রেশন, পরাগায়ন ইত্যাদি।	০৫
আধুনিক বিজ্ঞান: পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাস, কসমিক রে, ব্লাক হোল, হিগের কণা, বারিমণ্ডল, টাইড, বায়ুমণ্ডল, টেকটোনিক প্লেট, সাইক্লোন, সুনামি, বিবর্তন, সামুদ্রিক জীবন, মানবদেহ, রোগের কারণ ও প্রতিকার, সংক্রামক রোগ, রোগ জীবাণুর জীবনধারণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, ইম্যুনাইজেশন এবং ভ্যাকসিনেশন, এইচআইভি, এইডস, টিবি, পোলিও, জোয়ার-ভাটা, এপিকালচার, সেরিকালচার, পিসিকালচার, হর্টিকালচার, ডায়োড, ট্রানজিস্টর, আইসি, আপেক্ষিক তত্ত্ব, ফোটন কণা ইত্যাদি।	০৫
সর্বমোট :	১৫

[৭] বিষয়ের নাম : কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি– ১৫

কম্পিউটার : ◆ কম্পিউটার পেরিফেরালস (Computer Peripherals) : কী-বোর্ড (Keyboard), মাউস (Mouse), ওসিআর (OCR) ইত্যাদি; ◆ কম্পিউটারের অঙ্গসংগঠন (Computer Architecture): সিপিইউ (CPU), হার্ড ডিস্ক(Hard Disk), এএলইউ (ALU) ইত্যাদি; ◆ কম্পিউটারের পারঙ্গমতা (Computer Performance); ◆ দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার (Computer in Practical Fields): কৃষি, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা ইত্যাদি; ◆ কম্পিউটারের নম্বর ব্যবস্থা (Number Systems of Computer); ◆ অপারেটিং সিস্টেমস (Operating Systems); ◆ এমবেডেড কম্পিউটার (Embedded Computer); ◆ কম্পিউটারের ইতিহাস (History of Computer); ◆ কম্পিউটারের প্রকারভেদ (Types of Computers); ◆ কম্পিউটার প্রোগ্রাম (Computer Program): ভাইরাস (Virus), ফায়ারওয়াল (Firewall) ইত্যাদি; ◆ ডেটাবেইস সিস্টেম (Database System)।	১০
তথ্যপ্রযুক্তি : ◆ ই-কমার্স (E-Commerce); ◆ সেলুলার ডাটা নেটওয়ার্ক (Cellular Data Network): টুজি (2G), থ্রিজি (3G), ফোরজি (4G), ওয়াইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাদি; ◆ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক (Computer Network): ল্যান (LAN), ম্যান (MAN), ওয়াই-ফাই (WiFi), ওয়াইম্যাক্স (Wimax) ইত্যাদি; ◆ দৈনন্দিন জীবনে তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technologies in Practical Fields): ◆ স্মার্টফোন (SmartPhone); ◆ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web - WWW); ◆ ইন্টারনেট (Internet); ◆ নিত্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটিং প্রযুক্তি (Daily-Use Computing Technology): ই-মেইল (E-mail), ফ্যাক্স (Fax) ইত্যাদি; ◆ ক্লায়েন্ট-সার্ভার ম্যানেজমেন্ট (Client-Server Management); ◆ মোবাইল প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Mobile Features); ◆ তথ্যপ্রযুক্তির বড় প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবা/তথ্যসমূহ (Tech-Giants Services & News): গুগল (Google), মাইক্রোসফট (Microsoft), আইবিএম (IBM) ইত্যাদি; ◆ ক্লাউড কম্পিউটিং (Cloud Computing); ◆ সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং (Social Networking): ফেসবুক (Facebook), টুইটার (Twitter), ইন্সটাগ্রাম (Instagram) ইত্যাদি; ◆ রোবটিক্স(Robotics); ◆ সাইবার অপরাধ (Cyber Crime)।	০৫

CamScanner

[৮] বিষয়ের নাম : গাণিতিক যুক্তি (পূর্ণমান : ১৫)

১.	বাস্তব সংখ্যা, ল.সা.গু, গ.সা.গু, শতকরা, সরল ও যৌগিক মুনাফা, অনুপাত ও সমানুপাত, লাভ ও ক্ষতি ।	০৩
২.	বীজগাণিতিক সূত্রাবলি, বহুপদী উৎপাদক, সরল ও দ্বিপদী সমীকরণ, সরল ও দ্বিপদী অসমতা, সরল সহসমীকরণ ।	০৩
৩.	সূচক ও লগারিদম, সমান্তর ও গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা ।	০৩
৪.	রেখা, কোণ, ত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ সংক্রান্ত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সংক্রান্ত উপপাদ্য, পরিমিতি- সরল ক্ষেত্র ও ঘনবস্তু।	০৩
৫.	সেট, বিন্যাস ও সমাবেশ, পরিসংখ্যান ও সম্ভাব্যতা ।	০৩

[৯] বিষয়ের নাম : মানসিক দক্ষতা (MENTAL ABILITY) পূর্ণমান : ১৫

১.	ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)
২.	সমস্যা সমাধান (Problem Solving)
৩.	বানান ও ভাষা (Spelling and Language)
৪.	যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Reasoning)
৫.	স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Space Relation)
৬.	সংখ্যাগত দক্ষতা (Numerical Ability)

[১০] বিষয়ের নাম : নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন পূর্ণমান : ১০

(Ethics, Values & Good Governance)

1. Definition of Values and Good Governance. (মূল্যবোধ ও সুশাসনের সংজ্ঞা)
2. Relation between Values and Good Governance. (মূল্যবোধ ও সুশাসনের সম্পর্ক)
3. General Perception of Values and Good Governance. (মূল্যবোধ এবং সুশাসন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা)
4. Importance of Values and Good Governance in the life of an individual as a citizen as well as in the making of society and national ideals. (সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধ ও সুশাসনের গুরুত্ব)
5. Impact of Values and Good Governance in national development. (জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ ও সুশাসনের প্রভাব)
6. How the element of Good Governance and Values can be established in society in a given social context. (বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় কীভাবে মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপাদানগুলোকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব)
7. The benefits of Values and Good Governance and the cost society pays adversely in their absence. (মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপকারিতা এবং এগুলোর অভাবজনিত সামাজিক ক্ষতিসমূহ)

BPSC প্রদত্ত BCS লিখিত নতুন সিলেবাস ও মানবণ্টন

বিষয়	লিখিত (General)	লিখিত (Technical)
বাংলা	২০০	১০০
ইংরেজি	২০০	২০০
বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০	২০০
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০	১০০
গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০	১০০
দৈনন্দিন বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	১০০	২০০ বিষয়ভিত্তিক
মোট	৯০০	৯০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য: লিখিত সিলেবাসের সাথে প্রিলি. সিলেবাসের কমন টপিকসমূহ বোঝাতে এ্যাশ কালার ব্যবহার করা হয়েছে।

আবশ্যিক বিষয় (Compulsory Subject), বাংলা-২০০

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত-উভয় ক্যাডারের জন্য)

প্রথম পত্র-১০০

১. ব্যাকরণ– ক) শব্দগঠন খ) বানান/বানানের নিয়ম গ) বাক্যশুদ্ধি/প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ ঘ) প্রবাদ-প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ ঙ) বাক্যগঠন	৩০
২. ভাব-সম্প্রসারণ	২০
৩. সারমর্ম	২০
৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর	৩০
মোট =	১০০

দ্বিতীয়পত্র-১০০

শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য

১.	অনুবাদ (ইংরেজি থেকে বাংলা)	১৫
২.	কাল্পনিক সংলাপ	১৫
৩.	পত্রলিখন	১৫
৪.	গ্রন্থ-সমালোচনা	১৫
৫.	রচনা	৪০
	মোট =	১০০

CS CamScanner

English-200 (ইংরেজি-২০০)

(For both General and Technical/Professional Cadres)
(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

Part-A: Marks-100 (পার্ট-এ: পূর্ণমান-১০০)

1. Reading Comprehension: (অনুধাবন পাঠ) :
An unseen passage dealing with a topic relevant to our times will be set. Candidates will be required to answer. (সমকালীন বিষয়ের উপরে পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত একটি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থীদেরকে উত্তর করতে হবে)।

(a)	a number of thematic questions that will test their understanding of the passage, and (বিষয়বস্তু-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন, যার মাধ্যমে প্রদত্ত অনুচ্ছেদ হৃদয়াঙ্গমের পরিমাপ পরীক্ষা করা হবে ।	30 Marks
(b)	a number of questions related to grammar and usage. (ব্যাকরণ ও সাধারণ রীতিনীতি-সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্ন ।	30 Marks

02.	Candidates will be required to write a summary of the given passage in their own words within 100 words. (প্রার্থীদেরকে নিজ ভাষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের একটি সারমর্ম লিখতে হবে ।	20 Marks
03.	Candidates will have to write a letter relating to the thematic issue of the given passage to the editor of an English newspaper. (প্রার্থীদেরকে প্রদত্ত অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত কোনো বিষয়ের উপরে একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের সম্পাদক বরাবর একটি চিঠি লিখতে হবে ।	20 Marks

Part-B: Marks-100 (পার্ট-বি: পূর্ণমান- ১০০)

01.	Candidates will be required to compose an essay on a topic related to an issue of topical relevance. The essay must conform to the word limit set **and must convey a candidate's ability to express his or her ideas clearly** and correctly in English as well as reflect and analyze a topic of contemporary interest. (প্রার্থীদেরকে আলোচনা বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়ের উপরে একটি প্রবন্ধ লিখতে হবে। প্রবন্ধটি নির্ধারিত শব্দসীমার মধ্যে হতে হবে এবং তাতে ইংরেজিতে প্রার্থীর ভাবধারা পরিষ্কার ও শুদ্ধভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা এবং সমকালীন বিষয়ের প্রতিফলন ও বিশ্লেষণ থাকতে হবে।	50 Marks
02.	**Translation from English into Bangla and Bangla into English;** Candidates will be required to translate a short passage from Bangla into English and another from English into Bangla. (ইংরেজি হতে বাংলায় এবং বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ। প্রার্থীদেরকে একটি ছোট বাংলা অনুচ্ছেদ হতে ইংরেজিতে আরেকটি অনুচ্ছেদ ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। (নম্বর ২৫ + ২৫ = ৫০)	50 Marks

BAGLADESH AFFAIRS (বাংলাদেশ বিষয়াবলি) - 200

(For both General and Technical/Professional Cadres)
(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/ পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

This paper is designed to cover various issues/topic concerning Bangladesh affairs which include history, geography, environment, society, culture, economy and politics. The topics/areas that should be covered are stated below.

01.	Geography of Bangladesh that should include topographical features of different areas/regions and their developments over time (বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান, ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য ও সময়ের বিবর্তনে এর উন্নয়ন)।
02.	Demographic features including ethnic and cultural diversity (বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামোর : নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য)।
03.	History and culture of Bangladesh from ancient to recent times. (বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি- প্রাচীন থেকে বর্তমান) ।
04.	Economy, society, literature and culture of Bangladesh with particular emphasis on developments including Poverty Alleviation, Vision- 2021,GNP, NNP, GDP etc, after the emergence of the country (স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশের অর্থনীতি, সামাজিক, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির উন্নয়ন বিশেষত দারিদ্র বিমোচন, ভিশন- ২০২১ জিএসপি, এনএনপি, জিডিপি ইত্যাদি)।
05.	Bangladesh's environment and nature and challenges and prospects with particular emphasis on conservation, preservation and sustainability (বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জ বিশেষত এর টেকসই উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ)।
06.	Natural resources of Bangladesh with focus on their sustainable harnessing and management (বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং এর টেকসই ব্যবস্থাপনা)।
07.	The Constitution of the People's Republic of Bangladesh: Preamble, Features, Directive Principles of State Policy, Constitutional Amendments (বাংলাদেশের সংবিধান ও সংবিধান সংশোধন)।

08. Organs of the Government: (বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা)

a) Legislature (আইন বিভাগ)

Representation, Law-making, Financial and Oversight functions, Rules of Procedure. Gender Issues, Caucuses, Parliament Secretariat. (প্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন, আর্থিক ক্ষমতা, কার্যপ্রণালী, জেন্ডার ইস্যু, রাজনৈতিক দল, সংসদ সচিবালয়।)

b) Executive: (নির্বাহী বিভাগ)

Chief and Real executive e.g., President and Prime Minister. Powers and Functions. Cabinet, Council of Ministers, Rules of Business, Bureaucracy, secretariat Law enforcing agencies Administrative setup National and Local Government structures Decentralization Programmes and Local Level Planning. (প্রধান এবং প্রকৃত নির্বাহী, রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী, ক্ষমতা ও কার্যাবলি, মন্ত্রিপরিষদ, মন্ত্রিসভা, আমলাতন্ত্র, সচিবালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, প্রশাসনিক কাঠামো, জাতীয় এবং স্থানীয় সরকার কাঠামো, বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি ও স্থানীয় পর্যায় পরিকল্পনা।)

CamScanner

c) Judiciary (শাসন বিভাগ/বিচার বিভাগ) :

Structure: Supreme, High and other Subordinate Courts, Organization, Powers and functions of the Supreme Court, Appointment, Tenure and Removal of Judges, Organization of Sub-ordinate Courts, Separation of Judiciary from the Executive, Judicial Review, Adjudication, Gram Adalat, Alternative Dispute Resolution (ADR). (কাঠামো, সুপ্রিমকোর্ট, উচ্চ এবং অধস্তন আদালতসমূহ, সংগঠন, উচ্চ আদালতের ক্ষমতা ও কার্যাবলি, নিয়োগ, বিচারকদের মেয়াদ ও অপসারণ, অধস্তন আদালতের প্রতিষ্ঠানসমূহ, নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, বিচারিক পর্যালোচনা, নিষ্পত্তি, গ্রাম আদালত, বিকল্প নিরোধ নিষ্পত্তি।)

9. Foreign Policy and External Relations of Bangladesh: (বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বৈদেশিক সম্পর্ক)

Goals, Determinants and policy formulation process; Factors of National Power., Security Strategies, Geo-Politics and Environment Issues, Economic Diplomacy, Man-power exploitation, Participation in International Organization, and UN peace Keeping Missions (UNO and UN), NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc, and International Economic Institutions, Foreign Aid, International. Trade. (লক্ষ্য, নির্ধারকসমূহ এবং নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া, জাতীয় শক্তির নির্ধারকসমূহ, নিরাপত্তা কৌশল, ভূরাজনীতি ও পরিবেশ ইস্যু, অর্থনৈতিক কূটনীতি, মানব পাচার, আন্তর্জাতিক সংগঠনে অংশগ্রহণ, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কৌশল, ন্যাম, সার্ক, ওআইসি, বিমসটেক, ডি-৮ ইত্যাদি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, বৈদেশিক সাহায্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।)

10. Political Parties: (বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ):

Historical development, Leadership, Social Bases, Structure, Ideology and Programmes, Factionalism, Politics of Alliance, Inter and Intra-Party Relations, Electoral Behaviour, Parties in Government and Opposition. (ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, নেতৃত্ব, সামাজিক ভিত্তি, কাঠামো, আদর্শ ও কর্মসূচি, দলবাজি, জোটের রাজনীতি, আন্ত ও বহিদলসমূহের সাথে সম্পর্ক, নির্বাচনী আচরণ, সরকারি এবং বিরোধী দলসমূহ।)

11. Elections in Bangladesh Management of Electorial Politics: (বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা:)

Role of the Election Commission; Electoral Law, Campaigns, Representation of people's Order (RPO), Election Observation Teams. (নির্বাচনী আইন, প্রচারণা, জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ, নির্বাচন পর্যবেক্ষণ দল।)

12. Contemporary Communication: (সমসাময়িক তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা:)

ICT, Role of Media, Right to Information (RTI), and E-Governance. (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, গণমাধ্যম প্রযুক্তি, তথ্য অধিকার এবং শাসন।)

13. Non-formal Institutions: (অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ):

Role of Civil Society, Interest Groups, and NGOs in Bangladesh. (সুশীল সমাজ, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এবং বাংলাদেশের এনজিও'র ভূমিকা।)

14. Globalization and Bangladesh. (বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ):

Economic and Political Dimensions; Roles of the WTO, World Bank, IMF, ADB, IDB and other development partners and Multi National Corporations (MNCs). (অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আইএমএফ, এডিবি, বিশ্বব্যাংকের ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।)

15. Gender issues and Development in Bangladesh. (বাংলাদেশে লৈঙ্গিক ইস্যু ও উন্নয়ন।)

16. The Liberation War and its Background. (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও পরবর্তী শাসনামল:)

Language Movement 1952, 1954 Election, Six-Point Movement 1966, Mass Upsurge 1968-69, General Elections 1970, Non-cooperation Movement 1971, Bangabandhu's Historic Speech of 7th March. Formation and Functions of Mujibnagar government, Role of Major Power and of the UN, Surrender of Pakistani Army, Bangabanshu's return to liberated Bangladesh, Withdrawal of Indian armed forces from Bangladesh. (১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয়দফা দাবি, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও কার্যক্রম, জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তিসমূহের ভূমিকা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পন, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন, বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রত্যাবর্তন।)

INTERNATIONAL AFFAIRS (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি)-100

(For both General and Technical/Professional Cadres)

(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/ পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

Section-A: Conceptual Issues) (সেকশন-এ ধারণামূলক বিষয়সমূহ)

Brief Description: (সংক্ষিপ্ত আলোচনা):

International Affairs is a compulsory paper for candidates of competitive examinations under the Public Service Commission, Bangladesh and applicable to both general and professional cadre.

This paper deals with conceptual issues and factors in the study of international affairs. It starts with a basic understanding of international affairs, its nature and evolution. It focuses on both conceptual and empirical issues in international affairs. Under this paper basic concepts and theories such as power, balance of power realism liberalism/neo-liberalism foreign policy security trade and environment will be addressed. The empirical focus of the paper is on understanding bilateral and multilateral relations, processes, functions, and politics of regional and global institutions. The paper is divided into two sections: conceptual and empirical issues. (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির বাংলাদেশ সরকারি কর্ম-কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত হওয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া প্রার্থীদের একটি আবশ্যকীয় বিষয় এবং সাধারণ ও পেশাগত উভয় ক্যাডারের- এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণাগত দিক এবং বিভিন্ন কারণসমূহ নিয়ে আলোচনা করে।

এটি শুরু হয় আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির মৌলিক ধারণা, প্রকৃতি এবং বিবর্তন নিয়ে। এটি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির ধারণাগত এবং গবেষণামূলক উভয় বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। শক্তি, শক্তিসাম্য, বাস্তববাদ, উদারতাবাদ/নব্য উদারতাবাদ, পররাষ্ট্রনীতি, নিরাপত্তা, বাণিজ্য এবং পরিবেশ বিষয়গুলোর মৌলিক ধারণা এবং তত্ত্বসমূহ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির অধীনে আলোচনা করা হয়। এই বিষয়ের গবেষণামূলক আলোচনার বিষয় হলো দ্বিপক্ষীয় এবং বহুপক্ষীয় সম্পর্কের ধারণা, প্রক্রিয়া, কার্যাবলি এবং আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রাজনীতি। আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির আলোচনা ধারণাগত এবং গবেষণামূলক- এই দুই ভাগে বিভক্ত।)

Objective: (লক্ষ্য):

The paper strives to understand a basic knowledge about international affairs. It aims to examine whether the candidates are well equipped with the key concepts, perspectives and theories for explaining global phenomena to deal with policy matters effectively. Another purpose of the paper is to examine analytical capacity of the candidates about global issues and events that are closely linked with domestic arena. (এই বিষয়টি আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির মৌলিক জ্ঞান বোধগম্য করার জন্য চেষ্টা করে। এই বিষয়টির লক্ষ্য হলো প্রার্থীদের পরীক্ষা করা যে, তারা কার্যকরভাবে (বৈদেশিক) নীতি প্রণয়নের জন্য বৈশ্বিক বিষয়াবলির ব্যাখ্যা, তত্ত্ব, প্রেক্ষাপট ধারণাসমূহের বিষয় জ্ঞাত কিনা। অন্য আরেকটি লক্ষ্য প্রার্থীদের বৈশ্বিক বিষয়সমূহ এবং ঘটনাবলির বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা পরীক্ষা করা যা অভ্যন্তরীণ বিষয়াবলির সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত।)

Proposed Distribution of Marks : (মানবন্টন)

1. Short Conceptual Notes : 10 out of 12 (সংক্ষিপ্ত ধারণামূলক প্রশ্ন: ১২টির মধ্যে ১০টি)	10 × 4 = 40
2. Analytical Questions: 3 out of 4 questions (বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন: ৪টির মধ্যে ৩টি)	3 × 15 = 45
3. Problem-solving question (সমস্যা-সমাধান সম্পর্কিত প্রশ্ন:)	1 × 15 = 15
Total (মোট)	100

Section A: Conceptual Issues (সেকশন A: ধারণামূলক বিষয়সমূহ) - পূর্ণমান- ৪০

১২টি প্রশ্নের মধ্যে ১০টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে(১০×৪=৪০)

1. Introduction to International Affairs (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির সূচনা)

Significance of international affairs, Meaning and scope of international affairs, linkage between international affairs and international politics. (আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির গুরুত্ব, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির অর্থ ও পরিধি, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক।)

02. Actors in the word: (বিশ্বের কারকসমূহ:)

Modern state, Types of State, Sovereignty, non-state actors, international institutions, relations between state and non-state actors. (আধুনিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের ধরন, সার্বভৌমত্ব, অরাষ্ট্রীয় কারক, আন্তর্জাতিক সংগঠন, রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় কারকের মধ্যে সম্পর্ক।)

03. Power and Security: (ক্ষমতা ও নিরাপত্তা):

Power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geo-politics, terrorism. (ক্ষমতা, জাতীয় শক্তি, শক্তিসাম্য, নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, ভূ-রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ।)

04. Major Ideas and Ideologies: (প্রধান প্রধান ধারণা ও আদর্শ) :

Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order. (জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, উত্তর-আধুনিকতাবাদ, বিশ্বায়ন এবং নয়া বিশ্বব্যবস্থা।)

05. Foreign policy and Diplomacy: (পররাষ্ট্রনীতি এবং কূটনীতি):

Concepts of foreign policy and diplomacy, decision-making process, determinants of foreign policy, diplomatic functions, immunities and privileges. (পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি, পররাষ্ট্রনীতির উপাদান/নিয়ামকসমূহ, কূটনৈতিক কার্যাবলি, দায়মুক্তি ও সুবিধাসমূহ।)

06. International Economic Relations: (আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহ):

International trade, free trade, protectionism, foreign aid, debt crisis, foreign direct investment (FDI), financial liberalization, regionalism, regionalization, North-South gap, global poverty, MDGs. (আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুক্তবাজার, সংরক্ষণবাদ, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণসংকট, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক উদারতাবাদ, আঞ্চলিকতাবাদ, আঞ্চলিককীকরণ, উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধান/অসমতা, বৈশ্বিক দারিদ্র্য, এমডিজি (সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য)।)

07. Global Environment: (বৈশ্বিক পরিবেশ):

Environment issues challenge's, climate change, global warming, climate adaptation, climate diplomacy. (পরিবেশগত ইস্যুর চ্যালেঞ্জসমূহ, জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ন, অভিযোজন, জলবায়ু কূটনীতি।)

Section B: Empirical Issues (সেকশন-বি: প্রায়োগিক ইস্যু) পূর্ণমান- ৪৫

৪টি প্রশ্নের মধ্যে ৩টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। ৩×১৫=৪৫

08. The United Nations System : (জাতিসংঘ)

The UN and its organs, importance and limitations of the UN, Reforms of the UN, Role of the Security Council, UN Peacekeeping and peace-building functions, Human rights agenda, Environment agenda, International Court of Justice, and Women empowerment. (জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ-সংগঠনসমূহ, জাতিসংঘের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা, জাতিসংঘের সংস্কার, নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকা, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রম, মানবাধিকার কার্যক্রম, পরিবেশগত কার্যক্রম, আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত, নারীর ক্ষমতায়ন।)

09. Foreign Relations of Major Powers: (ক্ষমতাধর রাষ্ট্রসমূহের রাষ্ট্রসমূহের বৈদেশিক সম্পর্ক:)

Russia, UK, China, France, Germany, India, Japan etc. (রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, জাপান ইত্যাদি।)

10. Global Initiatives and Institutions: বৈশ্বিক উদ্যোগ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ) :

World Bank, IME, ADB, G8, G-77, WTO, Kyoto protocol, COP etc. (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবি, জি-৮, জি-৭৭, ডব্লিউটিও, কিয়োটো প্রটোকল, কপ ইত্যাদি।)

11. Regional Institutions (আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানসমূহ):

SAARC, BIMSTEC, EU, ASEAN, NATO, APEC, OIC, AU, GCC. (সার্ক, বিমসটেক, ইইউ, আসিয়ান, ন্যাটো, অ্যাপেক, ওআইসি, এইউ (আফ্রিকান ইউনিয়ন), জিসিসি, (উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ)।)

CS CamScanner

Marks Distribution (নম্বর বন্টন)

Full marks is 50 (পূর্ণমান: ৫০) *Twelve questions will be set, each carrying five Marks. The candidate will be asked to answer any ten questions out of twelve.* প্রতি প্রশ্নে ৫ নম্বর করে মোট ১২টি প্রশ্ন থাকবে। একজন প্রার্থীকে ১২টি প্রশ্নের মধ্যে যেকোনো ১০টির উত্তর করতে বলা হবে।)

MENTAL ABILITY (মানসিক দক্ষতা)-50

(For both General and Technical/Professional Cadres)
(সাধারণ এবং টেকনিক্যাল/ পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

The objective of mental ability test is to assess differential aptitude of the candidate. The Following areas are likely to be covered: (মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার লক্ষ্য প্রার্থীর নানামুখী সাধারণ ক্ষমতা যাচাই করা। এতে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবার কথা:)

1. Verbal Reasoning (ভাষাগত যৌক্তিক বিচার:)

The verbal reasoning test, as its name implies, is a measure of ability to understand concepts framed in pairs of word. The word used in these items may come from history, geography, literature, science, or any other content area. The item thus samples the candidate's Knowledge and his/ her ability to abstract and generalize relationships inherent in that knowledge. (নামের সাথে সংগতিক্রমে, ভাষাগত যৌক্তিক বিচার পরীক্ষা প্রার্থীর জোড়া শব্দের ধারণা বোঝার দক্ষতার পরিমাণ এসব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান অথবা অন্য কোনো উৎস থেকে আসে। বিষয়টি এভাবে প্রার্থীর জ্ঞান ও তার জ্ঞানে নিহিত দক্ষতা আর্কষণ বৃদ্ধি করতে নমুনা হিসেবে কাজ করে।)

2. Abstract Reasoning-বিমূর্ত যুক্তি। (সমস্যা সমাধান):

The abstract reasoning test is intended as a nonverbal measure of the candidate's reasoning ability. The series presented in each problem requires the perception of an operating principle in the changing diagrams. In each instance, the candidate must discover the principles governing the change of the figures and give evidence of his understanding by designating the diagram which should follow. (বিমূর্ত পরীক্ষা প্রার্থীদের যুক্তি উপস্থাপন দক্ষতার অনাক্ষরিক পরিমাপ। প্রতিটি সমস্যার উপস্থাপিত বিষয়গুলোর পরিবর্তে অনুচিত্রে পরিচালনা নীতির রূপ থাকতে হবে। প্রতিটি উদাহরণে প্রার্থীদেরকে সংখ্যা পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতি নিরুপণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুচিত্রের রূপ তাদের বুদ্ধিমত্তার রূপে তাদের বুদ্ধিমত্তার স্বাক্ষর রাখতে হবে।)

3. Space Relations (স্থানাঙ্ক সম্পর্ক:)

The Space Relation test is a measure of ability to deal with concrete materials through visualization. The ability to visualize a constructed abject form a picture of a pattern has been used frequently in test of structural visualization. The ability to imagine how an object would appear if rotated in various ways has been used effectively in the measurement of space perception. (স্থানাঙ্ক সম্পর্কের পরীক্ষা কল্পনার বাস্তব জিনিসের পরিমাপ করার দক্ষতাকে বুঝায়। কোনো নমুনা থেকে একটি বাস্তব জিনিসকে কল্পনা করার দক্ষতা বারবার কল্পনাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। একটি জিনিসকে বিভিন্ন দিকে ঘুরানো হলে, তা কীভাবে দেখা যায়, সেটি স্থানাঙ্ক প্রত্যক্ষকরণ পরিমাপে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।)

4. Numerical Ability (সংখ্যাগত দক্ষতা:)

The test is a measure of the candidate s ability to reason with numbers, to manipulate numerical and to deal intelligently With quantititative materials. (এই পরীক্ষাটি প্রার্থীদের সংখ্যা দিয়ে যুক্তি স্থাপন করা, সংখ্যা সংক্রান্ত সম্পর্ক পরিচালনা করা এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিমাণগত বস্তু ব্যবহার করার বিষয়ে দক্ষতার পরিমাপ।)

5. Spelling and Language (বানান ও ভাষা):

The spelling and test is intended to measure to measure the candidate's ability to detect errors in grammar, punctuation, and capitalization. The items reflect the principles of present day formal writing. and the ability measured by the test is highly predictive of success in a variety of academic courses. (বানান ও ভাষার পরীক্ষা প্রার্থীদের ব্যাকরণ, বিরামচিহ্ন ও ছোট-বড় হাতের অক্ষর ব্যবহারে ভুল নিরূপণ করার দক্ষতা বাড়ায়। এ বিষয়গুলোর বর্তমান যুগের নিয়মতান্ত্রিক লেখার পদ্ধতি প্রতিফলিত হয় এবং এ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাইকৃত দক্ষতা বিভিন্ন একাডেমিক কোর্সের সাফল্যের ভবিষ্যৎবাণী হিসেবে দারুণ কাজ করে।)

6. Mechanical Resoning (যান্ত্রিক দক্ষতা):

The ability measured by the Mechanical Reasoning test may be regarded as one aspect of intelligence, if intelligence is broadly defined, the person who stands high in this characteristic finds it easy to learn the principles of operation and repair of complex devices. (বুদ্ধিমত্তাকে বিশদভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলে, যান্ত্রিক দক্ষতাকে বুদ্ধিমত্তার একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে ব্যক্তি এসব গুণের শীর্ষে পৌঁছে যান, তিনি এসব জটিল বিষয়ের পরিচালনা ও সংশোধনের নিয়ম-কানুন অনায়াসে শিখতে পারেন।)

GENERAL SCIENCE AND TECHNOGY
সাধারণ বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি-100

For General Cadre only (সাধারণ ক্যাডারের জন্য)

Introduction: This is intended to test candidates basic knowledge and understanding about application of science and technology in our daily life. (ভূমিকা: এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে প্রার্থীদের মৌলিক জ্ঞান ও বোধশক্তি যাচাই করার মানসে করা হয়েছে।)

PART-A: general Science (Marks – 60), **(পার্ট-A: সাধারণ বিজ্ঞান- পূর্ণমান: ৬০)**

i. Light (আলো):

Nature, Spectrum, Different colours and wavelengths, UV, IR, and Laser, Refraction of Light, Reflection of Light, Total Internal Reflection of Light, Lenses, Thin converging lens, Dispersion of light, particle nature of light, Einstein photoelectric equation, photocells. (প্রকৃতি, বর্ণালি, বিভিন্ন বর্ণ তরঙ্গদৈর্ঘ্য, অতি বেগুনি, অবলোহিত রশ্মি, লেজার রশ্মি, আলোর প্রতিফলন, আলোর প্রতিসরণ, পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন, লেন্স, পাতলা সমকেন্দ্রিক লেন্স, আলোর বিচ্ছুরণ, আলোর কণার প্রকৃতি, আইনস্টাইনের আলোক তড়িৎ সমীকরণ, আলোক তড়িৎ কোষ।)

CamScanner

ii. Sound (শব্দ):

Hearing mechanism, Decibel, Frequency, Sound machines in home and around, Microphone, Loud speaker, Public address system, Characteristics of a sound note, Formation of stationary waves in stretched string, Laws of vibrating strings, Beat, DOPPLER Effect, Application and of limitations Doppler wave, Echoes, absorption of sound wave, Reverberation, Fundamentals of sound wave. Statement of Sabine's formula. (শ্রবণ প্রক্রিয়া, ডেসিবেল, কম্পাঙ্ক, ঘরের এবং চারপাশের শব্দ যন্ত্রসমূহ, মাইক্রোফোন, লাউড স্পিকার, জনসমাগমে প্রচারণা পদ্ধতি, শব্দের বৈশিষ্ট্য, টানা তারে স্থির তরঙ্গ, কম্পনশীল তারের সূত্র, বিট, ডপলার ক্রিয়া, ডপলার ক্রিয়ার প্রয়োগ ও সীমাবদ্ধতা, প্রতিধ্বনি, শব্দতরঙ্গ শোষণ, পুনকম্পন, শব্দ যন্ত্র তৈরী মূলনীতি, সেবাইনের সূত্রের মূলনীতি।)

iii. Magnetism (চৌম্বকত্ব):

Polarity and relationship with current, Bar magnet, Magnetic lines of force, Torque on a bar magnet in a magnetic field, Earth s magnetic field as a bar magnet, Tangent galvanometer, Vibration magnetometer, Para, dia and ferromagnetic substances, Electromagnetic and permanent magnets. (প্রান্তিকতা ও কারেন্টের সাথে সম্পর্ক, দণ্ড চুম্বক, চুম্বক বলরেখা, চৌম্বক ক্ষেত্রে অবস্থিত একটি দণ্ড চুম্বকে সৃষ্ট টর্ক, দণ্ড চুম্বকরূপে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র, ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, কম্পনশীল ম্যাগনেটোমিটার, প্যারা, ডায়া ও ফেরো চৌম্বকের উপাদানসমূহ, তড়িৎ চৌম্বক ও স্থায়ী চৌম্বক।)

iv. Acid (এসিড):

Base and Salt, acid-base concepts, characteristics of acids and bases, acid- base indicators, uses of avidest and bases in daily life and caution in handling them, social effects of misuse of acids, reason for acidity in stomach and selection of the right food, pH, measurement and importance of pH of substances, Salts, Characteristics of salts, Necessity of salt in daily life, Uses of salts agriculture and industries. (ক্ষার ও লবণ, এসিড ক্ষারের ধারণা, এসিড ক্ষারের বৈশিষ্ট্যসমূহ, এসিড ক্ষারের নির্দেশকসমূহ, প্রাত্যহিক জীবনে এসিড ক্ষারের ব্যবহার এবং এসব ব্যবহারে সতর্কতা, এসিড ক্ষারের অপব্যবহারে সামাজিক ক্ষতি, পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন, pH, কোন বস্তুতে pH এর পরিমাপ ও এর গুরুত্ব, লবণ, লবণের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দৈনন্দিন জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা, কৃষি ও শিল্পে লবণের ব্যবহার।)

v. Water (পানি):

Properties of Water, melting and boiling points of water, electrical conductivity, structure of water, hydrogen bonding, sources of water, sources of fresh water in Bangladesh, water quality parameters, (colour and taste, turbidity, presence of radioactive substances, presence of waste, dissolved oxygen, temperature, pH and salinity), recycling of water, role of water in conservation of nature, necessity of quality water, purification of water, [filtration, chlorination, boiling and distillation), reasons for pollution of water source in Bangladesh, Effects of water pollution on plants animals and human beings, effects of global warming on fresh water, Strategy for preventing water pollution and responsibility of citizens or pubic awareness, prevention

of water pollution by industries, prevention of water pollution due to soli erosion from agricultural land, conservation of water sources and development. (পানির গুণাগুণ, পানির গলন ও বাষ্পবিন্দু, তড়িৎ প্রবাহিতা, পানির গঠন, হাইড্রোজেন বন্ধন, পানির উৎসসমূহ, বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎসসমূহ, পানির গুণাগুণ পরিমাপের রাশিমালা, গন্ধ ও স্বাদ, অসচ্ছতা, তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি, বর্জ্যের উপস্থিতি,দ্রবীভূত অক্সিজেন, তাপমাত্রা pH এবং লবণাক্ততা, পানির পুনব্যবহারযোগ্যকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা, মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা, পানির বিশুদ্ধকরণ, ছাঁকন, ক্লোরিনেশনের, ফুটানো ও পাতন, বাংলাদেশে পানি দূষণের কারণ, উদ্ভিদ, মানুষ ও প্রাণীর ওপর পানি দূষণের প্রভাব, মিঠা পানির ওপর বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব, পানি দূষণ রোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব ও সচেতনতা, শিল্পে পানি দূষণ প্রতিরোধ, কৃষিজমিতে ক্ষয়ের কারণে পানি দূষণ রোধ, পানির উৎস, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।)

vi. Our resources (আমাদের সম্পদসমূহ):

Soil, Types of soil, Soil pH, reasons and effects of soil pollution, natural gas and its main compositions, processing uses and sources of natural gas, petroleum and coal, forestry, limitations and conservation of our resources. (মাটি, মাটির প্রকারভেদ, মাটির ক্ষার, মাটি দূষণের কারণ ও প্রভাব, প্রাকৃতিক গ্যাস, এর উদাহরণমূহ, প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি, ব্যবহার ও উৎস, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা, বনায়ন, সীমাবদ্ধতা ও সম্পদের সংরক্ষণ।)

vii. Polymer (পলিমার):

Natural and synthetic polymer, polymerization process, source, characteristics and usage of natural and synthetic polymers, manufacturing process, characteristic and uses of fibers, Silk, wool, nylon and rayon, physical and chemical properties of rubber and plastic for environmental imbalance, aware of using rubber and plastic, aware of using rubber and plastic. (প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার, পলিমার তৈরির প্রক্রিয়া, উৎস, প্রাকৃতিক এবং সিনথেটিক পলিমারের বৈশিষ্ট্য ও অপব্যবহার, তৈরি প্রক্রিয়া, ফাইবার, সিল্ক, উল, নাইলন এবং রেয়নের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার, রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, প্রাকৃতিক ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিকের ভূমিকা, রাবার ও প্লাস্টিক ব্যবহারে সতর্কতা।)

viii. Atmosphere (বায়ুমণ্ডল) :

Biosphere and Hydrosphere, Ionosphere, role of oxygen, carbon dioxide and nitrogen. Potable and polluted water, Pasteurization. (জীবমণ্ডল ও বারিমণ্ডল, আয়নোস্ফিয়ার, অক্সিজেনের ভূমিকা, কার্বন-ডাই অক্সাইড ও নাইট্রোজেন, পানযোগ্য ও দূষিত পানি, পাস্তরাইজেশন।)

ix. Food and Nutrition (খাদ্য ও পুষ্টি) :

Element of food; carbohydrate; protein; fats and lipid; vitamins; types and sources of carbohydrate proteins, nutritional value, menu of balanced diet, the pyramid of balanced diet, body mass index (BMI), fast food or junk food, preservation of food, various processes of storing food, use of chemicals for preservation of foods and its physiological effects. (খাদ্যের উপাদান, শর্করা, প্রোটিন, চর্বি ও লিপিড, খাদ্যপ্রাণ, শর্করা ও প্রোটিনের প্রকারভেদ ও উৎস, পুষ্টিমান, সুষম খাদ্যের তালিকা, সুষম খাদ্যের পিরামিড, বডি ম্যাস ইনডেক্স (বিএমআই), ফাস্ট ফুড অথবা জাঙ্ক ফুড, খাদ্য সংরক্ষণ, খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া, খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিকের ব্যবহার এবং এর শারীরবৃত্তিক প্রভাব।)

x. Biotechnology (জৈব প্রযুক্তি) :

Chromosome; shape, structure and chemical composition of chromosome; nucleic acid; deoxyribonucleic acid (DNA); ribonucleic acid (RNA); protein; gene; DNA test; forensic test; genetic disorder in human being; Biotechnology and Genetic Engineering; cloning; social effects of cloning; transgenic plants and animals; Use of biotechnology in agricultural milk products and pharmaceutics; Gene therapy; Genetically modified organism; Nanotechnology; Pharmacology; Pharmacokinetics. (ক্রোমোসোমের আকার-আকৃতি ও রাসায়নিক সংযুক্তি, নিউক্লিক এসিড, ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক এসিড (ডিএনএ), রাইবো নিউক্লিক এসিড (আরএনএ), প্রোটিন, জিন, ডিএনএ টেস্ট।)

xi. Disease and Healthcare (রোগ ও স্বাস্থ্য সেবা) :

Deficiency; Infection; Antiseptic; Antibiotics; Stroke; Heart Attack; Blood Pressure; Hypertension and Diabetes; Dengue; Diarrhea; Drug addiction; Vaccination; Cataract; food poisoning; X-ray; Ultrasongraphy; CT Scan; MRI; ECG; Endoscopy; Radiotherapy; Chemotherapy; Angiography; uses, risk and side-effects of above techniques; Basic concept of Cancer; AIDS and Hepatitis. (প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি, সংক্রমণ, এন্টিসেপটিক, এন্টিবায়োটিক, স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, রক্তচাপ, উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস, ডেঙ্গু, ডায়রিয়া, মাদকাসক্তি, টিকাদান, ছানি, খাদ্যে বিষক্রিয়া, এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাফি, সিটিস্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, এন্ডোস্কোপি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, এনজিওগ্রাফি, উপযুক্ত পদ্ধতির ব্যবহার, ঝুঁকি এবং পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া, ক্যান্সার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা, এইডস এবং হেপাটাইটিস।)

Part-B : Computer and Information Technology-25
(পার্ট-B: কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি: পূর্ণমান: ২৫)

i. Computer Technology (কম্পিউটার প্রযুক্তি) :

Organization of modern personal computer and its major functional units; computer generations; History of computers; central processing unit and microprocessor; computer memories and their classification and characteristics; input and output devices with characteristics and uses; The role of BIOS; Bus architecture, Motherboard and its components; function and organization of microprocessors; Arithmetic Logic Unit (ALU); Control unit; Language translator; Text editor; Compiler; Interpreter; Computer software; system software; operating system; Application software with examples of applications; Computer virus; office automation; Computational biology; Role of computer in Drug design; Programming languages; their types and levels; steps for software development; Impacts of computer on society. (আধুনিক পার্সোনাল কম্পিউটার সংগঠন এবং এর প্রধান কাজ, কম্পিউটার প্রজন্ম, কম্পিউটার ইতিহাস, কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট ও মাইক্রোপ্রসেসর, কম্পিউটার মেমোরির শ্রেণিবিভাগ ও বৈশিষ্ট্য, ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইসমূহের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার, বায়োসের ভূমিকা, বাস আর্কিটেকচার, মাদারবোর্ড এবং এর অংশসমূহ, মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন ও কাজ, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, কন্ট্রোল ইউনিট, ভাষা অনুবাদক, টেক্স এডিটর, কম্পাইলার, ইন্টারপ্রেটার, কম্পিউটার সফটওয়্যার, সিস্টেম সফটওয়্যার, অপারেটিং সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এবং এর উদাহরণ, সফটওয়্যার উন্নয়নে পদক্ষেপসমূহ, কম্পিউটার ভাইরাস, অফিস অটোমেশন, কম্পিউটেশনাল, বায়োলজি, ড্রাগ ডিজাইনে কম্পিউটারের ভূমিকা, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের টাইপ ও লেভেল, সফটওয়্যার উন্নয়নের পদক্ষেপসমূহ, সমাজে কম্পিউটারে প্রভাব।)

ii. Information Technology (তথ্য প্রযুক্তি) : মান– ১৫

Data communication and information; information collection; processing; and distribution; System analysis and information systems; expert systems; Database software and structures; Database Management System [DBMS]; Basics of multimedia systems with examples of hardware and software, concept of data compression; multimedia system development life cycle. Local area; metropolitan area and wide area computer networks [LAN, MAN,WAN]; LAN Topology; Networking devices [Router, Switch, HUB]; TCP/IP Protocol suite; Internet; Internet services and protocols; Internet Service Providers (ISP_s) and their responsibilities; internet and extranet; World Wide Web (WWW) and web technology; popular websites; Access control security and privacy; E-mail, Social media (facebook, twitter, blog) and their impacts; Different types of Transmission media with examples; bandwidth; Major components of telecommunction systems; mobile telephone systems; satellite communication systems and VSAT; importance of fibre optic communication systems; Wi-Fi; E-Commerce technology and its impact to society; Examples of E-Commerce websites; B2B, B2C; M-Commerce; Smart phones, GPS. (ডাটা কমিউনিকেশন ও তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বন্টণ, সিস্টেম অ্যানালাইসিস এবং ইনফরমেশন সিস্টেম, এক্সপার্ট সিস্টেম, ডেটাবেস সফটওয়্যার ও কাঠামো, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, উদাহরণসহ হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর মৌলিক মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতি, ডাটা কম্প্রেশনের ধারণা, মাল্টিমিডিয়া পদ্ধতির উন্নয়নের ধাপসমূহ, লোকাল এরিয়া, মেট্রোপলিটন এরিয়া এবং ওয়াইড এরিয়া কম্পিউটার নেটওয়ার্কস (ল্যান, ম্যান, ওয়ান), টপোলজি, নেটওয়ার্কিং ডিভাইসমূহ (রাউটার, সুইচ, হাব) টিসিপি/আইপি প্রটোকল, ইন্টারনেট, ইন্টারনেট সার্ভিস এবং প্রটোকল, ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আইএসপি) এবং তাদের দায়িত্বসমূহ , ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেট, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এবং ওয়েব টেকনোলজি জনপ্রিয় ওয়েবসাইটসমূহ, অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিকিউরিটি প্রাইভেসি, ই-মেইল, সোস্যাল মিডিয়া এবং এগুলোর প্রভাব, বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিশন মিডিয়া, ব্যান্ডউইথ, টেলিকমিউনিকেশনেস সিস্টেমের মূল উপাদানসমূহ, মোবাইল টেলিফোন সিস্টেম, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম ও ভিস্যাট, ফাইবার অপটিক কমিউনিকেশন ব্যবস্থার গুরুত্ব, ওয়াইফাই, ই-কমার্স প্রযুক্তি এবং সমাজে এর প্রভাব, ই-কমার্স ওয়েবসাইটের উদাহরণ, বি২বি, বি২সি, এম-কমার্স, স্মার্টফোন, জিপিএস।)

Part – C: Electrical and Electronic Technology-15
(পার্ট-C: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি)

iii. Electrical Technology (ইলেকট্রিক্যাল প্রযুক্তি:)

Electrical components; voltage; current; Ohm's Law; Electrical power and energy; Electromagnet and magnetic field; electromagnetic induction. Circuits Breakers; GFCI's and Fuses; Power Distribution and Series circuit; Voltage Sources in a Series; Kirchhoff's Voltage Law; Voltage Division in a Series Circuit; Interchanging Series Elements; Voltage Regulation and the Internal Resistance of Voltage Sources, Paraller Resistors; Paraller Cricuits; Power Distribution in a Parallel Circuit; Kirchhoff's Current Law; Open and short Circuits; Generation of AC and DC voltage; thermal, hydraulic and nuclear power generators; Electric motors and their applications; Transmission; AC transmission and distribution; Electrical instruments; voltage stabilizers; IPS and UPS. (বৈদ্যুতিক উপাদানসমূহ, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও ওহমের সূত্র, বৈদ্যুতিক শক্তি ও ক্ষমতা, ইলেক্ট্রোম্যাগনেট এবং ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র, ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন, সার্কিট ব্রেকার, জিএফসিআই এবং ফিউজ, পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন এবং সিরিজ সার্কিট, সিরিজে ভোল্টেজের উৎস, কার্শফস ভোল্টেজ সূত্র, সিরিজ সার্কিটে ভোল্টেজ সোর্সের অভ্যন্তরীণ রোধ, সমান্তরাল রেজিস্টর, সমান্তরাল সার্কিট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন, কার্শফস কারেন্ট সূত্র, ওপেন ও শর্ট সার্কিট, এসি ও ডিসি ভোল্টেজ জেনারেশন থারমাল, হাইড্রোলিক ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার জেনারেশন,ইলেকট্রিক মটর ও তাদের প্রয়োগ, ট্রান্সফরমারসমূহ, এসি বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ ইলেক্ট্রিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট, ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার, এইপিএস এবং ইউপিএস।)

iv. Electronics Technology (ইলেকট্রনিক্স প্রযুক্তি) :

Electronic components; Analog and digital signals; analog electronic devices; amplifiers and oscillator; resistance; types of resistors; conductance; ohmmeters; Capacitance; Capacitors; Inductors; Inductance; Sinusoidal Alternating; Waveforms; General format for the sinussoidal Voltage of current; Phase Relations; The Basic Elements and Phaasors; Reponse of Basic R. L and C; Elements to a Sinusoidal Voltage or Current; Frequency Response of the Basic Elements. Average Power Factor; Complex Numbers; Rectangular Form, Polar Form, Conversion between Forms, Impedance and the pharos Diagram Introduction to 3 phase Systems. Elementary concepts of Generation Transmission, and Distribution, Various Levels of power, Basic Concepts of Transformers radio, television, and radar, Digital devices and digital integrated circuits, impact of digital integrated circuits, counters and digital display devices, digital instruments. (ইলেকট্রনিক্স উপাদান, এনালগ ও ডিজিটাল সিগন্যাল, অ্যানালগ ইলেকট্রনিক্স যন্ত্রপাতি, অ্যামপ্লিফায়ার এবং অসিলেটর, রোধ, রোধের প্রকারভেদ, পরিবাহিতা, ওহম মিটার, ধারকত্ব, ধারক, আবেশক, আবেশাঙ্ক, সাইনুসয়ডাল দিক পরিবর্তন, ওয়েবফর্ম, ফ্রিকোয়েন্সি স্পেক্ট্রাম, সাইনুসফডাল ভোল্টেজ ও কারেন্টের সাধারণ ফরমেট, ফেজ রিলেশন, বেসিক এলিমেন্টস এবং ফেজরস, ব্যাসিক আর.এল ও সি-এর রেসপন্স, সাইনুসয়ডাল ভোল্টেজ অথবা কারেন্টের উপাদানসমূহ, গড় পাওয়ার ও পাওয়ার ফ্যাক্টর, জটিল সংখ্যা, চতুর্ভূজ আকার, পোলার আকার, ইম্পিড্যান্স ও ফেজের ডায়াগ্রাম, তিন ফেজ সিস্টেম পরিচিতি, ট্রান্সফর্মার, রেডিও, টেলিভিশন এবং রাডারের মৌলিক ধারণা, ডিজিটাল ডিভাইস এবং ডিজিটাল সমন্বিত বর্তনী, ডিজিটাল ইন্টিগ্রেটেড বর্তনীর প্রভাব, কাউন্টার ও ডিজিটাল ডিসপ্লে ডিভাইস, ডিজিটাল যন্ত্রপাতিসমূহ।)

নতুন সিলেবাসের আলোকে
BCS লিখিত চূড়ান্ত সাজেশন ও প্রশ্ন বিশ্লেষণ (৩৫তম - ৪৩তম)

বিশেষ দ্রষ্টব্য: বক্সের ভিতর প্রশ্নসংখ্যা দেয়া আছে ও প্রশ্নের মান বুঝাতে () ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলা ১ম পত্র, পূর্ণমান-১০০

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
১. বাংলা ব্যাকরণ (পূর্ণমান- ৫×৬=৩০) [৫টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে] প্রশ্ন সংখ্যা- ৫, প্রতিটি প্রশ্নের মান-৬							
(ক) শব্দগঠন	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	২(১২)
(খ) বানান /বানানের নিয়ম	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	২(১২)	১(৬)	১(৬)	১(৬)
(গ) বাক্যশুদ্ধি / প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	১(৬)	১(৬)	১(৬)	-
(ঘ) বাগধারা/প্রবাদ প্রবচনের নিহিতার্থ প্রকাশ	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	-	১(৬)	১(৬)	১(৬)
(ঙ) বাক্য গঠন/রূপান্তর	১ (৬)	১ (৬)	১ (৬)	১(৬)	১(৬)	১(৬)	১(৬)
২. ভাব-সম্প্রসারণ (পূর্ণমান- ২০)	১(২০)	১ (২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)
৩. সারমর্ম (পূর্ণমান-২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)	১(২০)
৪. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রশ্ন (পূর্ণমান- ৩ × ১০ = ৩০)							
প্রাচীন যুগ (চর্যাপদ)	১ (৩)	১ (৩)	১ (৩)	১ (৩)	-	১ (৩)	১ (৩)
মধ্যযুগ	৩ (৯)	১ (৩)	৩ (৯)	-	২ (৬)	৪ (১২)	৩ (৯)
আধুনিক যুগ	-	-	-	-	-	-	-
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	১ (৩)	-
মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত গ্রন্থ	-	-	-	-	২ (৬)	১ (৩)	১ (৩)
পত্র-পত্রিকা	-	-	-	-	-	-	-
১১জন কবি সাহিত্যিক (২৮ তম বিসিএস পর্যন্ত এই ১১জন পিএসসি'র সিলেবাসভূক্ত ছিলো							
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১ (৩)	১ (৩)	-	-	১ (৩)	-	১ (৩)
২. কাজী নজরুল ইসলাম	১ (৩)	১ (৩)	-	১ (৩)	১ (৩)	১ (৩)	-
৩. জসীমউদদীন	-	১ (৩)	-	১ (৩)	-	-	-
৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	-	-	-	১ (৩)	-	-
৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত	-	১ (৩)	১ (৩)	-	১ (৩)	-	-
৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	-	-	১ (৩)	-	-	১ (৩)	-
৭. মীর মশাররফ হোসেন	-	১ (৩)	-	-	-	-	১ (৩)
৮. দীনবন্ধু মিত্র	-	-	-	-	-	-	-
৯. কায়কোবাদ	-	-	-	-	-	-	-
১০. বেগম রোকেয়া	-	১ (৩)	১ (৩)	-	-	-	-
১১. ফররুখ আহমদ	-	-	-	-	-	-	-
পঞ্চপাণ্ডব পরিচিতি	১ (৩)	-	-	১ (৩)	-	-	-
পঞ্চপাণ্ডব							
জীবনানন্দ দাশ	-	-	১ (৩)	-	-	-	-
বুদ্ধদেব বসু	-	-	-	-	-	-	-
বিষ্ণু দে	-	-	-	-	-	-	-
অমীয় চক্রবর্তী	-	-	-	-	-	-	-
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	-	-	-	-	-	-	-

CamScanner

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কবি সাহিত্যিক			১ (৩)	-	-	-
শামসুর রাহমান	-	-	-	১ (৩)	-	-	-
শওকত ওসমান	-	-	১ (৩)	-	১ (৩)	-	-
প্যারীচাঁদ মিত্র	-	-	-	-	-	-	-
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ	-	১ (৩)	-	-	-	-	-
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	-	১ (৩)	-	-	-	-	-
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	-	-	-	-	-	-	-
মুনীর চৌধুরী	-	-	-	-	-	-	-
আলাউদ্দিন আল আজাদ	-	-	-	-	-	-	-
জহির রায়হান	-	-	-	-	-	-	-
আল মাহমুদ	-	-	-	-	-	-	-
সৈয়দ শামসুল হক	-	-	১ (৩)	-	-	-	-
অন্যান্য	১(৩)	-	-	১ (৩)	-	-	-
সাহিত্যভিত্তিক চলচ্চিত্র	-	-	-	-	-	-	-
লোকসাহিত্য	-	-	-	১ (৩)	-	-	-
চরিত্র পরিচিতি	-	-	-	১ (৩)	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধ ও ভ্রমণ কাহিনী	-	-	-	-	-	-	-
কাব্য সাহিত্য ও কবিতা, মহাকাব্য	১(৩)	-	-	১ (৩)	-	-	-
বাংলার বিখ্যাত গান, বিখ্যাত গ্রন্থ	১ (৩)	-	-	-	-	-	-
যুগ বিভাগ ও কল্লোল যুগ	-	-	-	-	-	-	-
শিখা পত্রিকা ও বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	-
ছোট গল্প	-	-	-	-	-	-	-
নাটক	-	-	-	-	-	-	-
উপন্যাস	-	-	-	১ (৩)	-	-	-
মোট=	১০	১০	১০	১৫	১০	১০	১৫

বাংলা ২য় পত্র পূর্ণমানঃ ১০০ (৩৫তম - ৪৩তম)

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
১. অনুবাদ (মান- ১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)
২. কাল্পনিক সংলাপ (মান- ১৫)প্রশ্ন সংখ্যা							
বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলনে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন বা সংলাপ রচনা করুন।	-	১(১৫)	-	-	-	-	-

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
পড়াশোনা শেষ করে চাকরিগ্রহণ এবং স্ব-উদ্যোগে গৃহীত কোনো কাজের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহকরণ	-	-	১(১৫)	-	-	-	-
শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থা	-	-	-	১(১৫)	১(১৫)	-	-
মুক্তিযুদ্ধ	-	-	-	-	-	১(১৫)	-
আইন ও মামলা	-	-	-	-	-	-	১(১৫)
ভাষা আন্দোলন	-	-	-	-	-	-	-
ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের ফলে টালমাটাল বিশ্ব-অর্থনীতির মন্দা শিক্ষার একজন বাংলাদেশী শ্রমিকের সঙ্গে একজন অর্থনীতিবিদের কাল্পনিক সংলাপ রচনা করুন	১(১৫)	-	-	-	-	-	-
তথ্য প্রযুক্তি ও ডিজিটাল বাংলাদেশ	-	-	-	-	-	-	-
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও উন্নয়ন	-	-	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপট	-	-	-	-	-	-	-
ফেসবুক হ্যাকিং	-	-	-	-	-	-	-
সাম্প্রতিক শিশু ধর্ষণ ও প্রতিরোধ	-	-	-	-	-	-	-
প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু	-	-	-	-	-	-	-
বেকারত্বের বিস্ফোরণ	-	-	-	-	-	-	-
নারীর ক্ষমতায়ন	-	-	-	-	-	-	-
সাম্প্রতিক বিষয়	-	-	-	-	-	-	-
সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি	-	-	-	-	-	-	-
ডেঙ্গু সমস্যা	-	-	-	-	-	-	-
ঘূর্ণিঝড় বুলবুল	-	-	-	-	-	-	-
ডিজিটাল বাংলাদেশ	-	-	-	-	-	-	-
পদ্মা সেতু (অপার সম্ভাবনা)	-	-	-	-	-	-	-
বর্তমান সরকারের সাফল্য	-	-	-	-	-	-	-
৩. পত্র লিখন (মান-১৫) প্রশ্ন সংখ্যা							
আবেদন পত্র	১(১৫)	-	-	-	১(১৫)	-	১(১৫)
ব্যক্তিগত পত্র	-	১(১৫)	-	১(১৫)	-	১(১৫)	-
মাদকাশক্তির কুফল	-	-	১(১৫)	-	-	-	-
বাল্য বিবাহের কুফল	-	১(১৫)	-	-	-	-	-
বন্ধুর নিকট পত্র	১(১৫)	-	-	-	-	-	-
পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পত্র	-	-	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)	১(১৫)
৪. গ্রন্থ সমালোচনা (মান - ১৫) প্রশ্ন সংখ্যা							
সম্প্রতি প্রকাশিত আলোচিত গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
সর্বশেষ প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস	-	-	-	-	১(১৫)	-	-

CamScanner

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক	-	-	-	-	-	-	-
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
গণঅভ্যুত্থানের উপর রচিত গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা	-	-	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ	-	১(১৫)	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাসের গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোট গল্প	-	-	-	-	-	-	-
বাংলাদেশের জাতীয় চেতনামূলক যে-কোনো একটি উপন্যাসের উপর সমালোচনা নিবন্ধ লিখুন।	১(১৫)	-	-	-	-	-	-
ঐতিহাসিক নাটক	-	-	-	-	-	-	-
রোমান্টিক উপন্যাস	-	-	-	-	-	-	-
গ্রামীণ জীবন সম্পর্কিত গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
দেশ বিভাগভিত্তিক উপন্যাস	-	-	-	-	-	-	-
অসমাপ্ত আত্মজীবনী	-	-	-	১(১৫)	-	-	-
কারাগারের রোজনামচা	-	-	-	১(১৫)	-	-	-
বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস	-	-	-	-	-	-	-
বাঙ্গালির ইতিহাসভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	১(১৫)	-	-	১(১৫)	-
বাঙ্গালির লোক/ ঐতিহাসিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	১(১৫)	-
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রচিত গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
সাম্প্রতিক প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	১(১৫)
সাম্প্রতিক প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	১(১৫)

৫. রচনা (মান-৪০) রচনার সংখ্যা

(টপিকসের নাম উল্লেখ করে দেয়া আছে। উক্ত টপিকসের উপর এক বা একাধিক রচনা আছে।)

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ	-	-	১(৪০)	-	-	-	-
একজন মহিয়সী নারী	-	-	১(৪০)	-	-	-	-
বাংলাদেশের পোশাক শিল্প	-	-	১(৪০)	-	-	-	-
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার	-	-	১(৪০)	-	-	-	-
বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি	-	-	১(৪০)	-	-	-	-
বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রকল্প	-	-	-	১(৪০)	১(৪০)	-	-
মুক্তিযুদ্ধ ও ভাষা আন্দোলন	-	-	-	১(৪০)	১(৪০)	১(৪০)	-
জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশ	-	-	-	১(৪০)	-	১(৪০)	-

বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
আলোচিত সমস্যা ও সমাধান	-	-	-	১(৪০)	-	-	১(৪০)
দেশপ্রেম	-	-	-	১(৪০)	-	-	১(৪০)
সন্ত্রাসবাদ, সাইবার অপরাধ	-	-	-	-	১(৪০)	-	-
মানবসম্পদ ও মানব উন্নয়ন	-	-	-	-	১(৪০)	-	-
লোকজ ঐতিহ্য, প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাহিত্য বিষয়ক	-	-	-	-	-	১(৪০)	-
নারী, নারী উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন	-	১(৪০)	-	-	-	১(৪০)	-
সাম্প্রতিক বাংলাদেশ	-	-	-	-	-	-	১(৪০)
আমার ছেলেবেলা	১(৪০)	-	-	-	-	-	-
আত্মশক্তি	১(৪০)	-	-	-	-	-	-
দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়ন স্বপ্ন	১(৪০)	-	-	-	-	-	-
বাংলাদেশের পুরাকীর্তি	১(৪০)	-	-	-	-	-	-
কক্সবাজার	১(৪০)	-	-	-	-	-	-
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে	-	১(৪০)	-	-	-	-	-
বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও পর্যটনস্থান	-	১(৪০)	-	-	-	-	-
সংক্রামক রোগ ও জনসচেতনতা	-	১(৪০)	-	-	-	-	-
বৃদ্ধাশ্রম	-	১(৪০)	-	-	-	-	-
বিবিধ	-	-	-	-	১(৪০)	১(৪০)	১(৪০)

বি.দ্র.: রচনার ক্ষেত্রে সর্বশেষ আলোচিত বিষয় সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কলাম পড়ার অভ্যাস রাখতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন ও সম্ভাবনা সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে নোট করে পড়তে হবে। রচনার ক্ষেত্রে ৫টির মধ্যে ১টির উত্তর করতে হয়।

English 1st paper(35th to 43rd)

Full Marks- 100

Topic Name	43rd	41st	40th	38th	37th	36th	35th
	Passage (100 Marks) Marks						
1. Answering the questions	30	30	30	30	30	30	30
2. Meaning of the words	5	5	5	5	5	5	5
3. Formation of the Words	5	5	5	5	5	5	5
					10	10	10
4. Joining Sentence	-	-	-	-	10	10	-
5. Sentence Making	10	10	10	10	-	-	-
6. Changing Sentence	-	-	-	4	-	-	-
7. Make Sentence with synonyms/phrase/ Antonyms	10	10	10	6	-	-	-

Topic Name	43rd	41st	40th	38th	37th	36th	35th
8. Use Appropriate Capitalization, Punctuation and Quotation	-	-	-	-	-	-	10
9. Summaries of the given passage	20	20	20	20	20	20	20
10. Letter	20	20	20	20	20	20	20
Total Marks	100	100	100	100	100	100	100

English 2nd paper(35th to 43rd)

Full Marks- 100

Topic Name	43rd	41st	40th	38th	37th	36th	35th
Translation (Bangla to English)	Marks						
স্বাধীনতা জাদুঘর	-	-	25	-	-	-	-
যুদ্ধ	-	25	-	-	-	-	-
সাংস্কৃতিক প্রভাব	-	-	-	25	-	-	-
স্বাধীনতা	-	-	-	-	25	25	25
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য	25	-	-	-	-	-	-
Translation (English to Bangla)	Marks						
Leisure	-	-	25	-	-	-	-
Blue Economy	-	25	-	-	-	-	-
Mechanical Life Vs Reading Habit	-	-	-	25	-	-	-
Washer man	-	-	-	-	25	-	-
Enlightenment of Poetry	-	-	-	-	-	25	-
Relativity of Perceived time	-	-	-	-	-	-	25
The Padma Bridge	25	-	-	-	-	-	-
Essay (50 Marks) Write an Essay	Marks						
Literature and Society	-	-		-	-	-	-
Democracy and Good Governance	-	-	50	-	-	-	-
Corruption: The Invicible Monster	-	-		-	-	-	-
Recent Issues	-	-	-	50	-	-	-
Bangladesh's Graduation to a Middle Income Country; Prospects and Challenges	-	50	-	-	-	-	-
The Impact of the Language Movement on the Liberation War 1971	-	50	-	-	-	-	-
Social Medial and Teenage Depression	-	50	-	-	-	-	-
Different Economics issues of Bangladesh	-	-	-	50	-	-	-

Topic Name	43rd	41st	40th	38th	37th	36th	35th
ICT	-	-	-	50	-	-	-
Environmental Issues	-	-	-	-	50	50	-
Business Sector of Bangladesh	-	-	-	-	50	-	-
Celebration of Festivals	-	-	-	-	50	-	-
Development of Bangladesh	-	-	-	-	-	50	-
Culture	-	-	-	-	-	50	-
Religious Issues	-	-	-	-	-	-	50
Education	-	-	-	-	-	-	50
Changing Life Style	-	-	-	-	-	-	50
Liberation War	-	-	-	-	-	-	-
Mujib Year: The Grand Celebration of Banglabandhu's Birth Centenary	50	-	-	-	-	-	-
Global Competences and 21st Century Higher Education	50	-	-	-	-	-	-
Socio-Economic Impact of Foreign Remittance in Bangladesh	50	-	-	-	-	-	-
Politics and Government	-	-	-	-	-	-	-
National Heritage	-	-	-	-	-	-	-

বাংলাদেশ বিষয়াবলি (৩৫ তম - ৪৩ তম)

পূর্ণমান- ২০০

বিঃদ্রঃ প্রত্যেক অধ্যায়ের মূল নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত অধ্যায়ের বিস্তারিত জানতে হলে সিলেবাস দেখুন। প্রশ্নবিশ্লেষণে প্রশ্ন সংখ্যা এবং ব্রাকেটের মধ্যে প্রদত্ত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ৩টি (১৫) অর্থাৎ ৩টি প্রশ্ন এবং ১৫ মার্ক।

বিষয়ের নাম		৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
অধ্যায়	বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা (প্রদত্ত নম্বর)						
১.	বাংলাদেশের ভূগোলঃ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট ও এর পরিবর্তন	৩টি(২০)	-	২টি (২০)	-	১টি (১০)	৩টি (১৫)	২টি (১০)
২.	জনমিতিক বৈশিষ্ট্য নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য	৩টি(২০)	-	৩টি (২০)	৩টি (২০)	৩টি (২০)	-	-
৩.	বাংলাদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতিঃ প্রাচীন থেকে বর্তমান	-	-	১টি (২০)	১টি (৫)	-	১টি (৫)	১টি (২০)
৪.	বাংলাদেশের সমাজ, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি	-	৪টি (৪০)	৭টি (৫০)	৪টি (২৫)	২টি (২০)	৬টি (৩০)	৫টি (২৫)
৫.	বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি এবং চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা	২টি(২০)	-	-	৪টি (২৫)	-	-	৫টি (২৫)
৬.	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদঃ টেকসই ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা	-	২টি (২০)	-	৪টি (২৫)	১টি (৫)	-	২টি (১০)
৭.	বাংলাদেশের সংবিধান	৬টি(৪০)	২টি (২০)	২টি (১৫)	২টি (১০)	২টি (২০)	৯টি (৪৫)	৪টি (২০)
৮.	বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা	-	৩টি (২০)	১টি (৫)	২টি (১৫)	১টি (২০)	৪টি (২০)	৬টি (৩০)
৯.	বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও বহিঃসম্পর্ক	-	২টি (১৫)	১টি (৫)	৩টি (২০)	২টি (২০)	২টি (১০)	৫টি (২০)

CS CamScanner

ক্র.নং	বিষয়ের নাম / বিষয়	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
		প্রশ্ন সংখ্যা (প্রদত্ত নম্বর)						
৬.	সমান্তর ও গুণোত্তর, অনুক্রম ও অজানা ধারা	১টি(৫)	১টি (২.৫০)	২টি (৫)	-	-	-	১টি (৫)
৭.	রেখা, কোণ, ত্রিভুজ সম্পর্কিত উপপাদ্য, পিথাগোরাসের উপপাদ্য, বৃত্ত সম্পর্কীয় উপপাদ্য ও অনুসিদ্ধান্ত	২টি (১০)	৪টি (১০)	২টি (৫)	-	২টি (১০)	৪টি (১১)	২টি (১০)
৮.	ক্ষেত্রফল সম্পর্কীয় উপপাদ্য, পরিমিতি ও ঘনবস্তু	-	-	-	১টি (৫)	১টি (৫)	-	-
৯.	স্থানাঙ্ক জ্যামিতিঃ দূরত্ব ও সরলরেখার সমীকরণ	১টি(৫)	১টি (২.৫০)	২টি (৫)	১টি (৫)	১টি (৫)	২টি (৫)	-
১০.	ত্রিকোণমিতিঃ দূরত্ব ও উচ্চতা বিষয়ক সমস্যা	-	২টি (৭.৫)	১টি (৫)	২টি (৫)	৫টি (১২.৫)	৩টি (৯)	১টি (৫)
১১.	সেটের সূত্র	-	১টি (৫)	১টি (৫)	-	২টি (৫)	৪টি (১৫)	১টি (৫)
১২.	গণনার মূলনীতিঃ বিন্যাস, সমাবেশ ও সম্ভাব্যতা	-	১টি (৫)	১টি (৫)	৩টি (১০)	-	১টি (২.৫)	১টি (৫)

মানসিক দক্ষতা (৩৫ তম - ৪৩ তম)

পূর্ণমান - ৫০

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
	ভাষাগত যৌক্তিক বিচার (Verbal Reasoning)							
১	রক্তের সম্পর্ক নির্ণয়	-	১	-	-	-	১	২
২	সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ	২	-	-	-	-	-	-
৩	ছোট-বড় নির্ণয়	-	১	-	১	১	১	-
৪	কোডিং ও ডিকোডিং	-	২	১	৫	২	-	১
৫	সাদৃশ্য (Analogy)	৭	৪	৫	৪	৪	৭	৩
৬	শূন্যস্থান পূরন করা	-	-	২	৪	৪	-	৩
৭	অসম্ভব্যতা বিচার	-	-	২	-	২	-	-
৮	ভিন্ন জিনিস খোঁজে বের করা (বৈসাদৃশ্য)	-	৪	১	২	২	২	২
	সংখ্যাগত দক্ষতা (Numerical Ability)							
১	চিত্রে যৌক্তিক সংখ্যা বসানো	-	৪	২	২	২	৫	৬
২	সিরিজে ভুল সংখ্যা বের করা	-	-	-	-	-	-	-
৩	সংখ্যার উপর বিভিন্ন ধাঁধা	-	-	-	-	১	-	-
৪	সিরিজ সম্পন্নকরণ	৩	২	-	১	৫	১	২
	সমস্যা সমাধান (Problem Solving)							
১	বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যা (অংক)	৮	১০	৬	১৩	৪	৯	৪
২	ঘড়ি সংক্রান্ত সমস্যা	৩	২	৩	১	২	২	২
৩	অক্ষর বা বর্ণ সংক্রান্ত সমস্যা	-	-	-	-	-	-	-
৪	পঞ্জিকা সংক্রান্ত সমস্যা	১	-	১	১	-	-	-

ক্র.নং	বিষয়ের নাম	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
	স্থানাঙ্ক সম্পর্ক (Space Relation)							
১	আয়নায় এবং পানিতে শব্দের প্রতিফলন	২	১	৩	-	-	১	১
২	বিভিন্ন চিত্র নির্ণয় করা (ত্রিভুজ-বর্গ)	-	২	-	১	৩	-	২
৩	দিক নির্ণয়	১	২	২	১	১	৩	-
৪	সারিবদ্ধভাবে থাকলে ক্রম বের করা	-	১	২	১	১	১	-
	বিমূর্ত যুক্তি (Abstract Reasoning)							
১	চিত্র খোঁজে বের করা	৯	২	৬	১	১৫	৪	৭
	যান্ত্রিক দক্ষতা (Mechanical Resoning)							
১	ভারসাম্য রক্ষা করা সম্পর্কিত	১	-	-	১	-	-	-
২	বিভিন্ন যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কিত	-	-	৮	-	-	২	২
	বানান ও ভাষা (Spelling & Language)							
১	সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ	৬	-	-	৪	-	২	১
২	শুদ্ধ বানান নির্ণয়: বাংলা ও ইংরেজি	৪	৪	৫	-	-	২	৩
৩	এলোমেলো অক্ষর সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করা	-	-	-	১	-	২	২
৪	Synonym & Antonym	-	-	-	৪	-	২	১
	মানসিক দক্ষতার বিবিধ							
১	বাংলা ব্যাকরণ ও বাক্য নির্ণয়	-		-	-	-	২	৩
২	তাৎক্ষণিক উত্তর প্রদান	১	-	-	১	-	-	-
৩	সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত	২	৩	-	৫	-	-	২
৪	ইংলিশ গ্রামার	-	১	-	-	১	-	-
	সর্বমোট প্রশ্নের সংখ্যা	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০	৫০

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (৩৫ তম - ৪৩ তম)

পূর্ণমান- ১০০

বিঃদ্রঃ প্রশ্নবিশ্লেষণে প্রশ্ন সংখ্যা এবং ব্রাকেটের মধ্যে প্রদত্ত নম্বর উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ২টি (৬), অর্থাৎ ২টি প্রশ্ন এবং ৬নম্বর

Part – A (General Science)

Marks- 60

অধ্যায়	বিষয়ের নাম / টপিকস	৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
		প্রশ্ন সংখ্যা (প্রদত্ত নম্বর)						
১.	আলো	৩টি(৭.৫)	২টি	৩টি (৬)	৩টি (৫.৫)	৩টি (৭.৫)	-	৩টি (৭.৫)
২.	শব্দ	৩টি(৭.৫)	৩টি	-	৫টি (১০)	-	-	-
৩.	চৌম্বকত্ব	-	-	১টি (৩)	১টি (২)	৩টি (৬.৫)	২টি (৪.৫)	-
৪.	এসিড, ক্ষার ও লবণ	৩টি(৭.৫)	৫টি	৩টি (৭.৫)	১টি (২.৫)	৫টি (৯)	৫টি (৯.৫)	৪টি (৭.৫)
৫.	পানি	৩টি(৭.৫)	২টি	১টি (২.৫)	১টি (২.৫)	৩টি (৭.৫)	২টি (৩)	৬টি (১২.৫)
৬.	আমাদের সম্পদ	-	-	৩টি (৭.৫)	২টি (৫.৫)	২টি (৫.৫)	৮টি (১৫)	২টি (৩.৫)
৭.	পলিমার	১টি(২.৫)	-	২টি (৪.৫)	১টি (১.৫)	১টি (২)	-	-
৮.	বায়ুমণ্ডল	-	২টি	৩টি (৮)	২টি (৫.৫)	২টি (৩)	২টি (৫)	-
৯.	খাদ্য ও পুষ্টি	৫টি(১২.৫)	৬টি	৫টি (১০)	৬টি (১৪.৫)	৬টি (১০.৫)	৬টি (১২.৫)	৬টি (১৪)
১০.	জৈব প্রযুক্তি	-	৩টি	১টি (৩)	৫টি (১১)	৪টি (৭.৫)	৪টি (৭.৫)	৮টি (১৫)
১১.	রোগ ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৩টি(৭.৫)	২টি	৬টি (১৫.৫)	৩টি (৬)	৩টি (১১.৫)	৩টি (৪.৫)	৭টি (৭.৫)

CamScanner

Part-B

Computer and Information Technology

Marks- 25

বিষয়ের নাম		৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
অধ্যায়	বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা (প্রদত্ত নম্বর)						
১	কম্পিউটার	৬টি (১৫)	৭টি (১০)	৮টি (২০)	৬টি (১৫)	৫টি (১২.২)	৭টি (১৭.৫)	৬টি (১৫)
২	তথ্য প্রযুক্তি	৪টি(১০)	৭টি (১৫)	২টি (৫)	৬টি (১৫)	৮টি (২০)	৫টি ১২.৫)	৫টি ১২.৫)

Part-C

Electrical and Electronics Technology

Marks- 15

বিষয়ের নাম		৪৩তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
অধ্যায়	বিষয়	প্রশ্ন সংখ্যা (প্রদত্ত নম্বর)						
১	ইলেক্ট্রিক্যাল	৪টি (২০)	৪টি	৭টি (১৭.৫)	৬টি (১৫)	৬টি (১৫)	৬টি (১৫)	৬টি (১৫)
২	ইলেক্ট্রনিক্স প্রযুক্তি	১টি (৫)	৪টি	১টি (২.৫)	২টি (৫)	২টি (৫)	২টি (৫)	২টি (৫)

৪৪/৪৫ তম বিসিএস প্রত্যাশীরা বিসিএস প্রিলি. ও লিখিত সমন্বিত প্রস্তুতি নিতে চাইলে সংগ্রহ করুন–

স্বপ্ন সিরিজের

প্রিলি.-লিখিত কমন প্রশ্ন সমাধান

প্রকাশনায়: স্বপ্ন প্রকাশন

বইটি কেন পড়বেন?

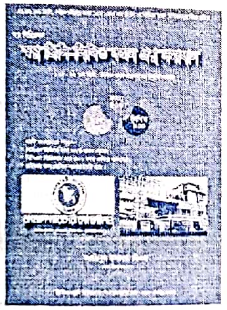

- ❖ পরবর্তী প্রিলিতে প্রায় ৪০% কমন পাবেন
- ❖ পরবর্তী লিখিততে প্রায় ৪০০ নম্বর এগিয়ে থাকবেন
- ❖ ভাইভার জন্য বেসিক নলেজ তৈরী হবে।

পাওয়া যাবে নীলক্ষেতসহ দেশের অভিজাত লাইব্রেরি সমূহে।

বিস্তারিত: FB Page & Group: স্বপ্ন প্রকাশন

অথবা ০১৯-১৯২১ ১৯২১

প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক চূড়ান্ত সাজেশন প্রশ্ন বিশ্লেষণ

২০১৯-২০২২

বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য পূর্ণমান-২০

বাংলা ব্যাকরণ অংশ (মান-১৬)

(প্রশ্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে গড়ে প্রায় ১৬টি প্রশ্ন বাংলা ব্যাকরণ থেকে আসে)

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপ ভিত্তিক			ধাপ ভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
১. ভাষা, ধ্বনি ও বর্ণ	১	৩	-	২	১	২	২
২. সমাস	১	-	-	২	২	২	১
৩. এক কথায় প্রকাশ	১	-	-	২	১	-	১
৪. পরিভাষা	-	-	-	-	-	-	১
৫. বানান ও বাক্যশুদ্ধি	২	৪	-	২	১	৩	২
৬. উপসর্গ-অনুসর্গ	-	-	-	১	১	-	১
৭. বিপরীতার্থক শব্দ	১	-	-	১	১	-	-
৮. সমার্থক শব্দ	১	১	-	১	২	২	১
৯. কারক ও বিভক্তি	-	১	-	-	-	৩	১
১০. শব্দ ও শব্দের অর্থ	২	২	-	-	-	-	-
১১. বাক্য	-	-	-	১	১	৩	১
১২. প্রকৃতি ও প্রত্যয়	২	-	-	১	১	-	১
১৩. সন্ধি	১	-	-	২	২	-	১
১৪. ণত্ব-ষত্ব বিধান	-	-	-	-	-	-	-
১৫. বিরাম চিহ্ন	-	-	-	১	১	-	১
১৬. লিঙ্গ পরিবর্তন	-	-	-	-	-	-	-
১৭. বাগধারা	১	১	-	২	১	-	১
১৮. ব্যাকরণ এর আলোচ্য বিষয়	-	-	-	-	-	-	-
১৯. দ্বিরুক্ত শব্দ	-	১	-	-	-	-	-
২০. অনুবাদ	-	১	-	-	-	-	-
২১. পদ	১	-	-	-	-	-	-

CamScanner

বাংলা সাহিত্য মান-৪

(প্রশ্ন বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে গড়ে ৪টি করে প্রশ্ন বাংলা সাহিত্য থেকে আসে)

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপ ভিত্তিক			ধাপ ভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
১. প্রাচীন যুগ	-	১	-	-	-	-	-
২. মধ্যযুগ	২	-	-	-	-	২	-
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	-	১	-	-	-	-	১
৪. কাজী নজরুল ইসলাম	-	-	-	-	-	-	-
৫. মাইকেল মধুসূদন দত্ত	-	-	-	-	-	-	১
৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	-	-	-	-	-	-	-
৭. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	-	-	-	-	-	-
৮. জীবনানন্দ দাশ	-	-	-	-	১	-	-
৯. মীর মশাররফ হোসেন	১	-	-	-	-	-	-
১০. জসীমউদদীন	-	-	-	-	-	-	-
১১. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	-	-	-	-	-	-	-
১২. শামসুর রাহমান	-	-	-	-	-	-	-
১৩. বেগম রোকেয়া	-	-	-	-	-	-	-
১৪. জহির রায়হান	-	-	-	-	-	-	-
১৫. হুমায়ূন আহমেদ	-	-	-	-	-	-	-
১৬. সংবাদপত্র	-	-	-	-	-	-	-
১৭. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
১৮. ছদ্মনাম	-	-	-	-	১	-	-
১৯. নাটক	-	-	-	-	-	-	-
২০. উক্তি, কবিতার কথামালা, বাংলা গান	৩	২	-	-	-	-	-
২১. কাব্য-মহাকাব্য	-	-	-	-	-	-	-
২২. বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ	-	-	-	-	-	-	-
২৩. গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস	-	-	-	-	-	-	-
২৪. সাহিত্যের বিখ্যাত চরিত্র	-	-	-	-	-	-	-
২৫. বিখ্যাত গ্রন্থ ও রচয়িতা	-	-	-	১	-	-	-

English Grammar & Literature

পূর্ণমান ঃ ২০

(ইংরেজি Grammar থেকে সাধারণত ১৯টি প্রশ্ন হয়। ইংরেজি সাহিত্য থেকে সাধারণত ১টি প্রশ্ন হয়।)

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপ ভিত্তিক			ধাপ ভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
1. Vocabulary	-	2	2	4	1	4	2
2. The Noun (The Determiner, The Gender, The Number)	1	1	1	5	5	2	5
3. Voice Change	1	-	1	2	1	-	1
4. Narration	1	1		-	1	-	1
5. Prepositions	1	-	2	1	3	1	-
6. Sentence Correction	-	3	-	2	1	1	-
7. Translation	-	1	-	1	1	1	-
8. Spelling	3	-	-	1	2	1	1
9. Idioms & Phrases	4	3	3	1	1	1	3
10. Sub-Verb Agreement	1	1	-	-	2	1	2
11. The Pronoun	1	-	-	-	-	1	1
12. The verb	1	-	1	-	-	1	-
13. The Adjective, The Adverb	-	-	2	-	-	1	1
14. The Conjunction	-	1	-	-	-	-	-
15. The Tense	-	-	-	-	-	1	1
16. Right forms of verb	3	1	-	-	-	-	-
17. Sentence, Conditional Sentence	2	3	-	-	-	1	-
18. Clause	-	-	-	-	1	-	-
19. Degree	-	-	-	2	-	-	-
20. Analogy	-	-	2	-	-	1	-
21. Group Verb	1	1	-	-	-	1	-
22. One Word Substitution-Expressions-Definition	-	3	3	1	1	-	-
23. Literature	1	-	1	-	-	-	-

CamScanner

গাণিতিক যুক্তি

পূর্ণমান ঃ ২০

টপিকের নাম	২০২০ ধাপ ভিত্তিক ১ম ধাপ	২০২০ ২য় ধাপ	২০২০ ৩য় ধাপ	২০১৯ ধাপ ভিত্তিক ১ম ধাপ	২০১৯ ২য় ধাপ	২০১৯ ৩য় ধাপ	২০১৯ ৪র্থ ধাপ
১. বীজগাণিতিক সূত্রাবলি	-	১	-	৩	২	২	১
২. বীজগাণিতিক রাশি (গুণ, ভাগ)	৩	-	৪	-	২	-	১
৩. গড়	-	১	-	১	১	২	১
৪. উৎপাদকে বিশ্লেষণ	-	-	-	-	-	-	-
৫. ধারা	৪	-	২	-	-	-	২
৬. সংখ্যা, বাস্তব সংখ্যা	২	৩	২	২	২	-	-
৭. গ.সা.গু ও ল.সা.গু (পাটিগণিত + বীজগণিত)	১	৩	-	-	-	৪	১
৮. শতকরা	২	১	২	১	-	২	১
৯. লাভ-ক্ষতি	-	-	-	-	-	-	১
১০. সরল ও যৌগিক মুনাফা/সুদ	-	-	-	-	-	-	১
১১. অনুপাত-সমানুপাত	১	২	২	১	৩	-	২
১২. কাজ-সময়-দূরত্ব-নৌকা	১	১	-	-	-	-	১
১৩. বর্গমূল, ভগ্নাংশ, গুণ-ভাগ	-	-	২	৪	১	২	১
১৪. ঐকিক নিয়ম, সরল	-	৪	১	৪	১	১	১
১৫. কোণ, ত্রিভুজ	-	-	-	১	৩	-	১
১৬. চতুর্ভুজ (বর্গক্ষেত্র, রম্বস, আয়তক্ষেত্র, সামন্তরিক)	২	৩	২	-	-	-	-
১৭. ত্রিকোণমিতি	১	-	-	-	-	-	-
১৮. ফাংশন, সেট, ভেনচিত্র	-	১	-	-	-	-	-
১৯. সমীকরণ	-	-	-	-	-	১	-
২০. সূচক, লগারিদম	২	-	-	-	-	-	-
২১. পরিসংখ্যান	-	-	-	১	-	-	-
২২. বয়স	-	-	-	-	১	-	-
২৩. বৃত্ত	১	১	-	-	১	-	-
২৪. অসমতা	১	১	-	-	-	-	-
২৫. সেট	-	-	-	-	-	-	-

সাধারণ জ্ঞান পূর্ণমান ঃ ২০

(বাংলাদেশ, আন্তর্জাতিক, বিজ্ঞান, কম্পিউটার)

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

টপিকের নাম	২০২০ ধাপ ভিত্তিক ১ম ধাপ	২০২০ ২য় ধাপ	২০২০ ৩য় ধাপ	২০১৯ ধাপ ভিত্তিক ১ম ধাপ	২০১৯ ২য় ধাপ	২০১৯ ৩য় ধাপ	২০১৯ ৪র্থ ধাপ
১. মুক্তিযুদ্ধ (১৯৭১)	২	১	৩	৩	৩	১	২
২. ১৯৪৭-১৯৭০ (ইতিহাস)	২	১	১	২	২	-	-
৩. অবস্থান-ভূ-প্রকৃতি-জলবায়ু	-	-	-	-	১	-	-
৪. ঐতিহাসিক স্থান, ভাস্কর্য, স্থাপনা, সংস্কৃতি	১	১	১	-	-	-	১
৫. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার	-	-	-	-	-	-	-
৬. প্রাচীন-মধ্যযুগ (ভারতীয় উপমহাদেশ)	-	-	-	১	১	২	-
৭. জাতীয় দিবস, পতাকা, প্রতীক ও সঙ্গীত	-	-	-	২	১	১	-
৮. উপজাতি-জনসংখ্যা	-	১	-	-	-	১	-
৯. বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাদের কাজ	২	২	৩	-	-	-	-
১০. আইন ও প্রয়োগকারী সংস্থা	১	১	-	-	-	-	-
১১. শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	১	২	২	-	২	১	১
১২. স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, রোগ	-	-	-	-	-	-	-
১৩. গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান	-	-	-	-	-	-	১
১৪. সংবিধান	-	-	-	১	-	-	-
১৫. ডিজিটাল-বাংলাদেশ (সাম্প্রতিক)	-	-	-	-	-	-	-
১৬. বাংলাদেশের পরিবেশ ও এ সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান	১	-	-	-	-	-	-
১৭. সাম্প্রতিক	-	-	১	-	-	-	-
১৮. খেলাধুলা, বিজয়, পুরস্কার ও চলচ্চিত্র	-	১	১	১	-	১	১
১৯. দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, বৃহত্তম, উচ্চতম, প্রথম	-	-	-	-	-	-	-
২০. নদ-নদী-বিল-হাওড়-সমুদ্র-লেক-দ্বীপ ও বন	১	-	-	-	-	১	১
২১. সমীক্ষা এবং বাজেট	১	৩	১	-	-	-	-
২২. অর্থনীতি, উন্নয়ন ও অর্জন	১	২	৩	১	১	১	১
২৩. বিখ্যাত গ্রন্থ	-	-	-	১	১	-	২

CamScanner

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

পূর্ণমান : ৪

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপ ভিত্তিক			ধাপ ভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
১. সংগঠন	২	১	-	-	-	-	-
২. মহাদেশ ও এশিয়ার দেশ	-	-	-	-	-	-	-
৩. খেলাধুলা, পুরস্কার	-	-	-	-	-	-	-
৪. ১ম এবং ২য় বিশ্বযুদ্ধ	-	-	-	-	-	-	-
৫. জাতিসংঘ	৩	১	-	-	-	১	-
৬. বৃহত্তম, ক্ষুদ্রতম, দীর্ঘতম, উচ্চতম, গভীরতম, দ্রুততম	-	-	-	-	-	-	-
৭. সপ্তাশ্চর্য, বিখ্যাত স্থাপত্য ও চিত্রকর্ম	-	-	১	-	-	-	-
৮. মহাসাগর, সাগর, নদ-নদী, জলপ্রপাত, হ্রদ, খাল, দ্বীপ, পর্বত ও আগ্নেয়গিরি (বিখ্যাত)	-	-	-	-	-	-	-
৯. পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন	-	-	-	-	-	১	-
১০. আলোচিত বিপ্লব, অভিযান ও অপারেশন, বিখ্যাত চুক্তি	-	-	-	-	-	-	-
১১. সংবাদ সংস্থা, দিবস, স্বাস্থ্য	১	১	-	-	-	-	-
১২. রাজধানী, মুদ্রা, জনসংখ্যা, ভাষা	-	-	-	-	-	-	১
১৩. সাম্প্রতিক তথ্য	-	১	১	-	-	-	-
১৪. বিখ্যাত ব্যক্তি ও তাদের কাজ	-	-	-	-	-	-	-
১৫. প্রণালী, সীমারেখা, বিরোধপূর্ণ স্থান	-	-	-	-	-	১	-
১৬. ভূগোল	২	২	-	৩	১	১	-
১৭. দিবস ও অন্যান্য	-	-	২	-	-	-	১

সাধারণ বিজ্ঞান

পূর্ণমান : ৪

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপভিত্তিক			ধাপভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
১. ইলেক্ট্রনিক্স, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান	-	-	-	-	-	-	২
২. শক্তির উৎস এবং এর প্রয়োগ, নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস, পারমাণবিক শক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস	-	-	১	১	-	১	-
৩. কাজ, ক্ষমতা	-	১	-	-	-	-	-
৪. তরঙ্গ এবং শব্দ, তাপ ও তাপগতিবিদ্যা	-	-	-	-	১	১	-
৫. আলোর প্রকৃতি, সৌরকোষ, রংধনু	-	-	-	-	-	-	-
৬. ট্রান্সফর্মার, এক্সরে, তেজস্ক্রিয়তা	-	-	-	-	-	-	-
৭. প্রাণ, কোষ, হরমোন	-	-	-	-	-	-	-
৮. ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক	-	-	-	-	-	-	-
৯. রক্ত, রক্তচাপ, হৃদরোগ, স্নায়ু এবং স্নায়ুরোগ	-	-	১	-	-	১	-
১০. খাদ্য ও পুষ্টি, ভিটামিন	-	-	-	-	১	-	২
১১. মস্তিষ্ক, জেনেটিক্স, ক্রোমোজম	-	-	-	-	-	-	-
১২. সৌরজগৎ, বায়ুমণ্ডল ও ওজন	-	-	১	-	-	-	-
১৩. সাইক্লোন, সুনামি, বজ্রপাত	-	-	-	-	-	-	-
১৪. রোগের কারণ ও প্রতিকার, সংক্রামক রোগ, এইচআইভি, এইডস, টিবি, পোলিও	-	-	-	-	-	-	-
১৫. জোয়ার-ভাটা	-	-	-	-	-	-	-
১৬. ট্রানজিস্টর, আইসি	-	-	-	-	-	-	-
১৭. বিজ্ঞানের বিখ্যাত ব্যক্তি ও আবিষ্কার	-	-	-	-	-	-	-
১৮. বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিদ্যা	-	-	-	-	-	-	-
১৯. উদ্ভিদ বিজ্ঞান সালোকসংশ্লেষণ	১	-	-	-	-	-	১
২০. মৌলিক পদার্থ, কাঁচামাল, চৌম্বক পদার্থ	-	-	-	-	-	-	-
২১. এসিড-ক্ষারক	-	-	-	-	১	-	-

CS CamScanner

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

পূর্ণমান ঃ ২

টপিকের নাম	২০২০			২০১৯			
	ধাপভিত্তিক			ধাপভিত্তিক			
	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	১ম ধাপ	২য় ধাপ	৩য় ধাপ	৪র্থ ধাপ
১. কম্পিউটার পরিচিতি ও প্রকারভেদ	-	-	-	-	-	-	-
২. কম্পিউটারের ইতিহাস	-	-	-	-	-	-	-
৩. কম্পিউটার, পেরিফেরালস : কী বোর্ড, মাউস, ওসিআর ইত্যাদি	-	-	-	-	-	-	-
৪. অঙ্গসংগঠন: সিপিইউ, এএলইউ, হার্ডডিস্ক, ইনপুট, আউটপুট ইত্যাদি	-	১	১	১	-	-	-
৫. ২জি, ৩জি, ৪জি, জি	-	-	-	-	-	-	-
৬. ন্যান, ম্যান, ওয়াই-ফাই, ওয়াইম্যাক্স	-	-	-	-	-	-	-
৭. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব, ইন্টারনেট	-	১	-	-	-	-	-
৮. গুগল, মাইক্রোসফট, আইবিএম, ইয়াহু, অ্যাপল	-	-	-	-	-	-	-
৯. সফটওয়্যার	-	-	-	-	-	-	-
১০. ভাইরাস, ফায়ারওয়াল	-	-	-	-	-	-	-
১১. মেইল, ফ্যাক্স	-	১	-	-	-	-	-
১২. ফেসবুক, টুইটার, ইন্সটাগ্রাম, গুগল+ ইউটিউব	-	-	-	-	-	১	-
১৩. এব্রিভিয়েশন	-	১	১	-	-	-	-

বিসিএস ক্যাডার চয়েস

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (বিপিএসসি)

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন একটি সাংবিধানিক সংস্থা। প্রজাতন্ত্রের জনগণের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (বিপিএসসি) বা সংক্ষেপে পিএসসি গঠিত হয়। মূলত ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পরপরই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস গঠন করেন। প্রতিষ্ঠানটি নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রথম শ্রেণির ক্যাডার ও নন-ক্যাডারসহ বিভিন্ন সরকারি পদে মেধাবীদের নিয়োগ দিয়ে থাকে। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে কয়েকজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন বা পিএসসি।

বিসিএস পরীক্ষার সূচনাপর্ব

সোনার হরিণতুল্য বিসিএস পরীক্ষার সূচনা মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত হয় বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস। ব্রিটিশ আমলে সূচিত ক্যাডার সার্ভিস কালের পরিক্রমায় বর্তমান রূপ লাভ করেছে। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছে।

বিসিএস কী, কেন বিসিএস:

বাংলাদেশের অন্যতম সম্মানিত পেশা হলো বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস। তিন অক্ষরের ছোট্ট একটা শব্দ বিসিএস-এর সঙ্গে বহু স্বপ্নবাজ তরুণের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে থাকে। অনেকেই জীবনে সফল হওয়া বলতেই বোঝেন 'বিসিএস ক্যাডার' হওয়া। দিন দিন দেশে বিসিএস চাকরি চাহিদা, মানুষের বিসিএসের ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপক হারে বেড়েই চলছে। বর্তমানে জেনারেল ও টেকনিক্যাল বা পেশাগত ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২৬টি ক্যাডার আছে। জেনারেল ক্যাডারগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত ও যে কেউ অংশগ্রহণ করতে পারলেও টেকনিক্যাল ও পেশাগত ক্যাডারের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়াশোনা থাকতে হয়।

প্রতিনিয়ত ক্যাডার সার্ভিসের প্রতি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও তরুণদের চাহিদা বৃদ্ধির কয়েকটি কারণের মধ্যে অন্যতম মান-সম্মান, যশ ও খ্যাতি।

কে না চান বস হতে? আমরা কমবেশি সবাই পাওয়ার প্র্যাকটিস করতে চাই, বস হতে চাই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিসিএসই একমাত্র চাকরি যেখানে বিশেষ মান-সম্মান, যশ-খ্যাতি পাওয়া যায়। তাই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দিন দিন এ দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠী, তরুণ প্রজন্ম বিসিএসের দিকে ঝুঁকছেন। আর এ চাহিদাই বিসিএসকে 'সোনার হরিণে' পরিণত করেছে। এ ছাড়া বিসিএস-এ দেশ ও দশের সেবা করার সুযোগ তুলনামূলকভাবে বেশি।রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের সঙ্গে সরাসরি অংশ নেওয়া যায়। প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে বিদেশ সফর করার দারুণ সুযোগ আছে। চাকরির নিরাপত্তা আছে। বিশেষ কিছু কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয় নেই। উচ্চশিক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। ৫ বছরের শিক্ষা ছুটি নেওয়া যায় এবং বর্তমানে বেতন ও সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়েছে। চাকরি শেষে রয়েছে বিশাল পেনশন।

বর্ণিত কারণ ছাড়াও নানা সুবিধার কারণে বিসিএসের প্রতি আমাদের আকাঙ্ক্ষা এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ৪০তম বিসিএসে আবেদনকারীর সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশ মালদ্বীপের জনসংখ্যাকেও অতিক্রম করেছে। দেশের বিশাল এক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উদ্যোক্তা বা আবিষ্কারক হওয়ার নেশা ছেড়ে আমলা হওয়ার স্বপ্নে আজ বিভোর। যদিও দেশের জন্য এটি কোনোভাবেই মঙ্গলজনক নয়। তবুও বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় তরুণেরা ঝুঁকছেন বিসিএসের দিকেই।

CamScanner

বিসিএস-এর মাধ্যমে নন-ক্যাডারে চাকরি:
বিসিএসের মাধ্যমে নন-ক্যাডারে নিয়োগ চাকরিপ্রার্থীদের মনে ব্যাপক আশার সঞ্চার করে। বিসিএসের মাধ্যমে নন-ক্যাডার পদে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয় ২৮তম বিসিএস থেকে। প্রায় চার লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী বিসিএস পরীক্ষায় অংশ নেন। চূড়ান্তভাবে ছয় থেকে সাত হাজার উত্তীর্ণ হন। কিন্তু ক্যাডার পদে স্বল্পতার কারণে সবাইকে নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয় না। এ কারণে নন-ক্যাডারের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির নিয়োগ বিধিমালা করেছিল বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। ২০১০ সালের ১০ মে প্রজ্ঞাপন করে নন-ক্যাডার বিধিমালা জারি করা হয়। এতে বলা হয়েছিল শূন্য পদের ৫০ শতাংশ বিসিএসে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের দিয়ে পূরণ করা হবে। পরবর্তী বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের আগ পর্যন্ত আগের বিসিএস থেকে নিয়োগ চলবে। যা চাকরি প্রার্থীদের জন্য বিরাট আনন্দের ব্যাপার। কেননা দীর্ঘ দুই কিংবা তিন বছর পরিশ্রমের পর ক্যাডার না হলেও অন্তত নন-ক্যাডারে চাকরির একটা ব্যবস্থা তো হলো। তবে বিধিমালায় নন-ক্যাডার থেকে শুধু প্রথম শেণির নিয়োগের বিধান করা হয়েছিল। এরপর ২০১৪ সালে এই বিধিমালা সংশোধন করে প্রথম শ্রেণির নন-ক্যাডার পদের পাশাপাশি দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা পদেও নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রসঙ্গত, ২৮তম বিসিএসে ৫ হাজার ১০৫ জন উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্য থেকে ২ হাজার ১৯০ জনকে ক্যাডারে নিয়োগের সুপারিশ করে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন। বাকি ২ হাজার ৯১৫ জন নন-ক্যাডারের যোগ্য ছিলেন। সেখান থেকে ২৯৯ জনকে নিয়োগের মাধ্যমে নন-ক্যাডারে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সূচনা করে সরকারি কর্মকমিশন।

বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা:
উচ্চ মাধ্যমিক পাসের পর চার বছর মেয়াদী অনার্স পাস করলে বিসিএসে আবেদন করা যায়। আবার তিন বছর মেয়াদী পাস কোর্স সম্পন্ন করলে সঙ্গে অবশ্যই মাস্টার্স পাস করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে চার বছর মেয়াদী ডিগ্রি সম্পন্ন হলেই যেকোনো প্রার্থী বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে এবং অর্জিত উক্ত যোগ্যতায় ক্যাডার হতে পারবে। কোনো প্রার্থীর শিক্ষা জীবনে একের অধিক পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি (3rd class) থাকলে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বিসিএস ক্যাডারের সুযোগ-সুবিধা ও বেতন:

- বিসিএস ক্যাডারগণ নবম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে ২২,০০০/-বেসিক বেতন স্কেলে চাকরিতে প্রবেশ করেন। পরবর্তীতে অন্যান্য চাকরিজীবীদের তুলনায় দ্রুতই পদোন্নতির মাধ্যমে উর্ধ্বতন পদে অধিষ্ঠিত হন এবং বেতন ও সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পায় স্বল্প সময়ে।
- চাকরির নিরাপত্তা আছে। বিশেষ কিছু কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুত হওয়ার ভয় নেই বললেই চলে।
- বিদেশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ অনেক বেশি। ৫ বছরের শিক্ষা ছুটি নেওয়া যায়।
- বেতন ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি ছাড়াও চাকরি শেষে রয়েছে বিশাল পেনশন সুবিধা।
- ৫ বছরের জন্য লোন নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।
- প্রশিক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজে বিদেশ সফর করার সুযোগ আছে।
- বর্তমান বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় বেশ সামাজিক মর্যাদা আছে।
- গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়। সর্বোপরি,
- রাষ্ট্র পরিচালনায় সরকারের সঙ্গে সরাসরি অংশ নেওয়ার সুযোগ আছে।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি ও শিক্ষা ক্যাডারের সবাই যে কারণে প্রশাসন, পুলিশ ও পররাষ্ট্রসহ সাধারণ ক্যাডারে চলে যাচ্ছেন:

স্বাস্থ্য ক্যাডারের শুরুতে প্রথমে একজন ডাক্তারকে নিয়োগ দেওয়া হয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। সেখানে নেই কোনো গাড়ির সুবিধা, ভাড়ায় থাকতে হয় সরকারি কোয়ার্টারে। ব্যক্তিগত সহকারী ও আলাদা কোনো অফিস থাকে না। পদোন্নতির জন্য প্রয়োজন হবে পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রির, যা শেষ করতে লাগে ১৪-১৫ বছর।

অন্যদিকে প্রশাসন ক্যাডারে চাকরির শুরুতে মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব, ডিসি অফিসের কর্মকর্তা, এসি ল্যান্ড হিসেবে যোগদানের সুযোগ রয়েছে। রয়েছে ধারাবাহিক পদোন্নতির সুযোগ, গাড়ি-বাড়ির সুবিধা, গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে মাসিক টাকাও পান তাঁরা। ব্যক্তিগত সহকারী, পাওয়া যাবে আলাদা অফিসও। আর ইউএনও হলে সরকারি বাংলো ও গাড়ির সুবিধা তো রয়েছেই। পদোন্নতি পেলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবও হতে পারেন। রয়েছে স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে পড়ার সুযোগ, প্রেষণে আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজের সুযোগও রয়েছে।

এসব বৈষম্যের দেয়ালই হয়তো ডাক্তারদের স্বাস্থ্য ক্যাডার ছেড়ে অন্য ক্যাডারে যোগ দিতে বাধ্য করছে বা অন্যরা সহজেই প্রলুব্ধ হচ্ছেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদেরও একই অবস্থা। বুয়েটে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকসে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থী বিসিএস দিয়ে এখন পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেবেন। এত বছর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে এখন চাকরির পরিবেশের কোনো মেলবন্ধন নেই। সে যদি তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পেশায় থাকত, আমরা হয়তো পেতাম সেরা আইটি চিপ নির্মাতা, ভবিষ্যৎ মাইক্রোসফটের মতো প্রতিষ্ঠান নির্মাতা, বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিবিদ বা সফল বিজ্ঞানী।

আবার শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিজ পেশায় অবহেলার ও দীর্ঘদিন পদবঞ্চিত থাকার কারণে শিক্ষকতা ছেড়ে সাধারণ ক্যাডারে চলে যাচ্ছেন।

ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক ও কৃষিবিদদের তাঁদের নিজস্ব পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যোগদানের ফলে সাধারণ বিষয় নিয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন সেসব পদ থেকে। বাংলা, ইংরেজি, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শনসহ ইত্যাদি সাধারণ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীরাই তো যোগ্যতাবলে পররাষ্ট্র, প্রশাসন, পুলিশ, কর, সাধারণ ক্যাডার পাওয়ার কথা। সাধারণ এসব বিষয় নিয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল বা কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীদের মতো আলাদা তেমন কোনো চাকরির বাজার নেই।

একজন মেডিকেল শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে মেডিকেলে চাকরি, ডাক্তারি। একজন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শিল্পকারখানায় চাকরি। একজন কৃষিবিদেরও চাকরির আলাদা খাত রয়েছে।

বাণিজ্য অনুষদে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের জন্যও রয়েছে আলাদা চাকরির পরিবেশ। তাঁদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ব্যাংক ও বিমা সেক্টর। বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠান।

অন্যদিকে, কলা ও সামাজিক অনুষদের শিক্ষার্থীদের একমাত্র ভরসা এ বিসিএস। এই বিসিএসই তাঁদের একমাত্র স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বিসিএসে লেভেল ফিল্ডে এ সমন্বয়হীনতার কারণে অনেক স্বপ্ন রীতিমতো ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

CamScanner

ক্যাডার-বৈষম্য দূর করতে যা প্রয়োজন:
সব ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চাকরিজনিত যে কোনো সিদ্ধান্তের জন্য যেতে হয় সচিবালয়ে। সেখানে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তারা সব ক্যাডারের ছোট-বড় সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। এতে করে সব ক্যাডারের যে প্রধান কর্মকর্তা মহাপরিচালকেরা রয়েছেন, তাঁদের ক্ষমতাকে ছোট করা হয়। সব মন্ত্রণালয়ের সচিব হওয়া প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট ক্যাডারের কর্মকর্তার। যেমন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব হবেন একজন কৃষিবিদ। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব হবেন একজন চিকিৎসক। এতে করে সরকারি চাকরির কাজে যেমন গতিশীলতা আসবে, তেমনি স্বাধীনভাবে সব ক্যাডার নিজ নিজ দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে পারবেন।

বিসিএস এর পরীক্ষা পদ্ধতি

বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪-এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়নের উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মকমিশন নিম্নোক্ত ৩ স্তরবিশিষ্ট নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে।

প্রথম স্তর: ২০০ নম্বরের MCQ Type Preliminary Test শূন্য পদের তুলনায় প্রার্থী সংখ্যা বিপুল হওয়ায় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে উপযুক্ত প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ এর বিধি-৭ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ২০০ নম্বরের MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করে থাকে। ৩৪তম বিসিএস পরীক্ষা পর্যন্ত ১০০ নম্বরে প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণ করা হতো। বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালা-২০১৪ এর বিধানমতে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষা হতে ২০০ নম্বরের ২ ঘণ্টা সময়ে ১০টি বিষয়ের ওপর MCQ Type প্রিলিমিনারি টেস্ট গ্রহণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। প্রিলিমিনারি টেস্টে নির্দিষ্ট কোনো পাস মার্ক নেই। সরকারি কর্মকমিশন শূন্য পদের বিপরীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রিলিমিনারিতে উত্তীর্ণ করায়।

প্রথম স্তরের প্রিলিমিনারি টেস্ট-এর বিষয় ও নম্বর বন্টন:

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
০১.	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
০২.	ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য	৩৫
০৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	৩০
০৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	২০
০৫.	ভূগোল (বাংলাদেশ ও বিশ্ব), পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১০
০৬.	সাধারণ বিজ্ঞান	১৫
০৭.	কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি	১৫
০৮.	গাণিতিক যুক্তি	১৫
০৯.	মানসিক দক্ষতা	১৫
১০.	নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন	১০
	মোট নম্বর	২০০

দ্বিতীয় স্তর: প্রিলিমিনারি টেস্টে কমিশন কর্তৃক কৃতকার্য ঘোষিত প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় গড় পাস নম্বর শতকরা ৫০ (৫০% নম্বর)। নির্ধারিত যোগ্যতা অনুযায়ী ২৬টি ক্যাডার সাধারণ ক্যাডার এবং কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার এই দুই ক্যাটাগরিতে বিভক্ত।

ক. সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

খ. কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য ৯০০ (বিজ্ঞান ও বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ২০০ বাদে ৭০০ নম্বর + পেশাগত বা পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২০০ নম্বর) নম্বরের লিখিত পরীক্ষা।

দ্বিতীয় স্তরের সাধারণ ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন:

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	২০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট নম্বর	৯০০

দ্বিতীয় স্তরের কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য লিখিত পরীক্ষার বিষয়ভিত্তিক নম্বর বন্টন:

ক্রমিক নম্বর	আবশ্যিক বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা	১০০
২.	ইংরেজি	২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি	২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	১০০
৬.	পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়	২০০
	মোট নম্বর	৯০০

বিসিএস লিখিত পরীক্ষার নতুন সিলেবাসে মুক্তিযুদ্ধে ৫০ নম্বর যুক্ত

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) তাদের ওয়েবসাইটে ২৬ আগস্ট, ২০২১ বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার নতুন সিলেবাস প্রকাশ করে।

নতুন সিলেবাসে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনা হয়েছে। সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের প্রার্থীদের জন্য বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পটভূমি অংশে নির্দিষ্টভাবে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন থাকবে।

বাংলাদেশ বিষয়াবলিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পটভূমি অংশে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, মুজিবনগর সরকারের গঠন ও এর কার্যাবলি, জাতিসংঘে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকা, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ, স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার-এসব বিষয় থেকে ৫০ নম্বরের প্রশ্ন এবার নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

CS CamScanner

পদ সংশ্লিষ্ট (Job-related) বিষয়ের পরীক্ষা:

যে সকল প্রার্থী সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের পদের জন্য পছন্দক্রম দেবেন, তাদেরকে সাধারণ ক্যাডারের জন্য নির্ধারিত বিষয়ের ৯০০ নম্বরের অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা দিতে হয়।

বি.দ্র: কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ১০০ ও বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ১০০ নম্বরের স্থলে পদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ কোনো প্রার্থী শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার হতে চাইলে তার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের ১০০ এবং বিজ্ঞানের ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা না দিলেও সমস্যা নেই (তবে উভয় ক্যাডার চয়েস দিলে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ও বিজ্ঞান পরীক্ষায় পরীক্ষায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক)। কিন্তু সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে উক্ত বিষয় দুটির লিখিত পরীক্ষায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় পাস-ফেল নির্ধারিত হয় যেভাবে

বিসিএস পরীক্ষায় তিন ক্যাটাগরিতে আবেদন করা যায়। জেনারেল ক্যাডার, টেকনিক্যাল ক্যাডার ও বোথ ক্যাডার। আবেদন করার সময় কোনো প্রার্থী যদি জেনারেল ক্যাডারে আবেদন করে থাকেন, তাহলে তাকে মোট ৯০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। জেনারেল ক্যাডারে ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে নিম্নের ছয়টি বিষয়ের ওপর।

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
২.	ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০+১০০= ২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০+১০০= ২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	৫০ + ৫০ = ১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
মোট নম্বর		৯০০

প্রতিটি ২০০ নম্বরের পরীক্ষার সময় ৪ ঘণ্টা এবং প্রতিটি ১০০ নম্বরের পরীক্ষার নির্ধারিত সময় ৩ ঘণ্টা। প্রতিটি বিষয়ে পাশ নম্বর ৫০%। কোনো প্রার্থী প্রতিটি বিষয়ে ৫০% মার্ক না পেলেও লিখিত পরীক্ষায় পাস করবেন। সহজ কথায়, ৯০০ নম্বরের মধ্যে সব বিষয় মিলিয়ে ৪৫০ নম্বর পেলেই যে কোনো প্রার্থী ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন।

তবে কোনো একটি বিষয়ে ন্যূনতম ৩০% নম্বর না পেলে সে বিষয়ের ১০০ নম্বরই বাদ যাবে পরীক্ষার্থীর মোট নম্বর থেকে। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বর না পেলে তা ক্রাশ নম্বর (০ নম্বর) হিসেবে ধরা হয়। আবার ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় ন্যূনতম ৬০ নম্বর পেতে হয়। কোনো প্রার্থী যদি একটি বিষয়ে বা একাধিক ৩০% এর কম পান তাহলে তিনি কি ফেল করবেন? না, তিনি ফেল করবেন না। যে বিষয়ে তিনি ৩০% এর কম নম্বর পাবেন সেই বিষয়ের কোনো নম্বর তার মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনো পরীক্ষার্থী আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ২৯ নম্বর পেলে, তার এই নম্বর বাকি পাঁচটা বিষয়ের মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে না। ফলে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলির এই ২৯ নম্বর বাদেই যদি পরীক্ষার্থী বাকি পাঁচটা বিষয়ে ন্যূনতম ৪৫০ নম্বর পান, তাহলে তিনি ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন।

কোনো প্রার্থী টেকনিক্যাল ক্যাডারে আবেদন করে থাকলে তাকে মোট ৯০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে নিম্নের ছয়টি বিষয়ের ওপর।

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা প্রথম পত্র	১০০
২.	ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	৫০ + ৫০ = ১০০
৬.	স্নাতকে পঠিত বিষয়	২০০
মোট নম্বর		৯০০

টেকনিক্যাল ক্যাডারেও ৯০০ নম্বরের মধ্যে সব বিষয় মিলিয়ে ৪৫০ নম্বর পেলেই প্রার্থী ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন। তাছাড়া জেনারেল ক্যাডারের জন্য যেসব নিয়ম প্রযোজ্য, টেকনিক্যাল ক্যাডারের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য।

কোনো প্রার্থী যদি উভয় (জেনারেল ও টেকনিক্যাল) ক্যাডারের জন্য আবেদন করে থাকেন, তাহলে তাকে মোট ১১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বোথ ক্যাডারে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে নিম্নের সাতটি বিষয়ের ওপর।

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বণ্টন
১.	বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
২.	ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	৫০ + ৫০ = ১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
৭.	স্নাতকে পঠিত বিষয়	২০০
মোট নম্বর		১১০০

মোটকথা, যারা শুধু জেনারেল বা টেকনিক্যাল ক্যাডারের জন্য পরীক্ষা দেবেন, তাঁরা ৯০০ নম্বরের পরীক্ষা দেবেন এবং ৪৫০ নম্বর পেলেই ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বোথ ক্যাডারদের ক্ষেত্রে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে সে ক্ষেত্রে তাদের পাস নম্বর বিবেচনা করা হবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ৯০০ নম্বরের ওপর। এই ৯০০ নম্বরের মধ্যে প্রার্থী যদি ৪৫০ নম্বর পান, তাহলে তিনি জেনারেল ক্যাডারে ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন।

CamScanner

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বন্টন
১.	বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
২.	ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৩.	বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
৪.	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
৫.	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	৫০ + ৫০ = ১০০
৬.	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট নম্বর	৯০০

জেনারেল ক্যাডার বিবেচনার পর উল্লেখিত বিষয়গুলোর মধ্যে থেকে বাংলা দ্বিতীয় পত্র এবং সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মোট ২০০ (১০০+১০০) নম্বর বাদ দিয়ে এগুলোর পরিবর্তে স্নাতক পর্যায়ে পঠিত বিষয়ের ২০০ নম্বর যোগ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ৯০০ নম্বরের মধ্যে কোনো প্রার্থী যদি ৪৫০ পান, তাহলে তিনি টেকনিক্যাল ক্যাডারের ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন।

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	নম্বর বন্টন
	বাংলা প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
	ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
	বাংলাদেশ বিষয়াবলি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র	১০০ + ১০০ = ২০০
	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি	১০০
	গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা	৫০ + ৫০ = ১০০
	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি	১০০
	মোট নম্বর	৯০০

বর্ণিত নিয়মে কোনো প্রার্থী যদি একই সঙ্গে জেনারেল ক্যাডার এবং টেকনিক্যাল ক্যাডারে ভাইভার জন্য নির্বাচিত হন, তাহলে তিনি বোথ ক্যাডারে ভাইভার জন্য নির্বাচিত হবেন। বোথ ক্যাডারে আবেদন করে ১১০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে টেকনিক্যাল পরীক্ষায় (স্নাতকে পঠিত বিষয়) ফেল করলেও কোনো প্রার্থীর মোট নম্বর যদি ৫৫০ নম্বর হয়, তাহলে তিনি বোথ ক্যাডারেই পাস করবেন। আর ৪৫০ নম্বর হলে শুধু জেনারেল ক্যাডারে পাস করবেন। এভাবে বোথ ক্যাডারে আবেদন করে শুধু টেকনিক্যাল ক্যাডারেও পাস আসা সম্ভব। তবে, সব পরীক্ষায় প্রার্থীকে তার উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই হবে।

তৃতীয় স্তর: বিসিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় কৃতকার্য প্রার্থীদের জন্য ২০০ নম্বরের মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। মৌখিক পরীক্ষার পাস নম্বর শতকরা ৫০ (৫০% নম্বর)।

তৃতীয় স্তরের (ভাইভা) প্রার্থীদের জন্য গঠিত বোর্ড:

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের উপযুক্ততা নির্ধারণের জন্য বিসিএস পরীক্ষা বিধিমালার বিধান অনুযায়ী কমিশন নিম্নোক্তভাবে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ড গঠন করে থাকে:

১.	কমিশনের চেয়ারম্যান/সদস্য	বোর্ড চেয়ারম্যান
২.	সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তা	বোর্ড সদস্য
৩.	কমিশন কর্তৃক মনোনীত বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ	বোর্ড সদস্য

মৌখিক পরীক্ষা (Interview)

চূড়ান্ত নির্বাচন:
পিএসসি প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ৯০০ ও মৌখিক পরীক্ষার ২০০ নম্বরের ওপর ভিত্তি করে ক্যাডার নির্ধারণ করে থাকে। মোট ১১০০ নম্বরের মধ্যে ক্যাডারের পদসংখ্যা অনুসারে সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ক্যাডার হিসেবে নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করে। এরপর মন্ত্রণালয় পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন করে চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নাম গেজেট আকারে প্রকাশ করে।

বিসিএস-এ ক্যাডার সংখ্যা এখন ২৬ টি

সরকার ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কাজের সুবিধার জন্য বাংলাদেশের সূচনালগ্নে ২৯টি ক্যাডার গঠন করা হয়েছিল। এরপর একসময় ক্যাডার সংখ্যা ৩০টিতে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিটিগুলো ক্যাডার সংখ্যা কমিয়ে আনার পক্ষে মতামত দেন। ফলে ১৯৯৮ সালে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন নতুন ক্যাডার গঠনের পরিবর্তে ক্যাডার সংখ্যা কমানোর পক্ষে সুপারিশ করে। এরই প্রেক্ষিতে যেসব ক্যাডারের কাজের ধরন অভিন্ন, সেসব ক্যাডারকে একীভূত করার উদ্যোগ নেয় সরকার। তারই অংশ হিসেবে আশির দশকে উন্নয়ন বাজেটের আকার বাড়তে থাকায় উন্নয়ন বাজেট তৈরির পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৫ সালে চালুকৃত ইকোনমিক ক্যাডার ৩৫ বছর বহাল থাকার পর ৪ শতাধিক কর্মকর্তাকে নিয়ে গত ১৩ নভেম্বর ২০১৮ প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে একীভূত করা হয়। ফলে বর্তমানে ক্যাডার সংখ্যা ২৭টি থেকে কমে ২৬টি হয়েছে। এর পূর্বে সচিবালয় ক্যাডারকে প্রশাসন ক্যাডারের সঙ্গে যুক্ত করা হয় নব্বইয়ের দশকে এবং ২০০৭ সালে বিসিএস বিচার ক্যাডারকে বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়। এ ছাড়া ২০১৬ সালে বিনিয়োগ বোর্ড ও বেসরকারীকরণ কমিশন বিলুপ্ত করে গঠন করা হয় বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)।

২৬টি ক্যাডারের মধ্যে সাধারণ ক্যাডার ১৪টি ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার ১২টি।

বিসিএস-এর ২৬টি ক্যাডারের নাম (সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত):

ক্র. নং	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারের ধরন
১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পররাষ্ট্র)	সাধারণ ক্যাডার
২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)	সাধারণ ক্যাডার
৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পুলিশ)	সাধারণ ক্যাডার
৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কর)	সাধারণ ক্যাডার
৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (শুল্ক ও আবগারি)	সাধারণ ক্যাডার
৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (নিরীক্ষা ও হিসাব)	সাধারণ ক্যাডার
৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (আনসার)	সাধারণ ক্যাডার
৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সমবায়)	সাধারণ ক্যাডার
৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিবার পরিকল্পনা)	সাধারণ ক্যাডার
১০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (ডাক)	সাধারণ ক্যাডার
১১	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (খাদ্য)	সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বাণিজ্য)	সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (তথ্য)	সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

CamScanner

ক্র. নং	ক্যাডারের নাম	ক্যাডারের ধরন
১৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক)	সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পশুসম্পদ)	সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৬.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৭.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কারিগরি শিক্ষা)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৮.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (স্বাস্থ্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
১৯.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (মৎস্য)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২০.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (কৃষি)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২১.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (গণপূর্ত)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২২.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সড়ক ও জনপথ)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৩.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৪.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (রেলওয়ে প্রকৌশল)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৫.	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (পরিসংখ্যান)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার
২৬	বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বন)	কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার

সূত্র: পিএসসি

যেভাবে ক্যাডার বন্টন হয়

বিসিএস পরীক্ষার্থীদের জন্য ক্যাডার চয়েস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিসিএস প্রস্তুতি নিচ্ছেন যারা কিংবা নেয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, তারা সবাই মোটামুটিভাবে জানেন যে এই পরীক্ষার আবেদনের সময় Preference Order বা পছন্দক্রম দেয়া লাগে। অনেকেই এখানে দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যান যে কোনটা আগে দেয়া উচিত! ক্যাডার চয়েসের ক্ষেত্রে সামান্য একটি ভুলের কারণে কাঙ্ক্ষিত একটি ক্যাডার নাও পেতে পারেন একজন প্রার্থী। এমনকি কোনো ক্যাডারই নাও পেতে পারেন ছোট একটি ভুলের কারণে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্যতাসম্পন্ন যে কেউ সাধারণ ক্যাডারের ক্ষেত্রে ক্যাডার তালিকায় থাকা পদগুলোর সবই পছন্দক্রমে রাখতে পারেন। তবে প্রফেশনাল ক্যাডারের ক্ষেত্রে স্নাতকে পঠিত বিষয় অনুযায়ী পছন্দ বাছাই করতে হয়।

যে ভাবে ক্যাডার বন্টন করা হয়: বিসিএস পরীক্ষা তিনটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথমে ২০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি (বাছাই পরীক্ষা) হয়, যা এমসিকিউ পদ্ধতিতে হয়। তারপর ৯০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ২০০ নম্বরের ভাইভা হয়ে থাকে। এ ছাড়া প্রফেশনাল ক্যাডারের জন্য স্নাতকে পঠিত অতিরিক্ত ২০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষাও দিতে হয় যারা প্রফেশনাল ক্যাডারে আসতে চান তাদেরকে। প্রিলিমিনারিতে কোনো নির্দিষ্ট পাস নম্বর থাকে না। এটা ক্যাডার চাহিদার সংখ্যার ওপর পিএসসি নির্ধারণ করে থাকে। কিন্তু লিখিত পরীক্ষায় একজন প্রার্থী ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে ভাইভায় অংশগ্রহণের সুযোগ পান। ভাইভার পাস নম্বরও লিখিতের ন্যায় ৫০ শতাংশ। এরপর লিখিত পরীক্ষার নম্বর ও ভাইভায় প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে মেধাতালিকা প্রস্তুত করা হয়।

মেধাতালিকায় বেশি নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীরা সর্বপ্রথম তাদের পছন্দের ক্রমানুযায়ী ক্যাডার পাবেন। অর্থাৎ প্রার্থীর চয়েস অনুযায়ী প্রথম চয়েসের ক্যাডারটি পাবেন। এ ক্ষেত্রে কোনো প্রার্থীর প্রথম চয়েস আনসার ক্যাডার হলে তিনি আনসার ক্যাডার পাবেন; আবার প্রথম চয়েস প্রশাসন ক্যাডার হলে প্রশাসন ক্যাডারই পাবেন। প্রথম থেকে মেধাতালিকার শেষ প্রার্থী পর্যন্ত এই প্রক্রিয়ার ক্যাডার বন্টনের বিষয়টি চলতে থাকে। ক্যাডার বন্টন যেভাবে হয়ে থাকে তা কয়েকটি পর্যায়ে দেখানো হলো:

ক. সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত কোনো প্রার্থীর পছন্দক্রমে যদি পুলিশ, পররাষ্ট্র, প্রশাসন, কাস্টমস, নিরীক্ষা ও হিসাব ইত্যাদি হয়ে থাকে তবে তিনি প্রথম চয়েসের পুলিশ ক্যাডারই পাবেন।

খ. কোনো প্রার্থী তার পছন্দক্রমে যথাক্রমে কাস্টমস, কর, পুলিশ, প্রশাসন দিলে এবং মেধাতালিকায় তার ক্রম ৫০০তম হলে ক্যাডার বণ্টনের সময় প্রথমেই যদি দেখা যায় যে কাস্টমস ক্যাডার পদের বন্টন শেষ, তাহলে দেখা হবে তার দ্বিতীয় পছন্দ। দ্বিতীয় পছন্দের কর ক্যাডারের পদ খালি থাকলে প্রার্থী সেটিই পাবেন। এ ভাবে পর্যায়ক্রমে প্রার্থীকে তার মেধাক্রম অনুযায়ী ও পদ খালি থাকা সাপেক্ষে ক্যাডার প্রদান করা হয়।

গ. আবার কোনো প্রার্থী পছন্দক্রমে যদি ২/৩টি ক্যাডার দিয়ে থাকেন এবং সেগুলোর ক্রম যদি প্রশাসন, কাস্টমস ও পররাষ্ট্র হয়ে থাকে তাহলে তার মেধাক্রম বা সিরিয়াল এলে দেখা হবে তার দেওয়া পদগুলো খালি আছে কিনা। যদি সেগুলো পূরণ হয়ে যায় এবং অন্যান্য ক্যাডারগুলোতে পদ খালি আছে। এ ক্ষেত্রে প্রার্থী কোনো ক্যাডারই পাবেন না। কেননা তার পছন্দক্রমে অন্যান্য ক্যাডার না থাকায় পদ খালি থাকলেও তিনি অন্য ক্যাডার পাবেন না। সুতরাং পছন্দক্রমে সবগুলো ক্যাডারই ক্রমানুযায়ী দেওয়া উচিত।

ঘ. কোনো প্রার্থী তার পছন্দক্রমে যথাক্রমে পররাষ্ট্র, প্রশাসন, শিক্ষা, কাস্টমস, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডার রাখলে এবং উক্ত প্রার্থী উভয় ক্যাডারে আবেদন করে থাকলে সাধারণ ক্যাডারের সিরিয়াল আসলে দেখা হবে পররাষ্ট্র ক্যাডারের পদ খালি আছে কিনা। যদি খালি থাকে তাহলে তিনি পররাষ্ট্র ক্যাডার পাবেন। না থাকলে দ্বিতীয় পছন্দের প্রশাসন ক্যাডার দেখা হবে। প্রশাসনে পদ খালি থাকলে পাবেন, না থাকলে পাবেন না। এরপর তৃতীয় পছন্দের শিক্ষা ক্যাডার সিরিয়ালে আসলে পেশাগত ক্যাডারের সিরিয়াল বিবেচনা করা হবে। পদ খালি থাকলে শিক্ষা ক্যাডার পাবেন। না থাকলে পুনরায় সাধারণ ক্যাডার বিবেচনা করা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা হবে কাস্টমস ক্যাডারের পদ খালি আছে কিনা। এ ভাবে পুরো প্রক্রিয়াটি ক্রমানুযায়ী চলতে থাকবে।

ঙ. কোনো প্রার্থী শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, প্রকৌশল) আবেদন করলে ক্যাডার বন্টনের সময় শুধু প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট ক্যাডারটিই বিবেচনা করা হবে। সর্বোচ্চ নম্বর পেলে ও সাধারণ ক্যাডার হওয়ার মতো যথেষ্ট নম্বর থাকলেও প্রার্থী সাধারণ ক্যাডার পাবেন না। কেননা প্রার্থী চয়েসে সাধারণ ক্যাডার দেননি।

সুতরাং ক্যাডার চয়েসের সময় ভালোভাবে জেনেশুনেই তা পূরণ করা উচিত। চয়েস ঠিকমতো দিতে না পারলে অনেক সময় ভালো নম্বর থাকা সাপেক্ষেও অনেকে ক্যাডার হতে পারেন না।

সাধারণ ক্যাডার (১৪টি)

১. বিসিএস (প্রশাসন): যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে ব্যুরোক্র্যাটদের হাত ধরে। এই ব্যুরোক্রাটগণ কিংবা আমলারা প্রশাসন ক্যাডার থেকেই আসেন। অর্থাৎ দেশের নীতিনির্ধারক পর্যায়ে থাকেন প্রশাসন (Administration) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। তাঁরাই মূলত দেশের পলিসি মেকার। সহজ কথায়, দেশের সব ধরনের পলিসি মেকার হলেন দেশের মন্ত্রিপরিষদ। আর মন্ত্রিপরিষদের সহযোগী হিসেবে মূলত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই নেপথ্য ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পলিসি গ্রহণের নেপথ্যে থাকেন মূলত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণই। সচিবালয় থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও বিভাগের উপসচিব থেকে সিনিয়র সচিব পর্যন্ত শতকরা ৭৫ ভাগ পদ প্রশাসন ক্যাডার থেকে ও

বাকি শতকরা ২৫ ভাগ অন্যান্য ক্যাডার থেকে নেওয়া হয়। বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের পদগুলোকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: সচিবালয় ও মাঠ প্রশাসন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (সচিবালয়ে): সহকারী সচিব থেকে সর্বোচ্চ মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (মাঠপ্রশাসনে): সহকারী কমিশনার থেকে সর্বোচ্চ বিভাগীয় কমিশনার।

পদসোপান (Hierarchy)

সচিবালয়/ কেন্দ্রীয় প্রশাসন (Secretariat/Central Administration)
- ↑ মন্ত্রীপরিষদ সচিব (Cabinet Secretary)
- ↑ সিনিয়র সচিব (Senior Secretary)
- ↑ সচিব (Secretary)
- ↑ অতিরিক্ত সচিব (Add. Secretary)
- ↑ যুগ্ম সচিব (Joint Secretary)
- ↑ উপ সচিব (Deputy Secretary)
- ↑ সিনিয়র সহকারী সচিব (Sr. Asst. Secretary)
- ↑ সহকারী সচিব (Asst. Secretary)

মাঠ প্রশাসন (Field/Local Administration)
- ↑ বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)
- ↑ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (Additional DC)
- ↑ ডেপুটি কমিশনার (DC)
- ↑ সিনিয়র সহকারী কমিশনার (Senior Assistant Commissioner)
- ↑ সহকারী কমিশনার (Assistant Commissioner)

পোস্টিং: বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বর্তমানে চাকরির শুরুতেই সচিবালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় না। মাঠপ্রশাসনে সহকারী কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে সেখান থেকে ট্রান্সফার বা প্রমোশনের মাধ্যমে সচিবালয়ে পদায়ন করা হয়। মাঠপ্রশাসনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ জেলা প্রশাসক (ডিসি)।

কাজের ক্ষেত্র: দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের ভূমিকা সর্বাধিক। তাঁদের কাজের ক্ষেত্র সব ক্যাডারের তুলনায় বেশি। সরকারের সকল উন্নয়ন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডের নীতি গ্রহণে নেপথ্যে থেকে ভূমিকা পালন করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সরকার গৃহীত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তদারকি ছাড়াও কীভাবে কাজ করলে সর্বাধিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে সে পরামর্শও তাঁরা সরকারকে দিয়ে থাকেন। তৃণমূলের নানা কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে পৌঁছানো তাঁদের অন্যতম কাজ।

পদোন্নতি সুবিধা: সব ক্যাডারের তুলনায় এ ক্যাডারে পদোন্নতি সুবিধা ভালো। পদের তুলনায় কর্মকর্তা বেশি থাকার পরও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি নিয়মিত ও যথাসময়েই হয়ে থাকে। চাকরির শুরুতে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের পদায়ন হয় সহকারী কমিশনার হিসেবে। চাকরি নিশ্চিত হলে জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার হিসেবে পদোন্নতি হয়। আর-৭/৮ বছরের মধ্যেই

প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসেবে পদোন্নতি পান। আবার যাঁদের সচিবালয়ে পদায়ন হয় তাঁরা প্রথমে সহকারী সচিব থেকে জ্যেষ্ঠ সহকারী সচিব হন। মাঠ পর্যায়ের বা সচিবালয়ের সবাই পরবর্তী পদোন্নতি পান উপসচিব হিসেবে। এরপর তাঁরা পদোন্নতি পেতেই থাকেন।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয়সহ সকল পর্যায়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে থাকেন প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা ও স্বল্প পরিসরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন তাঁরা। বাড়ি ও গাড়ি সুবিধা চাকরিতে যোগদানের শুরু থেকেই পাওয়া যায়। গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থসুবিধাও পাওয়া যায়। ব্যক্তিগত সহকারী ও আলাদা অফিস থাকে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হলে সরকারি বাংলো ও গাড়ির সুবিধা পাওয়া যায়। প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ পদোন্নতির মাধ্যমে সর্বোচ্চ মন্ত্রিপরিষদ সচিবও হতে পারেন। উচ্চতর ডিগ্রির জন্য স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে যাওয়াসহ নানা ধরনের ট্রেনিংয়ের জন্য বিদেশে যাওয়ার সুযোগ পান। এছাড়া প্রেষণে (ডেপুটেশন) আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় কাজের সুযোগও থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। চাকরিতে থাকাকালীন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ যেমন সর্বাধিক সুবিধা ও গুরুত্ব পান, তেমনি অবসরে গেলেও তাঁদের গুরুত্ব থাকে। অবসর গ্রহণের পরও তাঁরা বিভিন্ন কমিশন, করপোরেশনে পরিচালক ও পরামর্শক হিসেবে উচ্চ বেতনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে থাকেন।

অসুবিধাসমূহ: সকল ক্যাডারের তুলনায় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের চাপ বেশি। তাঁরা যেহেতু সরকারের তথা দেশের সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকেন, সেহেতু তাঁদের দিন রাত কাজ করতে হয়। ছুটির দিনেও কাজ করতে হয় প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এছাড়া মাঠপর্যায় থেকে সচিবালয়ে কাজের ক্ষেত্রে নানা রকম রাজনৈতিক চাপ সামলিয়ে কাজ করতে হয় তাঁদের। মাঠপ্রশাসনে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হস্তক্ষেপ স্বাধীনভাবে কাজের ক্ষেত্রে অনেক সময় বড় বাধা হয়ে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকলে প্রতিকূল এলাকায় পোস্টিংসহ ওএসডি হওয়া সাধারণ ঘটনা হতে পারে যে কারো ভাগ্যে।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: প্রশাসন ক্যাডারের সুবিধা যেহেতু সর্বাধিক তাই অন্যত্র যাওয়ার প্রবণতা থাকে না এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

২. বিসিএস (পুলিশ):

বাংলাদেশ পুলিশ বাংলাদেশের একমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। আইন প্রয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হলো পুলিশ প্রশাসন। উপমহাদেশে পুলিশিব্যবস্থা প্রথম বাস্তবায়ন করা হয় মোঘল আমলে। তারপর থেকে ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলেও আমাদের দেশে পুলিশি ব্যবস্থা ছিল। শত বছরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক বাংলাদেশ পুলিশ।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (জাতীয় পর্যায়ে): অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার (এএসপি) থেকে সর্বোচ্চ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (মেট্রোপলিটন এলাকায়): সহকারী পুলিশ কমিশনার থেকে সর্বোচ্চ ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (আইজিপি)।

পদসোপান (Hierarchy)

জাতীয় পর্যায়ে

- মহাপুলিশ পরিদর্শক(IGP)
- অতি.মহাপুলিশ পরিদর্শক (Addi. IGP)
- উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (DIG)
- অতিরিক্ত উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শক (Addi. DIG)
- পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (SP)
- অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (Addi. SP)
- সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (Sr. ASP)
- সহকারী পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট (ASP)

মেট্রোপলিটন এলাকায়

- পুলিশ কমিশনার
- অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার
- জয়েন্ট কমিশনার (পুলিশ)
- ডেপুটি কমিশনার বা ডিসি (পুলিশ)
- অ্যাডিশনাল ডেপুটিকমিশার এডিসি (পুলিশ)
- সিনিয়র অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার বা সিনিয়র এসি (পুলিশ)
- অ্যাসিসটেন্ট কমিশনার বা সিনিয়র এসি (পুলিশ)

পোস্টিং ও ট্রেনিং: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এএসপি হিসেবে যোগদানের পর এক বছরের প্রশিক্ষণের জন্য রাজশাহীর সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে থাকতে হবে। বেসামরিক প্রশিক্ষণের মধ্যে পুলিশের প্রশিক্ষণই সর্বাপেক্ষা কার্যকর ও কর্মমুখী। অস্ত্র প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ড্রাইভিং, ডিফেন্সিভ কৌশল, ঘোড়া চালনা, শারীরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। বিভাগীয় প্রশিক্ষণের পর বাংলাদেশ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ট্রেনিং সেন্টারে (বিপিএটিসি) বুনিয়াদি প্রশিক্ষণও গ্রহণ করতে হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা পুলিশে পদায়ন হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এ ছাড়া বিভিন্ন পুলিশ সার্কেল, জেলা ও বিভাগীয় সদর, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, পুলিশ একাডেমি, পুলিশ স্টাফ কলেজে পদায়ন হতে পারে। জেলায় পুলিশ সুপার (এসপি) পদ খুবই প্রভাবশালী।

কাজের ক্ষেত্র: বৈচিত্র্যপূর্ণ, বহুমুখী ও বিস্তীর্ণ পরিসরে কাজ করতে হয় পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। রাজনৈতিক, আর্থ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সবক্ষেত্রে মানুষ পুলিশের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার দায়িত্ব পালনকারী বাহিনীর সদস্য হিসেবে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের রাষ্ট্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হয়। কর্মজীবনের শুরুতে জেলা পুলিশে কাজের সময় পুলিশ সার্কেল হিসেবে কয়েকটি থানার দায়িত্ব পালন করতে হয় এএসপিদের। পুলিশ রেঞ্জ, র‍্যাব, সোয়াট, এপিবিএন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, হাইওয়ে পুলিশ, রেলওয়ে পুলিশ, ট্যুরিস্ট পুলিশ, এসএসএফসহ পুলিশের নানা বিভাগে কাজ করা যায়। পুলিশিং কোনো সময় নির্দিষ্ট চাকরি নয়। একজন পুলিশ অফিসার দিনের ২৪ ঘণ্টা এবং

সপ্তাহের ৭ দিনই পুলিশ অফিসার। একই সঙ্গে, দালিলিক কাজের চাইতে বাস্তবিক জীবনের সামাজিক নানা সমস্যার সমাধান এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ পুরোটাই বৈচিত্র্যপূর্ণ।

পদোন্নতি সুবিধা: যে কয়টি ক্যাডারে দ্রুত ও স্বল্প সময়ে পদোন্নতি হয়, পুলিশ তার মধ্যে অন্যতম। সুষ্ঠুভাবে ও দায়িত্বশীল থেকে কর্ম সম্পাদন করলে অতি অল্প সময়ে পদোন্নতি পেয়ে শীর্ষপদে আসীন হতে পারেন পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এএসপি থেকে আইজিপি পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে পুলিশ ক্যাডারে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: পুলিশ ক্যাডারে যোগদানের সাথে সাথেই সার্বক্ষণিক গাড়ি সুবিধা, গাড়ীর ড্রাইভার ও বডিগার্ড সুবিধা পাওয়া যায়। পুলিশ ক্যাডার থেকে র‍্যাব ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ বাহিনীতে যোগ দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে রেগুলার বেতনের সাথে অতিরিক্ত ভাতা পাওয়া যায়। বিশেষ বাহিনী হওয়ায় পুলিশ সদস্যদের ইউনিফর্ম পরিধান করতে হয় এবং এ জন্য আলাদা ভাতাও পেয়ে থাকেন পুলিশ সদস্যরা। এ ছাড়া রেশন সুবিধা তো থাকেই। চাকরিজীবনে বিদেশে বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ ছাড়াও বাংলাদেশ পুলিশ ১৯৮৯ সাল থেকে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ করার ফলে বাৎসরিক মূল বেতনের বাইরে ৪০ থেকে ৬০ লক্ষ টাকা আয়ের সুযোগ পেয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। ঝুঁকি ভাতা ও পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসার বিশেষ সুযোগ থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এককথায় সামাজিক অবস্থান ও সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে সব ক্যাডারের থেকে এগিয়ে থাকেন পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: সার্বক্ষণিক কাজ করতে হয় পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। নির্ধারিত অফিস সময় থাকে না বললেই চলে। অনেক সময় গভীর রাতেও অপারেশনে যেতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: পুলিশ ক্যাডারের সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকায় কর্মকর্তাগণের অন্য ক্যাডারে যাওয়ার প্রবণতা নেই বললেই চলে।

৩. বিসিএস (পররাষ্ট্র): বর্তমান বিশ্ব রাজনীতিতে Foreign Policy অপরিহার্য একটি বিষয়ে পরিণত হয়েছে। Foreign Policy-এর মাধ্যমেই বিশ্বের শক্তিধর থেকে দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর আমদানি-রপ্তানি থেকে শুরু করে বাণিজ্যনীতি, সামরিক-বেসামরিক তৎপরতা ও স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রই এখন কূটনৈতিক (Diplomatic) তৎপরতা ছাড়া চলতে পারে না। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কূটনীতির (Diplomacy) এ কাজটি পরিচালিত হয় কূটনীতিকদের (Diplomates) মাধ্যমে। নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে রাষ্ট্রদূত বা কূটনীতিকেরা যে ভূমিকা পালন করেন তা অন্য শ্রেণি-পেশার মানুষের পক্ষে অনেক কঠিন কাজ। এখানে দায়িত্বের পরিধি যতটা ব্যাপক তেমনি পেশা হিসেবে কতটা সম্মানজনক তা সবাই কমবেশি জানেন। প্রত্যেক দেশের রাজনীতিবিদরা তাদের পররাষ্ট্র দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার কাজটি করে থাকেন। তাই, বিসিএস পরীক্ষায় তরুণদের পছন্দের তালিকায় শীর্ষে থাকে পররাষ্ট্র ক্যাডার।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী সচিব থেকে সর্বোচ্চ সিনিয়র সচিব (ফরেন সেক্রেটারী) পর্যন্ত পদমর্যাদায় আসীন হওয়া যায়।

CamScanner

পদসোপান
(Hierarchy)

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে (In the Headquarters)

- সিনিয়র সচিব (Foreign Secretary)
- ↓ সচিব (Secretary)
- ↓ অতিরিক্ত সচিব (Addl. Foreign Secretary)
- ↓ মহাপরিচালক (Director General)
- ↓ পরিচালক (Director)
- ↓ সিনিয়র সহকারী সচিব (Senior Asst. Secretary)
- ↓ সহকারী সচিব (Asst. Secretary)

বিদেশের মিশনসমূহে (In the Mission Abroad)

- Ambassador/High Commissioner
- ↓ Deputy High Commissioner/Minister/consul General
- ↓ Counsellor
- ↓ First Secretary
- ↓ Second Secretary
- ↓ Third Secretary

পোস্টিং: চাকুরি জীবনের শুরুতেই পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে (ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত) সহকারী সচিব হিসেবে যোগদান করতে হয়। এ সময় কর্মকর্তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নানা কাজে সহায়তা করতে হয়। ঢাকার বেইলী রোডে পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ট্রেনিং হয়। ট্রেনিং এর পর দেশে ২-৩ বছর কাজের পর বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে পদায়ন পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। তবে প্রশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে কাউকে বিদেশের অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসে নিয়োগ দেয়া হয় না।

কাজের ক্ষেত্র: শুরুতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার পর চাকরি স্থায়ী হলে কর্মকর্তাগণকে দূতাবাসে পদায়নের জন্য বিবেচনা করা হয়। সেখানে থার্ড সেক্রেটারী হিসেবে যোগদান করতে

হয়। ছয় বছর দুই দেশে কাজ করার পর তিন বছরের জন্য ঢাকায় পোস্টিং হয়। উইংয়ের ভিত্তিতে একজন সহকারী সচিবের কাজের ধরন ও ক্ষেত্র নির্ভর করে। অঞ্চলভিত্তিক উইংগুলোর কাজ সাধারণত একই রকম হয়। যেমন: নির্দিষ্ট অঞ্চলের ওপর নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা; গবেষণা উইংয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় খসড়া বানানো; প্রটোকল উইংয়ের ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আগত অতিথিদের দেখ ভাল করা; প্রশাসন উইংয়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা।

পদোন্নতি সুবিধা: লোকবল কম থাকায় পররাষ্ট্র ক্যাডারে পদোন্নতির সুবিধা অনেক ভালো। যে তিন-চারটি ক্যাডারে দ্রুততম সময়ে পদোন্নতি পাওয়া যায় তার মধ্যে পররাষ্ট্র ক্যাডার অন্যতম।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসগুলোতে পদায়নরত থাকলে ডলারে বেতন-ভাতা পান পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। দেশে-বিদেশে নানা ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ ও প্রশিক্ষণ ভাতা সরকার বহন করে থাকে। বৈদেশিক ভাতাসহ বিদেশে চাকুরিকালীন সময়ে বাসস্থান, দুই সন্তানের পড়াশোনার খরচ এবং চিকিৎসাব্যয় বিধি মোতাবেক সরকার বহন করে। বিদেশের প্রশিক্ষণ ও ট্যুরের নানা সুযোগ পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ছাড়া বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণের অবারিত সুযোগ পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারবর্গ। কূটনৈতিক হলে বা না হলেও এ ক্যাডারের কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারবর্গ কূটনীতিকের মর্যাদা ভোগ করে থাকেন। বিদেশে অবস্থানকালে করমুক্ত গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়। সরকারি ব্যয়ে নিতে পারেন একজন গৃহপরিচারক। রাষ্ট্রদূতেরা সরকারি খরচে একজন বাবুর্চি ও একজন মালি নিয়োগ দিতে পারেন।

অসুবিধাসমূহ: চাকরিজীবনের শুরুতই প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মতো গাড়ি সুবিধা পান না পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের সাধারণত ২/৩-বছর পরপর এক দেশ থেকে অন্য দেশে ট্রান্সফার করা হয়। ফলে কর্মকর্তাদের নানা সমস্যায় পড়তে হয়। বিশেষত সন্তানদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাছাড়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিকূল আবহাওয়ায় খাপ খাইয়ে নিতেও বেশ কষ্ট হয়ে থাকে।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে এগিয়ে থাকায় পররাষ্ট্র ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অন্য ক্যাডারে যান না বললেই চলে।

৪. বিসিএস (কর):

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) আওতাধীন এনবিআর এর একটি শাখা ট্যাক্স উইং বা আয়কর বিভাগ। প্রত্যক্ষ রাজস্ব আহরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র বিভাগ হলো এই আয়কর বিভাগ। প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা এনবিআর-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন।

আদ্যিপদ ও শীর্ষপদ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী কর কমিশনার থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য পর্যন্ত পদে আসীন হওয়া যায়।

CamScanner

পদসোপান (Hierarchy)

↓
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্য (Member of NBR)
↑
কর কমিশনার (Tax Commissioner)
↑
অতিরিক্ত কর কমিশনার (Addi.Tax Commissioner)
↑
যুগ্ম কর কমিশনার (Joint Tax Commissioner)
↑
উপ কর কমিশনার (Deputy Tax Commissioner)

পোস্টিং: চাকরি জীবনের শুরুতে সাধারণত ঢাকার বাইরে থাকতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। তবে কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকায় সদর দপ্তরসহ সারাদেশের বিভিন্ন কর অঞ্চল ও কর সার্কেলে পদায়ন করা হয় কর্মকর্তাদের।

কাজের ক্ষেত্র: কর ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক। প্রত্যক্ষ রাজস্ব আহরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র বিভাগ হলো আয়কর বিভাগ। প্রতিবছর তারা আয়কর রিটার্ন দাখিল করেন। সরকারি-বেসরকারি কোনো আয়ের বিষয়ে তারা সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল হিসেবে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আহরিত রাজস্বের একটা অংশ ইনসেনটিভ (Grant of Rewards) হিসেবে পেয়ে থাকেন কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা বেশ ভালো। দ্রুতই পদোন্নতি পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: আয়কর ফাঁকি ধরতে পারলে আনুপাতিক হারে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। পরিবহন তথা গাড়ী সুবিধাসহ সিনিয়রিটির ভিত্তিতে বাসস্থান সুবিধাও পাওয়া যায় এ ক্যাডারে। প্রমোশনের মাধ্যমে উর্ধ্বতন পর্যায়ের কর্মকর্তা হলে বড় বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়ে যায় এবং প্রভাব খাটানো যায় তাদের ওপর।

অসুবিধাসমূহ: কাজের চাপ সারাবছর তেমন থাকে না। তবে আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় কাজের প্রচণ্ড চাপ সামলাতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এ ছাড়া কর ফাঁকিবাজ, তদবীরবাজদের এবং রাজনৈতিক কিছু নেতার অন্যায় প্রভাব সামলিয়ে কখনো কখনো কাজ করতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: কর ক্যাডার থেকে অনেকেই প্রশাসন ক্যাডারে চলে যান। যুগ্মসচিব সমপদমর্যাদার একজন কর ক্যাডারের কর্মকর্তা যুগ্ম কর কমিশনার হওয়ার পূর্বেই উপসচিব হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে যেতে পারেন।

৫. বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি):

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের (আইআরডি) আওতাধীন এনবিআর এর একটি শাখা বা উইং এর অধীনে কাজ করেন শুল্ক ও আবগারি তথা কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। কাস্টমস ক্যাডারের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান এনবিআর-এর চেয়ারম্যান হয়ে থাকেন প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহকারী কমিশনার থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান পর্যন্ত হতে পারেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদসোপান (Hierarchy)

↓
চেয়ারম্যান (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) (Chairmen of NBR)
↑
সদস্য (জাতীয় রাজস্ব বোর্ড) (Member of NBR)
↑
কমিশনার (Commissioner)
↑
অতিরিক্ত কমিশনার (Addi. Commissioner)
↑
যুগ্ম কমিশনার (Joint Commissioner)
↑
উপ কমিশনার (Deputy Commissioner)
↑
সহকারী কমিশনার (Assistant Commissioner)

পোস্টিং: প্রথম পদায়ন সাধারণত জেলা শহরে হয়ে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পদায়ন করা হয়ে থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে। পদায়ন যেখানেই হোক না কেন কোনো স্থানে সাধারণত দুই বছরের বেশি কর্মস্থল থাকে না এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

কাজের ক্ষেত্র: সরকারের পক্ষে পরোক্ষ কর আহরণের কাজ করে শুল্ক ও আবগারি বিভাগ। শুল্ক গোয়েন্দা হিসেবেও কাজ করেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। কাস্টমস হাউস, স্থলবন্দর-এ কাজ করেন কাস্টমস ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি দ্রুতই হয়ে থাকে কাস্টমস ক্যাডারে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অনেক ক্যাডারের তুলনায় এগিয়ে। চাকরিতে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ী পেয়ে থাকেন কর্মকর্তাগণ। এ ছাড়া বাসস্থান সুবিধাও পান। বৈধ উপায়ে প্রচুর আয় করার সুযোগ একমাত্র কাস্টমস ক্যাডারেই রয়েছে। শুল্ক ফাঁকি ও চোরাচালান ধরতে পারলে সরকারি নিয়মানুযায়ী ১০ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত ইনসেনটিভ (Grant of Rewards) হিসেবে পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। যা অনেক সময় কোটি টাকারও অধিক হয়ে থাকে। বিদেশ ভ্রমণ ও সরকারি স্কলারশিপে পড়াশোনার সুযোগ আছে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের। দেশের প্রভাবশালী ব্যবসায়ী ও আমদানি রপ্তানিকারকদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় অনেক কর্মকর্তা বিশেষ সুযোগ-সুবিধাও গ্রহণের সুযোগ নিয়ে থাকেন অনেক ক্ষেত্রে।

CS CamScanner

অসুবিধাসমূহ: স্থল বন্দরগুলোতে কাজের ক্ষেত্রে চাপ একটু বেশি থাকে। এ ক্ষেত্রে অফিস সময়ের বাইরেও অনেক সময় কাজ করতে হয়। এ ছাড়া ভ্যাট ফাঁকিবাজ, চোরাকারবারি, তদবীরবাজ ও রাজনৈতিক নেতাদের সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: পুল সিস্টেমের মাধ্যমে যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কমিশনার হওয়ার পূর্বেই অনেক কর্মকর্তা উপ-সচিব হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে চলে যেতে পারেন।

৬. বিসিএস (নিরীক্ষা ও হিসাব):

বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের নিরীক্ষা চালানোর জন্য বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ নিয়োজিত থাকেন। কর আদায় ও বার্ষিক আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেকোনো ধরনের অনিয়ম ও অস্বাভাবিকতার অনুসন্ধান ও তা দূর করার লক্ষ্যে কাজ করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ক্যাডারের শীর্ষ পদটি (Comptroller and Auditor General ev CAG) একটি সাংবিধানিক পদ।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: মহাহিসাব নিরীক্ষক এর কার্যালয়ের সহকারী হিসাব নিরীক্ষক থেকে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সাংবিধানিক পদ) পদে আসীন হতে পারেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদসোপান (Hierarchy)

↓

মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

↑

হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

↑

অতিরিক্ত হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

↑

উপ-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

↑

সহকারী নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক

পোস্টিং: ঢাকায় ও বিভাগীয় শহরগুলোতে পদায়ন করা হয়ে থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে। এর বাইরে উপজেলা ওজেলা পর্যায়ে হিসাবরক্ষণ কার্যালয় আর প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে একজন সহকারী মহা-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হতে পারে। তবে ৯০ শতাংশ পদায়ন ঢাকায় হয়ে থাকে।

কাজের ক্ষেত্র: বিসিএস নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের কাজের ক্ষেত্র অনেক। এ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সংক্রান্ত সব ধরনের কাজের হিসাব-নিকাশ ও তদন্ত করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সরকারি সকল কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতন ভাতা থেকে শুরু করে পেনশন, ক্রয়, জ্বালানি বিল, ট্রেনিং বিল ছাড়াও সব ধরনের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থবিষয়ক তদারকিও করে থাকেন নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দেশে ও দেশের বাইরে সরকারের সকল অফিসেই বিচরণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগে Chief Accounts Officer-এর অফিস রয়েছে।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতিসুবিধা বেশ ভালো। যথাসময়েই সাধারণত পদোন্নতি হয়ে থাকে কর্মকর্তাদের।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: প্রশাসন, পুলিশসহ সকল ক্যাডার নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারের কর্মকর্তাগণকে বিশেষ সম্মান দিয়ে থাকেন। কেননা সব সরকারি অফিসে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদচারণা থাকে। গাড়ী সুবিধা আছে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের জন্য। বিনা খরচে বিদেশ ভ্রমণ ছাড়াও বৈদেশিক ট্রেনিং ও ট্যুরের সুবিধা রয়েছে।

অসুবিধাসমূহ: সরকারি অর্থের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তদারকি করাই যেহেতু নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডার কর্মকর্তাদের কাজ সুতরাং দুর্নীতিবাজ ও দলীয় ব্যক্তিদের প্রভাব মোকাবিলা করে কাজ করতে কখনো কখনো একটু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

৭. বিসিএস (আনসার):

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিরাপত্তা রক্ষা, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, জননিরাপত্তা মূলক কাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে।

পদসোপান (Hierarchy)

↓

মহাহিসাব (Director General)

↑

উপ-মহাপরিচালক (Deputy Director General)

↑

পরিচালক (Director)

↑

উপ- পরিচালক (Deputy Director)

↑

সহকারী জেলা অ্যাডজুটেন্ট

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী পরিচালক বা সহকারী জেলা অ্যাডজুটেন্ট থেকে সর্বোচ্চ উপ-মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকে।

পোস্টিং: বিসিএস আনসার ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের অধীনে সহকারী জেলা অ্যাডজুটেন্ট হিসেবে যোগদান করেন। বাংলাদেশ আনসার গঠিত আটটি (৮) রেঞ্জের সমন্বয়ে। দেশের প্রধান আটটি শহরে রেঞ্জ হেড কোয়ার্টারগুলো অবস্থিত। পদায়ন হয়ে থাকে ঢাকায় বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদর দপ্তরে বা রেঞ্জগুলোর যে কোনোটিতে।

কাজের ক্ষেত্র: আনসার-ভিডিপি ছয় লক্ষাধিক সদস্য নিয়ে দেশের প্রতিটি গ্রামে-শহরে দায়িত্ব পালন করে আনসার বাহিনী। আনসার ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ আনসার ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ট্রেনিং হয় গাজীপুরে আনসার ও ভিডিপি একাডেমিতে।

পদোন্নতি সুবিধা: বেশ ভালো। তবে খুব দ্রুত পদোন্নতি হয় না। তবে পদোন্নতির মাধ্যমে মহাপরিচালকও হতে পারেন আনসার ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই। পরিবহণ ও বাসস্থান সুবিধা পাওয়া যায়।

CamScanner

অসুবিধাসমূহ: কখনো কখনো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয় মহাপরিচালক হিসেবে।

৮. বিসিএস খাদ্য:

খাদ্য মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয়। দেশের সকল মানুষের জন্য নির্ভরযোগ্য খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি গঠিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক থেকে খাদ্য মহাপরিচালক পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পদসোপান (Hierarchy)
↓
মহাপরিচালক (Director General)
↑
অতিরিক্ত-মহাপরিচালক (Addi. Director General)
↑
পরিচালক (Director)
↑
অতিরিক্ত পরিচালক/আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক (Addi. Director)
↑
জেলা অ্যাডজুটেন্ট (District Controller of Food)
↑
সহকারী জেলা অ্যাডজুটেন্ট (Assistant Controller of Food)

পোস্টিং: খাদ্য মন্ত্রণালয়ে যোগদানের পর খাদ্য অধিদপ্তরে পদায়ন করা হয়। খাদ্য অধিদপ্তর থেকে পরবর্তীতে বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় পদায়ন করা হয়।

কাজের ক্ষেত্র: সারা দেশে সরকারের যত খাদ্য গুদাম রয়েছে তা খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দেশের সাধারণ জনগণের নিকট থেকে ন্যায্যমূল্যে সব ধরনের খাদ্যশস্য সংগ্রহের কাজ করে থাকেন। ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে তাদের কাজ করতে হয়। খাদ্যশস্যের বাজারমূল্য স্থিতিশীল রাখার ক্ষেত্রেও খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ ভূমিকা রাখেন। এ ছাড়া বিদেশ থেকে খাদ্যপণ্য আমদানিসহ বাংলাদেশ সরকারের নানারকম সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে ওএমএস, ভিজিএফ, কাবিখা ইত্যাদির মাধ্যমে খাদ্যপণ্য বিতরণও করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের অন্যতম ক্ষেত্র।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা যথেষ্ট ভালো। যথাসময়েই পদোন্নতি পেয়ে থাকেন খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: যোগদানের পরপরই যাতায়াত সুবিধা পাওয়া যায়। তবে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হলে গাড়ী পাওয়া যায়। কাজের চাপ তেমন নেই।

অসুবিধাসমূহ: খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হয় বলে কেউ কেউ এ ক্যাডার অপছন্দ করেন। আবার অনেকে মনে করেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে থাকেন।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ চাকরি জীবনের শেষদিকে প্রশাসন ক্যাডারে যেতে পারেন।

৯. বিসিএস তথ্য:

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (বিসিএস) ১৪টি সাধারণ ক্যাডারের একটি তথ্য ক্যাডার। এ ক্যাডারের অফিসারগণ মিডিয়া, কমিউনিকেশন ও পাবলিক রিলেশন (গণসংযোগ) নিয়ে কাজ করে থাকেন। তথ্য ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তিনটি উপধারায় ভাগ করে নিয়োগ দেওয়া হয়। যেমন: বার্তা বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ ও বেতার।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী পরিচালক থেকে মহাপরিচালক পদে আসীন হওয়ার সুযোগ রয়েছে।

পদসোপান (Hierarchy)
↓
মহাপরিচালক (Director General)
↑
পরিচালক (Director)
↑
উপ-পরিচালক (Deputy Director)
↑
সহকারী পরিচালক / জেলা তথ্য অফিসার (Assistant Director)

পোস্টিং: তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অধীনে জেলা তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পেতে পারেন অথবা তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয়ের গণযোগাযোগ কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকায় যোগদান করতে পারেন।

কাজের ক্ষেত্র: টিভি ও বেতারে সংবাদ প্রচারসহ যাবতীয় কাজ করতে হয় বার্তা বিভাগের সহকারী পরিচালকদের। আবার প্রকৌশল বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রকৌশল বিভাগে কাজ করতে হয়। জেলা তথ্য কর্মকর্তাকে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন নীতিমালা ও উন্নয়ন কর্মসূচি সঙ্গে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, আলোচনাসভা থেকে শুরু করে সঙ্গীতানুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বও পালন করতে হয়।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি অত্যন্ত ধীরগতির। দীর্ঘদিন একই পদে রয়েছেন তথ্য ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই। ছুটিও কাটানো যায় বেশ।

অসুবিধাসমূহ: তথ্য ক্যাডার তিনটি উপধারায় বিভক্ত। কিন্তু তিনটি অংশের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় না থাকায় এ ক্যাডারে পারস্পরিক অসন্তোষ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় কিছুটা বঞ্চিত। বাংলাদেশে সরকারি কর্মকমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে ক্যাডার সার্ভিসে প্রবেশ করলেও তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদোন্নতি সময়মতো হয় না। এমনকি চাকরি জীবনের ১৫-২০ বছরেও বহু সিনিয়র তথ্য অফিসার পদোন্নতি পান না। এ ছাড়া এ ক্যাডারে ব্যাপক বিভেদ, বিভক্তি, বিশৃঙ্খলা ও বৈষম্য বিদ্যমান।

CamScanner

অন্যত্র পদায়ন সুবিধা: অনেকে পদোন্নতির মাধ্যমে উপসচিব হিসেবে প্রশাসন ক্যাডারে চলে যান তথ্য ক্যাডার থেকে।

১০. বিসিএস (বাণিজ্য):

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্ত্রণালয় হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বা দপ্তরগুলোর সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী নিয়ন্ত্রক থেকে শীর্ষপদ প্রধান নিয়ন্ত্রক পর্যন্ত হওয়ার সুযোগ আছে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

পদসোপান (Hierarchy)
↓
প্রধান নিয়ন্ত্রক (Chief Controller)
↑
অতিরিক্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক (Add. Chief Controller)
↑
নিয়ন্ত্রক (Controller)
↑
যুগ্ম নিয়ন্ত্রক (Joint Controller)
↑
উপ নিয়ন্ত্রক (Deputy Controller)
↑
সহকারী নিয়ন্ত্রক (Assistant Controller)

পোস্টিং: এই ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের পদায়ন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বা যে কোনো বিভাগীয় শহরে হয়ে থাকে। এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগীয় শহরের বাইরে অবস্থিত আঞ্চলিক দপ্তরসমূহেও পদায়ন করা হতে পারে বাণিজ্য কাডারের কর্মকর্তাদের। পরবর্তীতে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি দূতাবাসগুলোতেও পোস্টিং হতে পারে।

কাজের ক্ষেত্র: বাংলাদেশ সরকারের আমদানি-রপ্তানি তথা বাণিজ্য বিষয়ক সার্বিক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অন্যতম প্রধান কাজ। ব্যবসায়ীদের নিয়ে বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত, সরবরাহ, আমদানি ও মূল্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে কাজ করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ছাড়া ব্যবসায়ীদের নিয়ম নীতি মেনে ব্যবসা করার বিষয়েও ভূমিকা পালন করেন বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। আবার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলাসমূহ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ও কর্মকর্তাদের সমন্বয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি যথাসময়ে হয়ে থাকে বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই। যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা আছে। কাজের চাপ তুলনামূলক কম হওয়ার ফলে ছুটি কাটানো যায় প্রয়োজন হলে। বিদেশের ভ্রমণের সুযোগসহ বিদেশি দূতাবাসগুলোতেও পোস্টিং হতে পারে বাণিজ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

১১. বিসিএস (পরিবার পরিকল্পনা):

জনবহুল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের ভূমিকা ও কাজ বেশ গুরুত্বপূর্ণ। পরিবার পরিকল্পনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য ক্যাডারের পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডার গঠন করে। এ ক্ষেত্রে গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে বিভাগীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকেন এই ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা থেকে মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকে।

পদসোপান (Hierarchy)
↓
মহাপরিচালক
(Director General)
↑
পরিচালক (Director)
↑
উপ-পরিচালক (Deputy Director)
↑
সহকারী পরিচালক (Assistant Director)
↑
পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (Family Planning Officer)

পোস্টিং: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসে প্রথম পদায়ন হয়ে থাকে। পরবর্তীতে পদোন্নতি মাধ্যমে দেশের যে কোনো জেলা, বিভাগসহ রাজধানীতেও আসা যায়। দেশের বাইরে ভ্রমণের সুযোগ আছে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পরও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থার কাজের সুযোগ থাকে।

কাজের ক্ষেত্র: বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কয়েকটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা এই বিভাগগুলোর পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেশ কয়েকটি কর্মক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন। যেমন: ১. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর; ২. বিভাগীয় পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়; ৩. জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়; ৪. উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয় ইত্যাদি। দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যাবলির পাশাপাশি পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাদের বেশির ভাগ সময়ে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতে হলে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার পক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করতে হয়। উপজেলার পরিবার পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নে পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা হিসেবে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি গতি ধীর হয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ বেশি না থাকায় অনেক সময় পাওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ: পদোন্নতির মাধ্যমে উর্ধ্বতন পর্যায়ে না যাওয়া পর্যন্ত বাসস্থান ও পরিবহন সুবিধা নেই। পরিচালক ও মহাপরিচালক পদে সাধারণত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

CamScanner

১২. বিসিএস (রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক):

বাংলাদেশের রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ও রাষ্ট্র-পরিচালিত রেল পরিবহন সংস্থা বাংলাদেশ রেলওয়ে।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট থেকে মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ থাকে রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

পদসোপান (Hierarchy)

মহাপরিচালক
(Director General)
↑
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
(Addi. Director General)
↑
ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট
(Trafic Superentendant)
↑
সিনিয়র সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট
(Senior Asst. Traffic Superintendant)
↑
সহকারী ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্ট
(Assistant Traffic Superintendant)

পোস্টিং: কর্মজীবনের শুরুতে রেলওয়ের বিভাগীয় ট্রাফিক সুপারিনটেনডেন্টের কার্যালয়ে পদায়ন হয়। পরবর্তীতে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে পোস্টিং হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

কাজের ক্ষেত্র: রেলওয়ে পরিবহন ও বাণিজ্যিক ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ রেল পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাশাপাশি রেলওয়ের বিভিন্ন উন্নয়নপ্রকল্প, রেলপথ মন্ত্রণালয়সহ প্রেষণে অন্য অনেক পদে কাজ করে থাকেন। যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের নিমিত্তে রেলের চলাচল তদারকি, রেলে অবৈধ পরিবহন বন্ধে অভিযান পরিচালনা, রেলওয়ে আইন এবং কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন, দাপ্তরিক বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও প্রস্তুত করা সহ প্রশাসনিক নানা কাজ করেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি অনেক ধীরগতিতে হয়ে থাকে এই ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ খুবই কম বলে সুবিধামতো ছুটি নেওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ: মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ খুবই কম। রেলওয়েতে ষষ্ঠ গ্রেডের পদ না থাকায় পঞ্চম গ্রেড পর্যন্ত পদোন্নতি হয়ে আর পদোন্নতি পাওয়া যায় না সহজে।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: চাকরিজীবনের শেষদিকে উপসচিব হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে আসার সুযোগ পান অনেকে।

১৩. বিসিএস (সমবায়):

সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশে সমবায় ভিত্তিক দারিদ্র্য নিরসনের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর। ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩(খ) অনুচ্ছেদে 'সমবায়'কে সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে একটি পৃথক (দ্বিতীয়) খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনের একটি সমৃদ্ধ ও দীর্ঘ ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমা রয়েছে। প্রায় শত বছরের অধিককাল ধরে নানা চড়াই-উতরাই -এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সমবায় আন্দোলনকে অগ্রসর হতে হয়েছে। বিসিএস সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ মানুষকে সমবায়ী মনোভাব গড়ে তোলাসহ নানা কর্মকাণ্ডে সহায়তার মাধ্যমে এ ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে সহায়তা করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী নিবন্ধক থেকে শীর্ষপদ নিবন্ধক হতে পারেন সমবায় ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা।

পদসোপান (Hierarchy)

নিবন্ধক
(Registrar)
↑
অতিরিক্ত নিবন্ধক
(Addi. Registrar)
↑
যুগ্ম নিবন্ধক
(Joint Registrar)
↑
উপ-নিবন্ধক
(Deputy Registrar)
↑
সহকারী নিবন্ধক
(Assistant Registrar)

পোস্টিং: পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্ত সমবায় অধিদপ্তরের জেলা, বিভাগীয় ও সদরদপ্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি ও আঞ্চলিক সমবায় ইনস্টিটিউটে কাজ করার সুযোগ থাকে সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। তবে শুরুতে সহকারী নিবন্ধক হিসেবে যোগ দিয়ে জেলা সমবায় অফিসে কাজ করতে হয়। এ ছাড়া একজন সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তা সরকারি আদেশে যে কোনো উন্নয়নপ্রকল্প, দপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে কাজ করার এবং সচিব হওয়ারও সুযোগ পান।

কাজের ক্ষেত্র: দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য ও সমবায় অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণে সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে ঋণদান, সমবায় সদস্যদের মাঝে ঋণ বিতরণ, সমবায় বাজার স্থাপন, সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান, বার্ষিক অডিট সম্পাদনাসহ বিভাগীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তদারকির কাজ করে থাকেন। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সরকারি আইন ও বিধির আলোকে মানুষকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই একজন সমবায় ক্যাডার কর্মকর্তার প্রধান কাজ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি দ্রুত হয় না, তবে ধীরগতির নয়। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ কম বলে ছুটি কাটানো সহজ হয়। সহজ জীবনযাপন করতে চাইলে সমবায় ক্যাডার হতে পারেন যে কেউ।

অসুবিধাসমূহ: পদোন্নতির মাধ্যমে সচিব হওয়ার সুযোগ কম সমবায় ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য অসুবিধা নেই।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: সমবায় ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা চাকরিজীবনের শেষদিকে এসে উপসচিব হয়ে প্রশাসন ক্যাডারে আসার সুযোগ আছে।

CamScanner

পদসোপান (Hierarchy)

↓

মহাপরিচালক
(Director General)

↑

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
(Addi. Director General)

↑

পোস্ট মাস্টার জেনারেল
(Post Master General)

↑

অতিরিক্ত পোস্ট মাস্টার জেনারেল
(Addi. Post Master General)

↑

উপ-পোস্ট মাস্টার জেনারেল
(Deputy Post Master General)

↑

সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল
(Assistant Post Master General)

পোস্টিং: বাংলাদেশ ডাক বিভাগের ডেপুটি পোস্ট মাস্টার জেনারেল বা পোস্ট মাস্টার জেনারেলের কার্যালয়ে সহকারী পোস্ট মাস্টার জেনারেল হিসেবে যোগদান করতে হয়। এ ছাড়া পোস্টাল সার্কেলেও পদায়ন হয় ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের। বাংলাদেশ পাঁচটি পোস্টাল সার্কেলে বিভক্ত।

কাজের ক্ষেত্র: ডাক বিভাগের প্রশাসনিক নথিপত্র প্রস্তুত করা থেকে যাচাই-বাছাই, দরপত্র প্রস্তুতকরণ ও বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি ধীরগতিতে হয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ খুবই কম এবং ছুটি কাটানোর সুযোগ হয় অনেক। অ্যান্ট্রি লেভেলেই আবাসন সুবিধা পাওয়া যায়। এ ছাড়া পদোন্নতির মাধ্যমে ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল হলেই গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ: অসুবিধা তেমন নেই। তবে সামাজিকভাবে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রভাব তুলনামূলক কম থাকে।

প্রফেশনাল ক্যাডার (১২টি)

১. বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা): বিসিএসের সবচেয়ে বড় দুটো ক্যাডারের মধ্যে অন্যতম শিক্ষা ক্যাডার। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে কয়েকটি সাব-ক্যাডার রয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় সাব-ক্যাডার সাধারণ শিক্ষা। এখানে কমবেশি ৮০টি বিষয়ে নিয়োগ দেওয়া হয়।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (কলেজে): প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ অধ্যাপক পর্যন্ত।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (অধিদপ্তরে): সহকারী পরিচালক থেকে সর্বোচ্চ মহাপরিচালক।

পদসোপান (Hierarchy)

কলেজে (Secretariat/Central Administration)

↑

অধ্যাপক
(Professor)

↑

সহযোগী অধ্যাপক
(Associate Professor)

↑

সহকারী অধ্যাপক
(Assistant Professor)

↑

প্রভাষক
(Lecturer)

অধিদপ্তরে (In Directorate)

↑

মহাপরিচালক
(Director General)

↑

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
(Addi. Director General)

↑

পরিচালক
(Director)

↑

উপ-পরিচালক
(Deputy Director)

↑

সহকারী পরিচালক
(Assistant Director)

↑

শিক্ষা কর্মকর্তা
(Education Officer)

পোস্টিং: চাকরি জীবনের শুরুতে দেশের যে কোনো জেলা বা উপজেলার সরকারি কলেজগুলোতে পদায়ন হয়ে থাকে।

কাজের ক্ষেত্র: দেশের সকল সরকারি কলেজ বাদেও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ শিক্ষা বিভাগের ট্রেনিংয়ের জন্য সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটসহ শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজের সুযোগ পাবেন।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতির সুবিধা মধ্যম। তবে গ্রেড-১ পর্যন্তও পদোন্নতি হয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: নিজ জেলায় কাজের সুযোগ থাকা শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের অন্যতম বড় একটি সুবিধা। তাছাড়া বছরে অনেক ছুটি কাটাতে পারেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। কলেজের বিভিন্ন কমিটিতে (ভর্তি কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, স্পোর্টস ও কালচারাল কমিটি, বিভিন্ন দিবস উদযাপন কমিটি, ক্রয় কমিটি) দায়িত্ব পালন করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায়। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করেও আর্থিক সুবিধা পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেশে-বিদেশে ট্রেনিংয়ের সুযোগ এবং সেখান

থেকে আর্থিক সুবিধা লাভ করা যায়। শিক্ষা জীবনে ভালো ফলাফল ও উচ্চ ডিগ্রি থাকলেও বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন: অনার্স বা মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণি, এমফিল এবং পিএইচডি থাকলে যথাক্রমে এক, দুই ও তিনটি ইনক্রিমেন্ট পান শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: অন্যান্য ক্যাডারের চেয়ে পদোন্নতি সুবিধা তুলনামূলকভাবে ধীর গতির হয়ে থাকে। গাড়ি-বাড়ি সুবিধা নেই। চাকরি জীবনের শেষ পর্যায়ে গিয়ে অধ্যক্ষ হলে সরকারি বাংলো সুবিধা পাওয়া যায়। বিভিন্ন বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের ফলে আত্তীকৃত শিক্ষকদের সাথে ক্যাডার শিক্ষকগণের একটা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে। তাছাড়া পুলিশ, প্রশাসন ও অন্যান্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সমাজে আপাতদৃষ্টিতে যেভাবে প্রভাব বিস্তার বা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সে দিক থেকে সবচেয়ে পিছিয়ে। পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নও একটা ঝামেলার ও চাপের কাজ এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

২. বিসিএস (স্বাস্থ্য): বিসিএসের সবচেয়ে বড় দুটো ক্যাডারের একটি হলো স্বাস্থ্য। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, স্বাস্থ্য ক্যাডারে সারা দেশে মোট কর্মকর্তা আছেন ৩২ হাজার।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (প্রশাসনিক বিভাগে): সহকারী সার্জন থেকে সর্বোচ্চ মহাপরিচালক পর্যন্ত পদে আসীন হতে পারেন স্বাস্থ্য ক্যাডারের (ডাক্তার) একজন কর্মকর্তা।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ (ক্লিনিক্যাল বিভাগে): সহকারী সার্জন থেকে কনসালটেন্ট বা অধ্যাপক পদ পর্যন্ত আসীন হতে পারেন।

পদসোপান (Hierarchy)

ক্লিনিক্যাল বিভাগ (In Clinical Department)

- কনসালটেন্ট (Consultant)
- ↑ সিনিয়র কনসালটেন্ট (Senior Consultant)
- ↑ জুনিয়র কনসালটেন্ট (Junior Consultant)
- ↑ মেডিকেল অফিসার/ সহকারী সার্জন (Medical Officer/Assistant Surgeon)

প্রশাসনিক বিভাগ (In Admin. Section)

- মহাপরিচালক (Director General)
- উপ-মহাপরিচালক (Deputy Director)
- সহকারী পরিচালক/ সিভিল সার্জন (Assistant Director)
- উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা / ডেপুটি সিভিল সার্জন
- আবাসিক মেডিকেল অফিসার/ সিভিল সার্জন (Resi. Medical Officer)

পোস্টিং: স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা (ডাক্তার) প্রথমে যোগ দেন সহকারী সার্জন বা জুনিয়র কনসালট্যান্ট হিসেবে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য ক্যাডারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অন্তত দুই বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কাজ করতে হয়।

কাজের ক্ষেত্র: স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্র ব্যাপক। দেশের সকল জেলা-উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজগুলোতে তাঁদের পদায়ন হতে পারে। এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পদায়িত হন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সংখ্যায় কম হলেও অনেক চিকিৎসক আছেন যাঁরা চিকিৎসা ছাড়া অন্য কোনো ক্যাডার পছন্দ করেন না। যাঁরা চিকিৎসক, প্রকৌশলী কিংবা কৃষিবিদ হন তাঁরা তুলনামূলক অন্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশি মেধাবী। কর্মক্ষেত্রে এই মেধাবীরা তুলনামূলক উপেক্ষিত। তবে মানবসেবার চরম ব্রত থাকায় স্বাস্থ্য ক্যাডারের অনেক কর্মকর্তা সুযোগ-সুবিধা তুলনামূলক কম গ্রহণ করেও সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে যান মানুষকে।

পদোন্নতি সুবিধা: ২৬টি ক্যাডারের মধ্যে স্বাস্থ্য ক্যাডার একমাত্র ক্যাডার, যেখানে প্রবেশকালীন যোগ্যতার চেয়ে আরও অনেক বেশি ডিগ্রি প্রয়োজন হয় পদোন্নতিতে। তবে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক পদগুলোয় পদোন্নতির জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান-সংক্রান্ত উচ্চতর ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না। সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাস করলেই পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য হন। এসব পদ থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হতে সিভিল সার্জন, বিভাগীয় পরিচালক ও কদাচিৎ অতিরিক্ত মহাপরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতি পাওয়া যায়।

এ ছাড়া চিকিৎসকদের বিষয়ভিত্তিক পদোন্নতির ক্ষেত্রে রয়েছে ক্লিনিক্যাল, বেসিক, প্যারা-ক্লিনিক্যাল বিষয়। এসব বিষয়ে পদোন্নতির জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যেকোনো একটি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি সম্পন্ন করতে হবে; একই সঙ্গে সিনিয়র স্কেল পরীক্ষায় পাস করা বাধ্যতামূলক। সব শর্ত পূরণ করলে নবম গ্রেডের মেডিকেল অফিসার থেকে ষষ্ঠ গ্রেডে সহকারী অধ্যাপক বা জুনিয়র কনসালট্যান্ট হওয়া যায়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: ক্লিনিক্যাল সেক্টরে সুযোগ-সুবিধা কিছুটা বেশি পান স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। তবে প্রশাসনিক পদগুলোতে আবার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় তুলনামূলক বেশি। এ ছাড়া 'সিভিল সার্জন' পদে পদায়ন হলে গাড়ি সুবিধা পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: বৈষম্যের যত দিক, সবই স্বাস্থ্য ক্যাডারে আছে। মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, স্বাস্থ্য ক্যাডারে মোট কর্মকর্তা আছেন ৩২ হাজার। তাঁদের মধ্যে ১৫ হাজারই নবম গ্রেডে। সাধারণ ক্যাডারের কর্মকর্তারা উচ্চশিক্ষায় গেলেও তাঁরা সাধারণত ব্যাচ অনুসারে পদোন্নতি পান। এমনকি বিদেশের প্রশিক্ষণ বা পড়াশোনার জন্য প্রেষণে থাকলেও। কিন্তু চিকিৎসকেরা উচ্চশিক্ষায় থাকার সময় পদোন্নতি পান না। শর্ত দেওয়া হয় যে যাঁরা উচ্চশিক্ষায় প্রেষণে আছেন, তাঁরা যেনো পদোন্নতির আবেদন না করেন। বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে (বিসিএস) শর্ত পূরণ করে অন্য অনেক ক্যাডারের কর্মকর্তারা যথাসময়ে পদোন্নতি পেলেও একই শর্ত পূরণ করে, এমনকি বাড়তি যোগ্যতা নিয়েও পদোন্নতি পান না স্বাস্থ্য ক্যাডারের বেশির ভাগ চিকিৎসক। এর মধ্যে বেশির ভাগ প্রথম পদোন্নতির ক্ষেত্রে জটিলতায় পড়েন। একই বিসিএসে যোগদানকারী অন্য অনেক ক্যাডারের কর্মকর্তারা নবম গ্রেড থেকে ষষ্ঠ গ্রেডে (সিনিয়র স্কেল) পদোন্নতি পেলেও স্বাস্থ্য ক্যাডারের বেশির ভাগ কর্মকর্তাই রয়ে যান নবম গ্রেডে। আবার পদোন্নতির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্যাডারের ভেতরেও বৈষম্য রয়েছে। একই ব্যাচের কেউ কেউ ষষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি পান, কেউ কেউ নবম গ্রেডেই থেকে যান। অন্য ক্যাডারের মতো ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি না থাকার কারণে স্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারা বঞ্চিত হন সবচেয়ে বেশি। চাকরির শুরুতে ডাক্তারদের অন্তত দুই বছর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থাকাকালীন সেখানে সরকারি কোয়ার্টারে ভাড়া দিয়ে থাকতে হয়, গাড়ির কোনো সুব্যবস্থা নেই। এমনকি সহযোগী অধ্যাপক হলেও গাড়ি পাওয়া যায় না। এ ছাড়া যে বেতন দেয়া হয়-সেটাও চলার মতো যথেষ্ট নয়।

উপজেলায় চিকিৎসকরা নানা ধরনের অপ্রত্যাশিত আচরণের শিকারও হয়ে থাকেন অনেক সময়। পোস্ট-গ্রাজুয়েশন অর্থাৎ এমডি, এমএস, এফসিপিএস ইত্যাদি ডিগ্রি সম্পন্ন না করলে তাদের পদোন্নতির কোনো সুযোগ নেই। বাংলাদেশে পোস্ট গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি ছাড়া একজন ডাক্তারের কোনো মূল্য নেই। কারণ সবাই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারই খোঁজেন।

৩. বিসিএস (পশুসম্পদ):

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা থেকে সর্বোচ্চ মহাপরিচালক পর্যন্ত পদে আসীন হতে পারেন প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদসোপান (Hierarchy)

↓
মহাপরিচালক
(Director General)
↑
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
(Addi. Director General)
↑
পরিচালক
(Director)
↑
জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
(Dist. Livestock Officer)
↑
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
(Upazilla Livestock Officer)

পোস্টিং: শুরুতে উপজেলায় পদায়ন করা হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদেরকে। দীর্ঘকাল উপজেলায় থাকার পর জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা হয়ে জেলায় আসেন তাঁরা।

কাজের ক্ষেত্র: প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কাজের ক্ষেত্র অন্যান্য অনেক ক্যাডারের তুলনায় একটু বেশিই বলা যায়। জনবহুল এ দেশের বেকারত্ব দূরীকরণে তরুণ-তরুণী থেকে সব বয়সী লোকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে প্রাণিসম্পদ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ অক্লান্ত সেবা দিয়ে থাকেন। উপজেলা-জেলা থেকে শুরু করে দেশের সব অঞ্চলেই ভূমিকা রাখেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা অন্যান্য ক্যাডারের তুলনায় ধীরগতির।

৪. বিসিএস (পরিসংখ্যান):

প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিসংখ্যান বিভাগ গঠন করা হয়। পরিসংখ্যান ব্যুরো এই বিভাগের অধীনে কাজ করে। পরিসংখ্যান ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর কর্মকর্তা হিসেবে যাবতীয় কাজ করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে মহাপরিচালক (Director General) হওয়ার সুযোগ পান পরিসংখ্যান ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা।

পদসোপান (Hierarchy)

↓
মহাপরিচালক
(Director General)
↑
উপ মহাপরিচালক
(Addi. Director General)
↑
পরিচালক
(Director)
↑
যুগ্ম
(Joint Director)
↑
উপ পরিচালক
(Deputy Director)
↑
পরিসংখ্যান কর্মকর্তা
(Statistical Officer)

পোস্টিং: পরিসংখ্যান ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোতে (বিবিএস) পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে জেলা, বিভাগীয় শহরে কিংবা সদর দপ্তরে পদায়ন হয়।

কাজের ক্ষেত্র: পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসেবে জনশুমারি (পূর্বের আদমশুমারি) ও গৃহগণনা কার্যক্রম, কৃষিশুমারি, অর্থনৈতিক শুমারি, বিভিন্ন খানার আয়-ব্যয় থেকে শুরু করে মাসিক ভোক্তা সূচকের তথ্য সংগ্রহ, ফসলাধীন ভূমির পরিমাণ নির্ধারণ ও ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত পরিসংখ্যান তৈরি, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি,মাছ ইত্যাদি জরিপ সংক্রান্ত কাজের তদারকি করে থাকেন। এ ছাড়া পরিসংখ্যান সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে জনগণকে সহায়তা করাও এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের অন্যতম কাজ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি দ্রুতগতির নয়। তবে ধীরগতিরও নয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: পদোন্নতির মাধ্যমে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হলে বাড়ি ও গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়। দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের সুযোগ রয়েছে বেশ।

অসুবিধাসমূহ: কাজের চাপ খুব বেশি না হলেও চাপ মোটামুটি থাকে। ফলে ছুটির সুযোগ একটু কমই পান এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

৫. বিসিএস (সড়ক ও জনপথ):

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর হলো বাংলাদেশ সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের একটি অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

CS CamScanner

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী প্রকৌশলী পদে যোগদান করে সর্বোচ্চ পদ প্রধান প্রকৌশলী হওয়ার সুযোগ থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

পদসোপান (Hierarchy)

প্রধান প্রকৌশলী
↑
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
↑
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
↑
নির্বাহী প্রকৌশলী
↑
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী
↑
সহকারী প্রকৌশলী

পোস্টিং: সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করে জেলা উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়ে বা বিভাগীয় নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে বা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়ে কিংবা অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়ে পদায়ন করা হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

কাজের ক্ষেত্র: সড়ক ও জনপথ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হলো জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা সড়কসমূহ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ ও কালভার্ট উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ করা। এ ছাড়া প্রশাসনিক কাজসহ যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়নে যাবতীয় কাজে নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা বেশ ভালো। যথাসময়ে পদোন্নতি হয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: অ্যান্ট্রিপদেই গাড়ি সুবিধা পেয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। পদোন্নতির মাধ্যমে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী হলে সরকারি বাসভবনের সুবিধা পাওয়া যায়। সড়ক সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোতে কাজের সুযোগ পাওয়া যায় বেশ। প্রকল্পে কাজের ফলে অতিরিক্ত নানা ধরনের সুযোগসুবিধা পেয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। এ ছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষা ও ভ্রমণের সুবিধাও পান সড়ক ও জনপথ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: কাজের ক্ষেত্রে কিছু রাজনৈতিক চাপ সামলাতে হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। এর বাইরে তেমন কোনো অসুবিধা নেই এ ক্যাডার কর্মকর্তাদের।

৬. বিসিএস (গৃহায়ন ও গণপূর্ত):

গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে গণপূর্ত অধিদপ্তর একটি সরকারি বিভাগ যা সরকারি সংস্থা ও সংস্থার ভবন ও কাঠামো নির্মাণের জন্য দায়বদ্ধ। এর সদরদপ্তর ঢাকা, বাংলাদেশে-অবস্থিত। গৃহায়ন ও গণপূর্ত ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ গৃহায়ন ও গণপূর্ত ক্যাডারের সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় নির্মাণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করে সর্বোচ্চ পদ প্রধান প্রকৌশলী হওয়ার সুযোগ রয়েছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

পদসোপান (Hierarchy)

প্রধান প্রকৌশলী
↑
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
↑
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
↑
নির্বাহী প্রকৌশলী
↑
উপবিভাগীয় প্রকৌশলী
↑
সহকারী প্রকৌশলী

পোস্টিং: গৃহায়ন ও গণপূর্ত ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে গণপূর্ত বিভাগে যোগদান করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকে জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে পদায়ন করা হয় তাদের।

কাজের ক্ষেত্র: বাংলাদেশের সকল সরকারি ভবন বা অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভবন নির্মাণে ব্যবহৃত সামগ্রীর গুণগত মান পর্যবেক্ষণ ও যাচাই করা থেকে সকল কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করা এ ক্যাডার কর্মকর্তাদের অন্যতম দায়িত্ব। এ ছাড়া গণপূর্ত অধিদপ্তরে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় প্রাক্কলন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সব ধরনের কাজও তত্ত্বাবধান করে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি বেশ ভালো। যথাসময়েই পদোন্নতি হয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: পদোন্নতির মাধ্যমে উপবিভাগীয় প্রকৌশলী পদে উন্নীত হলে গাড়ি ও বাসস্থান সুবিধা পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণের জন্য দেশে-বিদেশে ভ্রমণের ব্যাপক সুযোগ পেয়ে থাকেন এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: সরকারি নির্মাণকাজের জন্য টেন্ডারপ্রক্রিয়া আহ্বান থেকে টেন্ডার হস্তান্তর পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপ সামলানো, প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ সামলিয়ে কাজ করতে হয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

৭. বিসিএস (বন):

২০১৮ সালের মে মাসে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম করা হয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। বন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই কাজ করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী বন সংরক্ষক থেকে শীর্ষপদ প্রধান বন সংরক্ষক হওয়ার সুযোগ থাকে বন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

CamScanner

পদসোপান (Hierarchy)

↓
প্রধান বন সংরক্ষক
↑
উপ-প্রধান সংরক্ষক
↑
বন সংরক্ষক
↑
উপ-বন সংরক্ষক
↑
উপ-বন সংরক্ষক
↑
সহকারী বন সংরক্ষক

পোস্টিং: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সহকারী বন সংরক্ষক হিসেবে যোগদান করতে হয়। পরবর্তীতে বিভাগীয় বন কর্মকর্তার অধীনে যে কোনো অঞ্চলে পদায়ন করা হতে পারে।

কাজের ক্ষেত্র: বন ও বন্যপ্রাণীর সঠিক সুরক্ষা, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্ট পরিচালনা ও উন্নয়নে বিভিন্ন জেলা, উপজেলা ও বনাঞ্চলের প্রজেক্টগুলোতে কাজ করতে হয় বন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। সরকারি বনাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বনজসম্পদ ও বন্যপ্রাণী রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার সাথে বিভিন্ন আইন ও বিধি-বিধানের প্রয়োগ করা থেকে শুরু করে বনের টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মৌলিক চাহিদা পূরণে সহায়তা, বনভিত্তিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন এবং গণমুখী বনায়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের প্রতিবেশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন বন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বনায়নের প্রতি সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান, বৃক্ষরোপণ ও কৃষি বনায়নের বিষয়ে কারিগরি উপদেশ ও সহায়তা প্রদানও করে থাকেন বন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা বেশ ভালো।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ খুবই কম। ফলে ছুটি কাটানো অনেক সহজ এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের। দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ পান বন ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

অসুবিধাসমূহ: উল্লেখযোগ্য অসুবিধা নেই।

৮. বিসিএস (কারিগরি শিক্ষা):

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর । কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রভাষক পদে যোগদান করেন কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। কারিগরি শিক্ষা এমন একটি শিক্ষা যা মানুষের প্রযুক্তিবিদ হিসাবে বা বিভিন্ন চাকরিতে যেমন ব্যবসায়ী বা কারিগরি হিসাবে কাজ করতে প্রস্তুত করে। বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে মাঝে মাঝে ক্যারিয়ার এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষা হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: প্রভাষক থেকে সর্বোচ্চ অধ্যাপক হওয়ার সুযোগ আছে। আবার শিক্ষা অধীদপ্তরের পরিচালক এবং সবশেষে মহাপরিচালকও হতে পারেন এ কর্মকর্তাগণ।

পদসোপান (Hierarchy)

↓
অধ্যাপক
↑
সহযোগী অধ্যাপক
↑
সহকারী অধ্যাপক
↑
প্রভাষক

পোস্টিং: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রভাষক পদে যোগদান করেন কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত কারিগরি কলেজগুলোতে পদায়ন হতে থাকে এ ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের অনেক কর্মকর্তার আবার অধিদপ্তরেও পদায়ন হয়ে থাকে।

কাজের ক্ষেত্র: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সারা দেশে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক (TVET) পরিচালনা করে থাকে।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি সুবিধা দ্রুতগতির নয়।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই। ছুটি পাওয়া যায় প্রয়োজন মতো। এ ছাড়া প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশের যাওয়ার সুযোগও হয়ে থাকে কারিগরি ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

অসুবিধাসমূহ: উল্লেখযোগ্য অসুবিধা নেই।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: পদোন্নতির মাধ্যমে সহযোগী অধ্যাপক বা অধ্যাপক হলে শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক এবং পরবর্তীতে মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ আছে কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের।

৯. বিসিএস (মৎস্য):

মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও প্রাণিসম্পদ নিয়ে কাজ করে। মৎস্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সর্বোচ্চ পদ মহাপরিচালক।

পদসোপান (Hierarchy)

↓
মহাপরিচালক
↑
পরিচালক
↑
উপ-পরিচালক
↑
জেলা মৎস কর্মকর্তা
↑
সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা

পোস্টিং: উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা হিসেবে উপজেলায় যোগদান করতে হয় মৎস্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের। পরবর্তীতে বাংলাদেশের যে কোনো উপজেলায় পদায়ন হতে পারে। পদোন্নতির মাধ্যমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন উপজেলায় কাজ করতে হয়।

কাজের ক্ষেত্র: উন্নত জাতের মাছ উৎপাদন, মাছের জাত অনুসন্ধান, মাছের রোগ দমন থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মাছ চাষীদের মাছ চাষের পদ্ধতি শেখানো ও কারিগরি বিষয়ক সহায়তা প্রদান করা মৎস্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের অন্যতম দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনসহ দেশের নানা কার্যালয়ে কাজ করতে হয়।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি মধ্যম গতিতে গয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই। ফলে সহজেই ছুটি পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণের সুযোগ ব্যাপক থাকে মৎস্য কাডারের কর্মকর্তাদের। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া যায় সহজেই।

অসুবিধাসমূহ: অসুবিধা তেমন নেই। তবে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারা দেশের মৎস্য চাষীদের সঙ্গে কাজ করতে হয় বলে অনেকে এ ক্যাডার অপছন্দ করে থাকেন।

১০. বিসিএস (কৃষি):

কৃষি মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি কৃষিবিষয়ক মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয়ের অধীন সরকারের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে। বিসিএস কৃষি ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ এসব দপ্তর, সংস্থা ও অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা থেকে মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ রয়েছে কৃষি ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের।

পদসোপান (Hierarchy)

- মহাপরিচালক
- ↑ পরিচালক
- ↑ অতিরিক্ত পরিচালক
- ↑ অতিরিক্ত উপ-পরিচালক
- ↑ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা
- ↑ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা

পোস্টিং: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে যোগদান করতে হয়। পরবর্তীতে সারা দেশের যে কোনো উপজেলা সম্প্রসারণ কর্মকর্তা হিসেবে পদায়ন করা হয়।

কাজের ক্ষেত্র: উপজেলা পর্যায়ে কৃষির উন্নয়নকল্পে কর্মকর্তাগণ কৃষকদের কৃষি সম্পর্কিত নানা প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। এ ছাড়া আধুনিক কৃষিব্যবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান, প্রযুক্তি সহায়তা, মানসম্মত বীজ উৎপাদন থেকে শুরু করে ফসলের নতুন জাত উদ্ভাবন, কৃষিপণ্য উৎপাদনে ভালো বীজ সরবরাহ, শস্যক্ষেত্রে পোকাদমনে কীটনাশক দমনে ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম প্রাপ্তি নিশ্চিতেও কাজ করে থাকেন কৃষি ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতি বেশ ভালো অর্থ্যাৎ যথাসময়েই হয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: কাজের চাপ তেমন নেই বলে ছুটি পাওয়া যায় যথেষ্ঠ। দেশে-বিদেশের প্রশিক্ষণ সুবিধা আছে এবং এ জন্য বাড়তি আর্থিক সুবিধাও পাওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ: সাধারণ গ্রাম, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের প্রান্তিক লোকজনের সঙ্গে মিশে কাজ করতে হয় বলে অনেকে এ ক্যাডারকে একটু কম পছন্দ করে থাকেন।

১১. বিসিএস (জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল):

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পন করে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)। পরবর্তীতে ১৯৪৫ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের অব্যহিত পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতিগুলোর পুনর্বাসনের গুরুত্বারোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে ডিপিএইচই'র মাধ্যমে। জনস্বাস্থ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকেন।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করে সর্বোচ্চ প্রধান প্রকৌশলী হতে পারেন জনস্বাস্থ্য ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা।

পদসোপান (Hierarchy)

- ↓ প্রধান প্রকৌশলী
- ↑ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
- ↑ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
- ↑ নির্বাহী প্রকৌশলী
- ↑ উপবিভাগীয় প্রকৌশলী
- ↑ সহকারী প্রকৌশলী

CamScanner

পোস্টিং: স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে যোগদান করতে হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের যে কোনো উপজেলা বা জেলা অফিসে পদায়ন করা হয় এ ক্যাডারের কর্মকর্তাদের।

কাজের ক্ষেত্র: ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পল্লী এলাকার বিভিন্ন ধরনের নিরাপদ পানির উৎস (টিউবওয়েল) ও স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপনাগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব। তা ছাড়া অত্র অধিদপ্তর পল্লী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণোত্তর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদকে WASTAN কমিটির মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান,স্বাস্থ্য পরিচর্যা জোরদারকরণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকে। দ্রুত নগরায়নের ফলে পৌর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন চাহিদা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ চাহিদা পূরণে অত্র দপ্তর পৌরসভাসমূহের পানি সরবারহ ও স্যানিটেশন অবকাঠামো নির্মাণসহ কারিগরি সহায়তার আওতায় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে সহায়তা করছে। এছাড়া বন্যা, সাইক্লোন, মহামারি ইত্যাদির কারণে সৃষ্টি জরুরি পরিস্থিরিত নিরাপত্তা পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করাসহ সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ।

পদোন্নতি সুবিধা: এ ক্যাডারে জনবল খুবই কম। তাই প্রমোশনের গতি বেশ ভালো।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: চাকরি জীবনের শুরুতেই গাড়ি সুবিধা পাওয়া যায়। কাজের চাপ খুব বেশি নেই। সুতরাং ছুটি পাওয়া যায়।

অসুবিধাসমূহ: সুপেয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় অনেক সময় দীর্ঘসূত্রতার কারণে নানা রকম রাজনৈতিক চাপ আসে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন ধরে সংস্থাটিতে জনবল সংকট থাকায় প্রশাসনিক কাঠামোতে বর্তমান চরম নাজুকতা বিরাজ করছে। বর্তমানে এখানে শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে অনেক পদই শূন্য। এ জন্য কাজে গতি খুবই কম গুরুত্বপূর্ণ এই অধিদপ্তরে।

১২. বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল):

রেলপথ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়। এ মন্ত্রণালয়ের কাজ হচ্ছে রেলপথ ও রেলগাড়ির উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষনাবেক্ষণ করা। রেলওয়ে প্রকৌশল ক্যাডারগণ মন্ত্রণালয়ের উক্ত কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করে থাকেন। মূলত তড়িৎ সিভিল ও যান্ত্রিক প্রকৌশলীরা এ ক্যাডারে কাজের সুযোগ পান।

অ্যান্ট্রিপদ ও শীর্ষপদ: সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক থেকে সর্বোচ্চ মহাপরিচালক পর্যন্ত হওয়া যায় রেলওয়ে প্রকৌশল ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করে।

পদসোপান (Hierarchy)

মহাপরিচালক
↑
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
↑
প্রধান সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক
↑
জেলা সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক প্রকৌশলী
↑
সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক

পোস্টিং: রেল মন্ত্রণালয়ের সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক হিসেবে যোগদান করতে হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ও ডিভিশনে পদায়ন করা হয়।

কাজের ক্ষেত্র: রেলওয়ে প্রকৌশল ক্যাডারের একজন সহকারী যন্ত্র প্রকৌশলী ওয়ার্কশপ ও লোকোশেডে ইঞ্জিন ও কোচের যে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির তদারকি করেন। একজন সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী তাঁর ওপর অর্পিত অঞ্চলের রেলপথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকেন। আবার সহকারী সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করেন ও সরঞ্জাম দেখভালের দায়িত্বে থাকেন। এ ছাড়া বৈদ্যুতিক প্রকৌশলী এবং সংকেত টেলিযোগাযোগ প্রকৌশলী রেলওয়ে ওয়ার্কশপ কিংবা আউটলাইনে বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

পদোন্নতি সুবিধা: পদোন্নতিসুবিধা বেশ ভালো। অর্থ্যাৎ যথাসময়ে হয়ে থাকে।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ: রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডারগণ রেলওয়ে প্রকৌশল শাখা থেকে পদোন্নতি পেয়ে রেল প্রশাসনের আরো উচ্চতর পদে পদোন্নতি পেতে পারেন। একজন বিসিএস রেল ক্যাডার ক্যারিয়ারের শীর্ষে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক হবার সুযোগ পান। এছাড়া রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডারগণ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যবস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

অসুবিধাসমূহ: উল্লেখযোগ্য অসুবিধা নেই।

অন্যত্র পদায়ণ সুবিধা: রেলওয়ে ক্যাডারগণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব, অতিরিক্ত সচিব এমনকি সচিবও হওয়ার সুযোগ পান।

"স্বপ্ন পুরণের প্রত্যয়".... স্বপ্ন প্রকাশন

****সমাপ্ত****

CamScanner